ভাবনী কার্যালয় রেজিস্টার্ড, গুড়গাঁও, পাঞ্জাব

আবশ্যক সূচনা

আমার প্রণীত চেতাবনী, ভক্তিসার, নারায়ণ তরঙ্গ, ইত্যাদি পুস্তকগুলি হিন্দি, উর্দ্দু, গুরমুখী, বাংলা, মারাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষায় ছাপান হইয়াছে। ইহা ছাড়াও অন্যান্য ভাষায় ছাপাইবার সর্ব্ব অধিকার আমি লালা মূলচন্দ রামকৃষ্ণ গুপ্ত, বুকসেলার (সত্বাধিকারী, চেতাবনী কার্য্যালয়, গুড়গাও, পাঞ্জাব) কে দিয়াছি ও ইহার নামে সমস্ত পুস্তকগুলি ভারত সরকার কর্ত্তৃক রেজিষ্টার্ড হইয়াছে। অতএব যদি কেহ ইহার বিনানুমতিতে কোন পুস্তক বা কোন পুস্তকের অংশ ছাপান তাহা হইলে তিনি আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন। চেতাবনী পুস্তক নিম্নলিখিত ঠিকানা হইতে আনাইবেন।

নোট—পত্র ব্যবহার কেবল হিন্দি, উর্দ্দু ও ইংরাজিতে করিবেন।

রাজনারায়ণ "অর্মান" দেহলবী

১৯৪১ খৃঃ অব্দ ❋ শ্রীশ্রীহরি ❋ ষষ্ঠ সম্পূর্ণ সংস্করণ

অকৃত্রিম

চেতাবনী (রেজিষ্টার্ড)

শ্রীকল্কি অবতার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কলিযুগ সম্বৎ ২০০০ বিক্রমাব্দে সমাপ্ত হইবে ও তাহার পর আবার সত্যযুগ আরম্ভ হইবে। এই কয় বৎসরে পৃথিবীতে অনেক পরিবর্তন হইবে। এই সিদ্ধান্তগুলি হিন্দুশাস্ত্র ছাড়া ইসলাম, ক্রিশ্চান, পারসী, শিখ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থগুলি হইতে স্পষ্টরূপে প্রমাণ করা হইয়াছে।

লেখক—

জগৎ বিখ্যাত পরমহংস ৺ শ্রী১০৮ স্বামী রাজনারায়ণ

ষটশাস্ত্রী জ্যোতিভূষণ ভক্তিযোগাচার্য্য

অনুবাদক—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সরকার এম, এ

প্রকাশক—চেতাবনী কার্য্যালয়, রেজিষ্টার্ড

গুড়গাঁও, পাঞ্জাব

১৪০,০০০ খণ্ড বিক্রয় হইবার পর ৩০০০ খণ্ড।

মে ১৯৪১
May 1941

Rs. 1/4
মূল্য ১।০ আনা

চেতাবনীর প্রকাশ সংখ্যা

সংস্করণের পর সংস্করণ ছাপা হইবামাত্র বিক্রয় হইয়া যাইতেছে।

জনসাধারণকে ইহা দ্বারা বিদিত করা যাইতেছে যে, এত অধিক সংখ্যক চেতাবনী উর্দ্দু, হিন্দি, পাঞ্জাবী, মারাঠি, বাংলা ও গুজরাটিতে ছাপাইয়া বিক্রয় হইয়াছে যে, তাহার সমুদায় সংখ্যা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারনা রাখা অত্যন্ত কঠিন। প্রথমেই ১২০০০ সংখ্যা বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছিল এবং তাহার পরেও যে সমস্ত পুস্তক ছাপান হইয়াছে বা হইতেছে তাহাও আমরা আমাদের মাত্র খরচা তুলিবার জন্য নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করিতেছি। সকলেই জানেন যে আজকাল বাজারে কাগজের দাম তিনচারিগুন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আমাদের খরচ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু তবুও আমরা ১৯৪১ সালে প্রকাশিত সংস্করণ সমূহে আগেকার চেয়েও ভাল কাগজ ব্যবহার করিয়াছি এবং টাইটেলও দামি আর্ট পেপারে ত্রিরঙে ছাপান হইয়াছে। এই সব কথা ভাবিলে প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিবেন যে, পুস্তকখানির দাম ১।০ (এক টাকা চারি আনা) থাকাতে আমাদের কোন বিশেষ লাভের সম্ভাবনা নাই। এবং যদি বা আমাদের ইহাতে সামান্য কিছুও লাভ থাকে তাহাও আমরা বিজ্ঞাপন ও ধর্ম্মপ্রচারে খরচ করিয়া থাকি অতএব যখন আমরা জনসাধারণের লাভার্থে এই প্রকারে কার্য্য করিতেছি, আপনাদেরও প্রধান কর্ত্তব্য যে আপনারা জনসাধারণের মধ্যে এই পুস্তকখানির যথাসাধ্য প্রচার করিয়া এই পুণ্যকার্য্যে যোগদান করেন।

১৯৪০ পর্যন্ত এক লক্ষের উপর 'চেতাবনী' বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। এবং ইহার পরে ১৯৪০—৪১ সালের নূতন সংস্করণ সমূহ নিম্নলিখিত সংখ্যায় প্রকাশ করা হইয়াছে—

১।	চেতাবনী (রেজিঃ)	হিন্দি	প্রথমবার	জানুয়ারী	২০০০
২।	"	বাংলা	"	"	১০০০
৩।	"	পাঞ্জাবী	"	"	১০০০
৪।	"	মরাঠি	"	"	২০০০
৫।	"	উর্দু	"	"	২০০০
৬।	"	হিন্দি	দ্বিতীয়বার	মার্চ	৪০০০
৭।	"	গুজরাটি	প্রথমবার	"	১০০০
৮।	"	বাংলা	দ্বিতীয়বার	মে	২০০০
৯।	"	হিন্দি	তৃতীয়বার	"	৬০০০
১০।	"	তেলেগু	প্রথমবার	জুলাই	১০০০
১১।	"	ইংরাজী	"	"	১০০০
১২।	"	বাংলা	তৃতীয়বার	"	২২৫০
১৩।	"	হিন্দি	চতুর্থবার	আগষ্ট	২০০০
১৪।	"	বাংলা	"	সেপ্টেম্বর	২২৫০
১৫।	"	হিন্দি	পঞ্চমবার	ফেব্রুয়ারী	২০০০
১৬।	"	বাংলা	"	"	৩০০০
১৭।	"	তেলেগু	"	"	১০০০
১৮।	"	বাংলা	ষষ্ঠবার	মে	৩০০০

আবশ্যক সূচনা

আজকাল ঘোর কলিযুগ যাইতেছে। বহু ভদ্রলোক সর্ব্বদা এমন কাজ করিয়া থাকেন যাহাতে অন্যের কথা ত দূর হউক এমন কি যাঁহারা ধর্ম্মকার্য্য করিতেছেন তাঁহাদেরও ক্ষতি হয়। এখন দেখুন, আমরা ভদ্রলোকদের উপর বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের পোষ্টকার্ডে লিখিত অর্ডার পাইবামাত্র অনেক টাকার বই পাঠাইয়া দিয়া থাকি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে বহু ভদ্রলোক ভিঃ পিঃতে পুস্তক অর্ডার দিয়া বিনা কারণে ফেরৎ দেন এবং সেই জন্য প্রতিদিন আমাদের কার্য্যালয়ের ক্ষতি হয়। আমরা ভদ্রলোকদিগকে ইন্‌ভয়েস পাঠাইয়া জানাইয়া থাকি যে যদি কোন ভুলচুক থাকে তবে পার্শ্বেল ফেরৎ না দেন এবং যাহা অতিরিক্ত হয় আমাদের পত্র লিখিয়া ফেরৎ লয়েন। কিন্তু আমাদের কথায় তাহারা বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেন না। অতএব এ বিষয়ে আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে পুস্তকের অর্ডার দিবার সময় ডাকখরচ (পোষ্টেজ, রেজিষ্ট্রেশান ও ভিঃ পিঃ মাশুল) বিষয়ে বিবেচনা করিয়া লইবেন এবং বড় অর্ডারের সহিত বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া অগ্রিম মূল্যের এক চতুর্থাংশ অবশ্য পাঠাইয়া দিবেন, কেননা ইহাই আমাদের কার্য্যালয়ের নিয়ম।

লিফাফার মধ্যে টিকিট পাঠাইবার প্রথা

অনেক ভদ্রলোক নিয়মের বিরুদ্ধে লিফাফার মধ্যে পুস্তকের মূল্য বাবদ ডাকটিকিট পাঠান। এরূপ লিফাফার সহিত আমাদের অন্য লিফাফাও হারাইয়া যায় কারণ ডাকঘরের কর্ম্মচারীরা টিকিটের লোভে লিফাফা চুরি করে এবং ঐ লিফাফা আমরা না পাওয়ায় পুস্তক পাঠাইতে পারি না। তখন ভদ্রমহোদয়গণ পুনঃ পুনঃ আমাদের নিকট অভিযোগ করেন

এইরূপ প্রতিদিন চুরি হওয়াতে আমরা পুনঃ পুনঃ পোষ্টমাষ্টার, শুড়গাঁও এবং পোষ্ট অফিসের আরও অনেক উপরিতন কর্ম্মচারীদের নিকট প্রতিদিন অভিযোগ পত্র পাঠাইতেছি। কিন্তু ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই যে ডাক বিভাগ সততার জন্য প্রসিদ্ধ হইলেও আমাদের ডাকের উপযুক্ত ব্যবস্থা হইতেছে না এবং আমরা অভিযোগ করা সত্বেও চোরদিগকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে না। সেই জন্য আমরা যেরূপ প্রতিদিন পোষ্ট অফিসে লিখিতেছি সেইরূপ ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও বিনীত নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা যেন মূল্য মনিঅর্ডার দ্বারা পাঠাইয়া দেন। কারণ লিফাফায় টিকিট পাঠাইলে ঐ লিফাফার সহিত অন্য লিফাফাও হারাইয়া যায় এবং আমরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হই এমন কি ভিঃ পিঃ অর্ডারও লিফাফায় না পাঠাইয়া পোষ্টকার্ডে

জ্যোতিষ বা ভবিষ্যৎ গণনা সম্বন্ধীয় কার্য্য

জ্যোতিষ সংক্রান্ত কার্য্য এবং স্বামিজীর সহিত পত্রব্যবহার সম্বন্ধে আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় সমুদয় কার্য্যাদি যথা কোষ্ঠিপত্র, বর্ষফল, বাজারদরের হ্রাস বৃদ্ধি, অনুষ্ঠান, শুভলগ্ন প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য আমরা পূজ্যপাদ স্বামিজীর আজ্ঞানুযায়ী সুনিয়মে ১৯৩১ সাল হইতে যথাবিহিত করাইতেছি এবং স্বামিজীর নামে প্রেরিত পত্র লিখিত জ্যোতিষের কার্য্যাদি আমরাই করাইয়া পাঠাইয়া থাকি। কিন্তু প্রতি ডাকে চিঠি চুরি যাইবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় পত্রাদিও সোজা আমাদের ঠিকানায়

(চেতাবনী কার্য্যালয়, রেজিষ্টার্ড, গুড়গাঁও. পাঞ্জাব)

পাঠাইবেন। পূজ্যপাদ স্বামিজী মারা যাওয়াতে তাঁহার নামে পত্র লিখিলে ঐ পত্র ডাকঘর রাখিয়া লইবে বা ফেরত যাইবে, সুতরাং আপনার কাজ হইবে না। অতএব পুস্তকের জন্যই হউক বা জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় কাজের জন্যই হউক পত্রাদি আমাদের ঠিকানায় পাঠাইবেন। আমরা উভয় বিষয়েরই যথাবিহিত ব্যবস্থা করিব। আশা করি আপনারা সমুদয় বিষয় উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন, যাহাতে আপনাদের এবং আমাদের কার্য্যালয়ের কোন প্রকার ক্ষতি না হয় এবং ধর্ম্মকার্য্যের উত্তরোত্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে।

নিবেদক

রামকৃষ্ণ গুপ্ত

স্বত্বাধিকারী—

চেতাবনী কার্য্যালয় (রেজিষ্টার্ড)

গুড়গাঁও, পাঞ্জাব।

পুনশ্চ নিবেদন :

অনুগ্রহপূর্ব্বক পত্রাদি হিন্দি অথবা ইংরাজিতে লিখিবেন ; বাংলা ভাষায় পত্র লিখিবেন না। কারণ আমরা বাংলা ভাষা জানিনা। সুতরাং বাংলায় পত্র লিখিলে কোন ফল পাইবেন না।
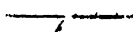
ধর্ম্মপ্রচারের পক্ষে শুভ-সংবাদ

যদি আপনারা নিজের সহরে সনাতন ধর্ম্মের প্রচার সঙ্গীত, কথকতা বা উপদেশ দ্বারা করিতে চাহেন, তাহা হইলে আমাদের লিখিলে আমরা প্রসিদ্ধ কথকদের আপনাদের কাছে পাঠাইতে পারি যাহাদের অমৃত সদৃশ উপদেশসমূহ শ্রবণ করিলে আপনাদের আত্মার উন্নতি সাধন হইবে।

প্রস্তাবনা

আজকাল যে সমস্ত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় প্রায় সমস্তেই মতভেদ পাওয়া যায়। ইহার প্রধান কারণ এই যে প্রথমতঃ সাধারণ লোকেদের বিদ্যা অত্যন্ত অল্প হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ লোকেদের বিচারশক্তিও অত্যন্ত কম। আমি দিবারাত্র এই কথাই ভাবি যে এই জগত কেন মেলার মত ঘুরিতে থাকে। অর্থাৎ যেরূপ কোন মেলাতে সাধারণ লোকে যে দিকে লোকের ভিড় ধাক্কা দিয়া লইয়া যায় সেই দিকেই চলিতে থাকে সেইরূপ যদি কেহ বলে যে সত্য পথ ইহাই তৎক্ষণাৎ কতকগুলি লোক বলিয়া উঠে যে, না, ইহা কখনই সত্য নয়। তাহারা এই সত্য পথের সম্বন্ধে কোন কথা শুনিতে পর্য্যন্ত চায় না বা অন্য কাহাকেও শুনিতে দেয় না কেননা এই প্রকার লোকেরা বাদ প্রতিবাদই ভালবাসে। এই প্রকার প্রত্যেক গ্রন্থেও মতভেদ পাওয়া যায়। যদি কোন লেখক নিজের মতানুযায়ী কোন অর্থ বাহির করেন তৎক্ষণাৎ কতকগুলি লোক কোন কিছু বিচার না করিয়াই সেই পথে চলিতে আরম্ভ করে। প্রতিদিন এই প্রকার বিরোধ চলিতে থাকে। ইহার প্রতিবিধানের জন্য বিদ্বান ব্যক্তিরা নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে এই মতভেদ দূর করিবার জন্য শাস্ত্রালোচনা করিয়া থাকেন এবং জনসাধারণকে সত্যমার্গ দেখাইবার জন্য কঠিন পরিশ্রম করে। কিন্তু ইহা সত্বেও সাধারণ লোকের সত্যপথে চলিবার জন্য অত্যন্ত কম চেষ্টা দেখা যায়।

"চেতাবনী" পুস্তক লেখক জগৎবিখ্যাত পরমহংস ৺শ্রী১০৮ স্বামী রাজনারায়ণ ষট্‌শাস্ত্রি ভক্তিযোগাচার্য্য মহাশয় ১৯২৪ সালে "চেতাবনী" পুস্তকটি লিখিয়া ইহার প্রচার আরম্ভ করেন। কিন্তু তখনও লোকের মনে ১৯১৯ সালে সমাপ্ত মহাযুদ্ধের কথা লোকেদের মনে নূতন ছিল এবং সেই জন্যেই পণ্ডিতজীর মতামত বেদ, শাস্ত্র, পুরাণ ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থের অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও কেহ ইহাকে স্বীকার করে নাই। সাধারণ লোকেরা আসন্ন মহাযুদ্ধের (যাহা এখন চলিতেছে) সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণীকেও হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু আজ সমস্ত ঘটনা "চেতাবনী"র ভবিষ্যৎবাণীর অনুসারেই ঘটিতেছে দেখিয়া অধিকাংশ বিরুদ্ধবাদীরা লজ্জিত হইয়াছেন। সত্যই কলিযুগ সমাপ্ত হইতে চলিয়াছে এবং এই জন্যই কেহ ভাল কথাও গ্রাহ্য করিতে চায় না। যদি আজ পূজ্য ৺স্বামী রাজনারায়ণজীর জায়গায় এই ভবিষ্যৎবাণীগুলি কোন বিদেশী পণ্ডিত করিতেন তাহা হইলে এই সব লোকেরাই তাঁহার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিত। কিন্তু এই ভবিষ্যৎবাণী (যাহা এখন সত্য প্রমাণিত হইতেছে) একজন বিখ্যাত ভারতীয় পণ্ডিতে করাতে লোকেরা তাঁহার দেখানো সত্যমার্গ গ্রহণ করা ত' দূরের কথা, খোলাখুলি তাহার বিরুদ্ধতা করিতেছে। ইহা প্রকৃত সত্য যে দিন হইতে আমাদের দেশে বিদ্বানেরা অপমানিত হইতে আরম্ভ হইয়াছেন সেইদিন হইতেই ভারতবর্ষের ক্রমান্বয়ে পতন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা প্রথমে "চেতাবনী"র সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল তাহারা এখন

"চেতাবনী" সত্য বলিয়া প্রমাণিত হওয়াতে চোরের মত চুপি চুপি নকল চেতাবনী ছাপাইয়া উপার্জ্জন করিতেছে ও জনসাধারণের মনে সন্দেহ আনিতেছে। আপনারা সহজেই বুঝিতে পারেন যে এই বইখানি লিখিতে পূজ্য স্বামিজী কি প্রকার পরিশ্রম করিয়াছেন ও আমাদের ইহার প্রচারের জন্য কত কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু ইহার প্রতি এই সব জুয়াচোরদের বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি নাই। তাহারা কেবল নিজের লাভের দিকে দেখিতেছে, কিন্তু তাহাদের জানা উচিত যে আমরা "চেতাবনী"কে ভারত গভর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে রেজিষ্টার্ড করাইয়াছি এবং যদি আমরা এখন এত সমস্ত লোকেদের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা করি তাহা হইলে ইহাদের বাঁচিবার কোন উপায় থাকিবে না। জনসাধারণের উচিত যে তাঁহারা এই সব জুয়াচোরদের পুস্তকগুলি বর্জ্জন করেন ও "অকৃত্রিম চেতাবনী," রেজিষ্টার্ড কেনেন, যাহা কেবল চেতাবনী কার্য্যালয়, রেজিষ্টার্ড, গুড়্গাঁও দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাদের উচিত পুস্তকখানি পড়িয়া ইহার প্রচার অন্যান্য লোকেদের কাছে করা, যাহাতে তাহারাও ইহার দ্বারা লাভ করিতে পারে।

ইহার পরে ১৯৩৭ সালে স্বামিজীর আজ্ঞানুসারে 'চেতাবনী' কার্য্যালয় (রেজিষ্টার্ড) গুড়্গাঁও, পাঞ্জাব ইহার প্রচার কার্য্য গ্রহণ করেন। এই পুস্তকটির প্রচার করিবার জন্য আমাদের কত কষ্ট ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহার

বর্ণনা করা এই ভূমিকার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু আমরা আপনাদের ইহাই জানাইতে চাই যে যদি প্রত্যেক ধর্ম্মগ্রন্থই এই পুস্তটির মতাবলম্বী ছিল তাও সেই সময় আমরা প্রতি দিনই জানিতে পারি যে এই পুস্তকটির মত খণ্ডন করিবার জন্য অনেকগুলি পুস্তিকা অর্থ উপার্জ্জনের আশায় প্রকাশ হইতেছে। ইহারা কেবল অর্থ উপার্জ্জনের আশায় এই পুস্তকগুলি প্রকাশ করে ও ধর্ম্মকার্য্যে ব্যঘাত করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু এখন প্রত্যেক লোকেরই চোখ খুলিয়াছে কেননা তাহারা দেখিতেছে যে আজকাল যে সমস্ত ঘটনা প্রতিদিন ঘটিতেছে, তাহাদের কথা ১৯২৪ সালের চেতাবনীতেই দেওয়া ছিল এবং এখন প্রত্যেক ঘটনাই চেতাবনী অনুসারে ঘটিতেছে। ইহার জন্য জনসাধারণের মনে বিশ্বাস হইয়াছে যে পরবর্ত্তী সমস্ত ঘটনাও চেতাবনী অনুসারেই ঘটিবে। প্রত্যেকেই এখন বুঝিতে পারিতেছে যে যুগের পরিবর্ত্তন হইতেছে।

চেতাবনীর উপদেশ

৩। "চেতাবনী"র উপদেশ হইতেছে যে ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন ও সমূহ বিপদ আমাদের সম্মুখে আসিতেছে। আমাদের পরস্পরকে ভালবাসা উচিত ও নিজ নিজ বিধি অনুসারে ভগবানকে ভক্তি করা উচিত যাহাতে আমরা এই কলিযুগ হইতে বাঁচিয়া সমাগত সত্যযুগ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারি. প্রতি

দিন ভগবানের কীর্ত্তন হওয়া উচিত, কাহারও ধর্ম্মে আঘাত দেওয়া উচিত নহে, ইত্যাদি এই উপদেশগুলি প্রত্যেক মনুষ্যেরই পালন করা উচিত কিন্তু আমরা বুঝিতে পারিনা যে তবুও কতকগুলি লোকে কেন ইহার বিরুদ্ধাচরণ করেন। তাঁহারা কি চান কলিযুগ সমাপ্ত না হউক ও পাপ দিন দিনে পৃথিবীতে বাড়িতে থাকুক? আপনাদের প্রতি আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, আপনারা ধর্ম্মকার্য্য মনে করিয়া এই সব উপদেশগুলির প্রচার করেন। "চেতাবনী" অনুসারে আগত ভয়ঙ্কর সময় হইতে বাঁচিবার জন্য এখন হইতেই ভগবানকে কায়মনোবাক্যে ভক্তি করা উচিত ও প্রতি দিনকার বাদপ্রতিবাদ বর্জ্জন করিয়া আনন্দে জীবন যাপন করা উচিত। আপনাদের আরও উচিত যে আপনারা আমাদের কঠিন পরিশ্রমের দিকে দৃষ্টিপাত করেন ও বোঝেন যে কি কষ্ট স্বীকার করিয়া আমরা ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য চেতাবনীকে হিন্দি, উর্দ্দু, বাঙলা, পাঞ্জাবী, আসামী, গুজরাটি, মারাঠি, ইংরাজী, তেলেগু ইত্যাদি ভাষায় ছাপাইয়াছি।

আপনাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য এই পুস্তকটির বহুল প্রচার করা যাহাতে প্রত্যেকে ইহার উপদেশানুসারে ভক্তিমার্গে বিচরণ করিয়া সমাগত বিপদ হইতে রক্ষা লাভ করেন। ইহাই আপনাদের কাছে আমাদের বিনীত প্রার্থনা ও অনুরোধ।

ভজন ২২৯

ধর্ম্ম কে প্রচারক কলিযুগ কো ঔর বঢ়ায়ে ॥ ধুয়া
পড় কর উসকা ভেদ না জানা, লোগোঁ কো ভরমাঁয়ে
তত্ত্বজ্ঞান পাস নহি ফটকা, পঢ়া ছুয়া দোহরায়ে ॥
যিনকা আপ পতা কুছ নাহি, এহ উপদেশ সুনায়ে।
পার ভলা ঔ কিসকো তারে, আপ ঝকোলে খায়ে ॥
নারায়ণ কলিযুগ কি লীলা, কিস কিস বিধি সুনায়ে ॥

গদ্যানুবাদ

ধর্ম্মপ্রচারকেরা কলির মহিমা আরও বাড়াইতেছেন।
লেখাপড়া করিয়া ভেদাভেদ জ্ঞান জানিল না,
তাহারাই আবার লোকেদের শেখাইতেছে।
যাহাদের বিন্দুমাত্রও তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই, তাহারা কেবল
যাহা পড়িয়াছে তাহারই পুনরুক্তি করিতেছে।
যে নিজে কিছুই জানে না সেও উপদেশ দিতেছে।
এইরূপ লোকে কি করিয়া জনসাধারণকে মুক্তির পথ
দেখাইবে, যে নিজে মুক্তির সম্বন্ধে কিছুই
জানে না।
নারায়ণ, কলিযুগের লীলা কি প্রকারে (জনসাধারণকে)
শোনাইব।

নিবেদন ইতি
রামকৃষ্ণ গুপ্ত

এখন ত' আপনার আনন্দ হওয়া উচিত

কেননা

আমরা আপনাদের লাভের জন্য "চেতাবনী" নামক পুস্তকটির শুদ্ধ অনুবাদ অনেক অর্থব্যয় করিয়া কয়েকটি ভাষায় প্রকাশ করিতেছি, যাহাতে প্রত্যেক প্রদেশের লোকেই ইহার দ্বারা জ্ঞান লাভ করিতে পারে। এই সময় নিম্নলিখিত অনুবাদগুলি বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত আছে।

১। "চেতাবনী" (রেজিষ্টার্ড) হিন্দি ভাষায় মূল্য ৸৹ ডাঃ মাঃ ৴৹
২। " " উর্দ্দু " " " " "
৩। " " পাঞ্জাবী " অনেক

অর্থব্যয় করিয়া সমস্ত পুস্তকটি পাঞ্জাবী ভাষায় অনুবাদ করাইয়া প্রকাশ করিয়াছি। মূল্য ৸৹ ডাকমাশুল ৴৹।

৪। "চেতাবনী" (রেজিষ্টার্ড) বাঙলা ভাষায় বাঙালীদের সুবিধার জন্য ইহার শুদ্ধ অনুবাদ শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সরকার, এম, এ,র দ্বারা করাইয়া প্রকাশ করাইয়াছি। ইহা বলা অনাবশ্যক যে আমাদের এই সংস্করণটি প্রকাশ করিতে অত্যধিক অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। ইহা সত্বেও কেবল ধর্ম্ম প্রচারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা ইহার মূল্য কেবল ১৷৹ মাত্র রাখিয়াছি, ডাকমাশুল ৴৹ আলাদা দিতে হইবে।

৫। "চেতাবনী" (রেজিষ্টার্ড) **গুজরাটি ভাষায়** এই ভাষায় "চেতাবনী" সম্বন্ধে ছোট ছোট কয়েকটি পুস্তিকা আগেই প্রকাশ করা হইয়াছিল কিন্তু আমাদের অকৃত্রিম চেতাবনীর সম্পূর্ণ অনুবাদ এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যাইত না। এখন আমরা অনেক অর্থব্যয় করিয়া ইহাকে বিশুদ্ধ গুজরাটিতে অনুবাদ করাইয়া প্রকাশ করিয়াছি। গুজরাটি ভ্রাতাদের ইহার প্রতি শীঘ্রই মনযোগ দেওয়া উচিত। এই প্রকার পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সত্ত্বেও মূল্য কেবল ৷৵৹ ডাকমাশুল ৶৹।

৬। "চেতাবনী" (রেজিষ্টার্ড) **মারাঠি ভাষায়** মারাঠি আমাদের মাতৃভাষা নহে ও আমাদের প্রদেশে কেহ এই ভাষা ব্যবহার করে না। ইহা সত্ত্বেও আমরা অনেক চেষ্টা করিয়া পুস্তকখানি মারাঠি ভাষায় ছাপাইয়া দিয়াছি যাহাতে মারাঠি ভাষাভাষীরা এই অমূল্য পুস্তকখানি হইতে বঞ্চিত না থাকেন। মূল্য কেবল ৷৵৹ ডাকমাশুল ৶৹।

৭। "চেতাবনী" (রেজিষ্টার্ড) **ইংরাজী ভাষায়**। আমাদের পুস্তকটিকে এখন পর্য্যন্ত ইংরাজি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় নাই কেননা ইহার শুদ্ধ অনুবাদ করিবার জন্য কোন প্রকৃত বিদ্বানের সন্ধান আমরা পাই নাই। এখন আমরা অনেক অর্থব্যয় করিয়া মিঃ এস, এন, সরকার, এম, এ,র দ্বারা পুস্তকটির অনুবাদ করাইয়া প্রকাশ করিয়াছি। ইহা মোটা সাদা কাগজে ও সুন্দর টাইপে ছাপান হইয়াছে।

মূল্য—সাধারণ সংস্করণ ১।• এক টাকা চারি আনা
রাজ সংস্করণ ২।• দুই টাকা চারি আনা
বিদেশের জন্য ৪৲ চারি টাকা

এই সংস্করণটির মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হইবে, ভিঃ পিঃতে পাঠান হইবে না।

নোট—এই সব ভাষা ছাড়াও তেলেগু, নেপালী প্রভৃতি ভাষায় বইখানি শীঘ্রই ছাপান হইবে।

সূচনা

উপরোক্ত হিন্দি, উর্দ্দু, মারাঠি, পাঞ্জাবী, বাংলা, গুজরাটি ও ইংরাজি ছাড়া যদি কেহ অন্য কোন ভাষায় "চেতাবনি"কে অনুবাদ করাইয়া ছাপাইতে চাহেন তাহা হইলে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য আমাদের কিছু দান করিয়া আমাদের লিখিত অনুমতি লইয়া ছাপাইতে পারেন। এই লিখিত অনুমতির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করা আবশ্যক—

রামকৃষ্ণ গুপ্ত
সত্বাধিকারী—
চেতাবনী কার্য্যালয় (রেজিষ্টার্ড)
গুড়গাঁও, পাঞ্জাব।

প্রার্থনা

লেখক— অল ইণ্ডিয়া সনাতন ধর্ম্ম প্রচারক

প্রফেসর আত্মারাম 'শোখ' দেহলবী।

দুনিয়া ওয়ালে হুয়ে কলঙ্কিত, নিষ্কলঙ্ক অব আও!
বচে খুচে যো ভক্ত তুমহারে, উনকো আন বাচাও॥
'সুমতি' মাতাকে গৃহ উজিয়ারে, আও আও আও।
'বিষ্ণুযশ'কে নৈন দুলারে, আও আও আও॥
কামী কপটি লোভী জুয়ারী, ঘর ঘর অত্যাচারী।
'রত্নমুঠ' তলওয়ার হাথ লে, পাপী রক্ত বহাও॥
পূণ্য দেশ ভারত কি ভূমি, পাপোঁ কি সরতাজ বনী।
মাতৃভূমি কি বিপতাকো ফির, শীঘ্র মিটানে আও॥
হাথ জোড় কর 'শোখ', তুমহারী য়হি প্রার্থনা করতা।
গীতা মেঁ যো বচন দিয়া হ্যায়, পুরা কর দিখলাও॥

ভাবার্থ

জগতের লোকেরা কলঙ্কিত হইয়াছে, হে নিষ্কলঙ্ক অবতার,

আপনি এখন অবতীর্ণ হউন।

আপনার যে অল্পসংখ্যক ভক্তেরা এখনও জীবিত আছে,

আপনি আসিয়া তাহাদের বাঁচান।

হে 'সুমতি'১, মাতার গৃহ প্রদীপ, আপনি শীঘ্র উদয় হউন।

হে 'বিষ্ণুযশের'২ (চক্ষুর মত) আদরণীয় সন্তান, আপনি

শীঘ্রই উদয় হউন।

কামুক, কপট, লোভি ও জুয়ারী লোকেরাই এখন বেশী

হইয়াছে, ঘরে ঘরে অত্যাচারী জন্ম লইয়াছে।

'রত্নমুঠ'৩ তলওয়ার লইয়া আপনি পাপীদের রক্তপাত করুন।

ভারতবর্ষ, যাহা পুণ্য দেশ নামে অভিহিত ছিল

(তাহা) এখন পাপীদের লীলাভূমি হইয়াছে।

মাতৃভূমির বিপদ উদ্ধারের জন্য, আপনি আবার শীঘ্র

উদয় হউন।

হাত যোড় করিয়া 'শোধ' এই প্রার্থনা করিতেছে যে

আপনি গীতায় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ করিয়া

দেখান।

১। ২। 'সুমতি ও বিষ্ণুযশ = কল্কি অবতারের মাতা ও পিতার নাম।

৩। 'রত্নমুঠ' = শ্রীকল্কি অবতারের রত্নখচিত তরবারী।

চালাও রত্নমুঠ তলওয়ার

ভারত মাতা হ্যায় অতি ব্যাকুল, চহুঁ দিশ হাহাকার।
চালাও!
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড কে নায়ক, সব কে হো ভরতার।
নিরাকার নিরলেপ নারায়ণ, আজ হোয়ো সাকার।
চালাও॥
যব যব ধর্ম্ম কি হোতি হানী, আপ হরেঁ ভূমার।
ভক্ত হেত জলদি সে লীজে নিষ্কলঙ্ক অওতার।
চালাও।
ডগর ডগর গৌওঁ ডকরাওয়ে, পাপী হম পর ছুরি
চলাওয়েঁ।
উন দুষ্টোঁ কো আনকে ফিরসে, বেগি করো সংহার॥
চালাও॥
স্মৃতি মাতাকে কে আঁথকে তারে, ধর্ম্ম সনাতনকে
রখওয়ারে।
ডগমগ নৌকা ডোলে ধর্ম্ম কি, আন করো পতবার॥
চলাও॥
ভক্তজনো কি আপহি রক্ষক, নির্ব্বল কে রখওয়ার।
দুখি দেখ ভারত কে বাসী, করতা শোখ পুকার॥
চালাও॥

চালাও রত্নমুঠ তলোয়ার

ভারতমাতা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, চারিদিকে হাহাকার
উঠিতেছে

হে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু, আপনি (আমাদের)
সকলের ভার নিন

হে নিরাকার নির্লিপ্ত নারায়ণ, আজ আপনি সাকার (অবতার)
হউন।

যখনই ধর্ম্মের ক্ষতি হইয়াছে, তখনই আপনার (ধর্ম্মের রক্ষার
নিমিত্ত) আবির্ভাব হইয়াছে।

ভক্তের জন্য শীঘ্রই আপনি নিষ্কলঙ্ক অবতার হইয়া
জগতে জন্মগ্রহণ করুন।

স্থানে স্থানে গরুরা আর্ত্তনাদ করিতেছে, পাপীরা তাহাদের
উপর ছুরি চালাইতেছে।

আপনি আবার অবতার লইয়া সেই দুষ্টদের সংহার করুন।

হে সুমতি মাতার আঁখির তারা, হে সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক!

ধর্ম্মের নৌকা সহায়হীন ভাবে এদিক ওদিক ঘুরিতেছে, আপনি
আসিয়া তাহার ভার লউন।

আপনিই ভক্তজনের রক্ষক, ও নির্ব্বলের বল।

ভারতবাসীর দুঃখ দেখিয়া 'শোখ' আপনার কাছে এই কাতর
প্রার্থনা করিতেছে।

প্রভু অব নিষ্কলঙ্ক বন আও।

ভারতকি মঝধারমেঁ নৌকা ঝট পট পার লাগাও
গৌ ব্রাহ্মণ হ্বায় বিপতা মেঁ উনকে দুখ মিটাও।
বর্ণ আশ্রম ধর্ম্ম পতাকা নিজ কর সে ফহরাও॥
পাপ কাম যো করে অধর্ম্মী উনকো মার ভাগাও।
গীতা ওয়ালা জ্ঞান শুনাকর অর্জ্জুন সবকো বনাও।
উথল পুথল সব জগ মেটো শান্তি পাঠ পড়াও।
শ্রীমুখ কি বিমল চন্দ্রিকা চারোঁ দিশি ফৈলাও॥
মায়া মোহ কি মহাতিমির মেঁ জ্ঞানকি যোত জ্বালাও।
"শোখ" তুমহারে চরণকা সেবক উসকো দরশ দিখাও॥

প্রভু এখন নিষ্কলঙ্ক অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করুন।

ভারতের নৌকা সমুদ্রের মাঝে পড়িয়া খানচাল হইয়াছে,
আপনি আসিয়া তাহাকে পারে লইয়া যাউন।

গরু ও ব্রাহ্মণ ভীষণ বিপদে পড়িয়াছে, আপনি আসিয়া
তাহাদের দুঃখনাশ করুন।

বর্ণাশ্রমের পতাকা আপনি আসিয়া নিজ হাতে উত্তোলন করুন।

যে সব পাপীরা পাপকার্য্য করিতেছে, আপনি আসিয়া তাহাদের
পরাজিত করুন।

গীতার উপদেশ জনসাধারণকে শুনাইয়া তাহাদের প্রত্যেককে
অর্জ্জুন (ধীর) করুন।

জগতে সব ওলট পালট হইতেছে, আপনি আসিয়া তাহাকে
(জগতকে) শান্তিদান করুন।

আপনার শ্রীমুখের বিমলজ্যোতি সর্ব্বজগতে ছড়াইয়া দিন।

মায়া ও মোহের ঘন অন্ধকারের মাঝে আপনি জ্ঞানের প্রদীপ
জ্বালান।

'শোখ' আপনার চরণ সেবক, আপনি তাহাকে দর্শন দিন।

নোট— 'শোখ' মহাশয়ের অনুপম বাণীসমূহ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইহার মূল্য কেবলমাত্র আমাদের খরচ অর্থাৎ ২৲ দুই টাকা হইবে। পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় ৩০০ হইবে। যাঁহারা পুস্তকখানি লইতে চাহেন তাহারা অগ্রিম ২৲ দুই টাকা পাঠাইয়া এখনই কপি রিজার্ভ করুন।

"জলদি আও ভগবান!"

যরা তো দেখ সুমতি কে নন্দন য়হ ভক্ত আঁশু বহা রহে
হ্যায়।

তমাম দুনিয়া কে রহনে ওয়ালে নিরাশ হোকর বুলা রহে
হ্যায়॥

কহি রেঁলো কে টক্কর হ্যায়—কহি ভুকম্প আরহে হ্যায়॥

ফির উস পর জর্মন কে রহনে ওয়ালে ফলক কো সর পর
উঠা রহে হ্যায়॥

অদাবতো পর অদাবতো হ্যায়, বগাবতো পর বগাবতো
হ্যায়

গলেপে অমনে অমানকে জালিম ছুরি কো হরদম
চলা রহে হ্যায়।

হুয়ে হ্যায় গৌওকে যখম আলে—পড়ে ব্রাহ্মণো কে
জবাঁমে তালে॥

জনেউ-চোটি-তিলক পে জালিম, হমেসা
খঞ্জর চলা রহে হ্যায়।

কলঙ্ক কেঁউ নিষ্কলঙ্ক কো দো, করো জরা সবর
"শোখ" দিলমে

বিপত মে ভারত কি হোকে ব্যাকুল ঔ আরহে হ্যায়,
ঔ আরহে হ্যায়।

হে ভগবান ! শীঘ্র আসুন

হে 'সুমতি'র পুত্র, আপনার ভক্তরা যে অবিরল অশ্রুপাত করিতেছে, আপনি তাহাদের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন।

সমস্ত জগতের অধিবাসীরা নিরাশ হইয়া আপনাকে ডাকিতেছে।

কোথাও রেলের সংঘর্ষ হইতেছে, কোথাও বা ভূমিকম্প হইতেছে।

ইহার উপর আবার জার্ম্মাণী অস্ত্রধারণ করিয়াছে।

(দেশে দেশে) বিপদের উপর বিপদ ও বিদ্রোহের উপর বিদ্রোহ ঘটিতেছে।

নিজেদের সাধুতার উপর অত্যাচারী লোকেরা নিজেরাই ছুরি চালাইতেছে (অর্থাৎ লোকেরা সাধুতা পরিত্যাগ করিতেছে)

গরুর উপর জখম করা হইতেছে (অর্থাৎ গরুর উপর ঘোর অত্যাচার হইতেছে) ও ব্রাহ্মণদের কণ্ঠরোধ করা হইতেছে।

পৈতা, টিকি ও তিলকের উপর কুটিল লোকেরা ঘোর অত্যাচার করিতেছে।

তুমি কেন প্রভু নিষ্কলঙ্ক অবতারের উপর কলঙ্ক আনিতেছ, একটু ধৈর্য্য ধর।

বিপদের পর বিপদে ভারত ব্যাকুল হইয়াছে, তিনি (শ্রীকল্কি অবতার) শীঘ্রই আসিতেছেন।

নোট—দয়া করিয়া পত্রব্যবহার হিন্দি, উর্দ্দু ও ইংরাজীতেই করিবেন। অন্য কোন ভাষায় করিলে জিনিষ পাঠাইতে দেরী হইবে।

• ওঁম্ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ •

চেতাবনী

জয়তি বিবুধভর্ত্তা শম্ভলে বাসুদেবঃ।

যস্মিন্ সর্ব্বে যতঃ সর্ব্বে যঃ সর্ব্বে সর্ব্বতশ্চয়ঃ।
যশ্চ সর্ব্বময়ো দেবস্তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ॥

কলিযুগ শেষ হইতেছে এবং সত্যযুগ আসিতেছে

শ্রীকল্কি অবতারের জন্ম হইয়াছে।

(রাজনারায়ণ 'অর্মাণ', ষটশাস্ত্রী)

আমি বেদ, পুরাণ, শাস্ত্রসমূহ এবং জ্যোতিষ গ্রন্থাদি গভীর মনযোগের সহিত অনুসন্ধান করিয়াছি, বিভিন্ন হিন্দু মতের পুস্তক পাঠ করিয়াছি, মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্মের পুস্তকসমূহও অধ্যয়ন করিয়াছি। বর্ত্তমানে যে সমস্ত ধর্ম্ম প্রচলিত আছে তৎসমুদয় বিচার করিয়াছি। এই কঠিন পরিশ্রমের ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে সনাতন হিন্দুধর্ম্মই ঈশ্বরের প্রকৃত ধর্ম্ম এবং জগতের উদ্ধারকর্ত্তা। আমি ক্রিয়া-কর্ম্মও নিয়মপূর্ব্বক করিয়াছি কিন্তু যখন হইতে নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছি যে কেবল ভক্তিই কলিযুগের ধর্ম্ম তখন হইতে

শ্রীশ্রীভগবানের কল্কিরূপ

শীঘ্রই স্বরূপ প্রকাশ করিবেন

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

পরমহংস ১০৮ শ্রীস্বামী রাজনারায়ণজী ষট্‌শাস্ত্রী	ধর্ম্মরত্নাকর শ্রীরামকৃষ্ণ গুপ্ত.

ভক্তবৎসল পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি আরম্ভ করি। ভগবান কৃপা করিয়া ভক্তিমার্গের জন্য এমন সদগুরু মিলাইয়া দেন যে তিনি সঠিক ভক্তিমার্গের উপদেশ দিয়া আমাকে বহু উচ্চে পৌঁছাইয়া দেন।

আমার ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম * এবং ৺পণ্ডিত শ্রীভবানীদাসজী যিনি কাশ্মীর রাজ্যের বিদেশী-মন্ত্রী (Foreign Minister) ছিলেন তাঁহার কূলে আমার জন্ম। ভগবান প্রথমে আমাকে স্বপ্নে দেখা দেন এবং পরে ভক্তিযোগ অভ্যাসকালে কয়েকবার দর্শন দিয়া কৃতার্থ করেন, আমাকে বড় বড় কষ্টে সাহায্য করেন—আমি চাক্ষুষ প্রভুর মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।

সংবৎ ১৯৮১ অথবা সন ১৯৪২ সালে শ্রীভগবান আমাকে আদেশ করেন—"আমি কল্কি অবতার রূপে বৈশাখ শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে জন্ম লইতেছি এবং কলিযুগ সমাপ্ত হইয়া সত্যযুগ আসিতেছে। তুমি এখন ভক্তির প্রচার আরম্ভ কর। যখন তুমি আমার আবির্ভাবের কথা প্রচার করিবে তখন অল্প সংখ্যক ভক্তগণ সে কথা মানিবে কিন্তু উহাতেই সত্যযুগের আরম্ভ হইবে। কলিযুগপ্রিয় দুষ্ট লোকেরা তোমাকে গালি দিবে, প্রহার করিতে উদ্যত হইবে কিন্তু তুমি ভয় পাইও না,

* স্বামীজির সংক্ষিপ্ত জীবনী যদি পড়িতে চাহেন তবে ভক্তিসার (বাংলা) এর ১৯৪১ এর নূতন সংস্করণ (মূল্য ।৶০) পড়ুন।

আমি তোমাকে রক্ষা করিতেছি; আমার কয়েকজন ভক্তের জন্ম হইয়াছে, তাহারা তোমাকে সাহায্য করিবে। অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর উপর মহাকষ্ট আসন্ন। ভূমিকম্প হইবে, বন্যা আসিবে, অগ্নিকাণ্ড হইবে, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর প্রকোপ হইবে।

সর্ব্বসাধারণ বিদিত আছেন যে এই জন্য আমি সেই সময় হইতে সনাতন ধর্ম্মের অন্যান্য সিদ্ধান্তের প্রচার অনেক কম করিয়া বিশেষরূপে ভক্তিধর্ম্মের প্রচার করিতেছি।

সম্বৎ ১৯৮১তে ভগবান্ আমাকে যে সব আদেশ দেন তাহার উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস হয় কিন্তু আমি বিবেচনা করিলাম যে যদি আমি আমার ধারণা অনুসারে সাধারণকে উপদেশ দিই তবে এই ঘোর কলিযুগে অনেকে আমার কথা বিশ্বাস করিবে না।

কয়েকদিন চিন্তা করিবার পর আমি এ বিষয়ে বেদ, পুরাণ, শাস্ত্র এবং জ্যোতিষগ্রন্থসমূহের গভীর অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম এবং যোগাভ্যাস দ্বারা ভগবানের সাক্ষাৎকার করিলাম এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে সর্ব্বপ্রথম এখান হইতে ১২০০ বৎসর পূর্ব্বে মনুস্মৃতির টীকাকার রাজপুত মহারাজ মেঘাতিথি কলিযুগের কাল সম্বন্ধে এই ভুল করেন। উহার পূর্ব্বে কোন প্রাচীন শাস্ত্রে কলিযুগের কাল সম্বন্ধে ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বৎসর পাওয়া যায় না।

সমস্ত পণ্ডিতেরা মেঘাতিথির এই ভুল সিদ্ধান্তের অনুসরণ করেন, কেহই এই সিদ্ধান্ত ভুল বা নির্ভুল এ সম্বন্ধে বিচার করেন নাই।

কলিযুগের আয়ু বা স্থিতিকাল সম্বন্ধে শাস্ত্রের প্রবল প্রমাণ

মনুস্মৃতির প্রথম অধ্যায়ে ৬৭-৭০ শ্লোকে চারি যুগের স্থিতি কাল কলিযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এই প্রকার লিখিত আছে —৪৮০০—৩৬০০—২৪০০—১২০০। মেঘাতিথি ভুল করিয়া সত্যযুগ ৪৮০০ বৎসর বুঝিয়াছেন এবং সেই হিসাবে ত্রেতাযুগ ৩৬০০, দ্বাপর ২৪০০ এবং কলিযুগ ১২০০ বৎসর মনে করেন। পরে তিনি মনে করেন যে আমার সময় পর্য্যন্তই ত কলিযুগ কয়েক হাজার বৎসর গত হইয়া গিয়াছে অতএব ইহা ১২০০ বৎসর হইতে পারে না। তখন তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১২ স্কন্ধ ২য় অধ্যায়ে এই শ্লোক পড়েন।

> দিব্যাব্দানাং সহস্রাংতে চতুর্থে ত নঃ কৃতম্‌
> ভবিষ্যতি যদা নৃণাং মন আত্ম প্রকাশকম্‌। ৩৪॥

অর্থ—

চার হাজার দিব্য বর্ষ অন্ত হইলে অর্থাৎ চার হাজার দিব্য বর্ষে (কলিযুগ গত হইলে) পুনরায় সত্যযুগ আসিবে যাহা মানুষের মন এবং আত্মাতে প্রকাশ হইবে।

ভাগবতের এই শ্লোকের পূর্ব্বের কয় পৃষ্ঠায় কেবল কলিযুগের বর্ণনা আছে। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ইহা কলিযুগ

সম্বন্ধেই লেখা হইয়াছে যে ইহা চার হাজার বৎসরে শেষ হইয়া পুনরায় সত্যযুগ আসিবে।

এই শ্লোকে "দিব্য" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। মেঘাতিথি এই শব্দের অর্থ করিয়াছেন "দেবতা" এবং আজ পর্য্যন্ত প্রায় সব পণ্ডিতই এই অর্থই করিতেছেন। যেহেতু মানুষের এক বর্ষে দেবতাদের একদিন হয় সেই জন্য মেঘাতিথি ভ্রমক্রমে কলিযুগের স্থিতিকাল ১২০০ বর্ষ মনে করিয়া এবং ইহা দেববর্ষ মনে করিয়া ৩৬০ দিয়া গুণ করিয়া ইহাকে ৪৩২০০০ করিয়াছেন এবং কলিযুগের স্থিতি এত লিখিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। দিব্য শব্দের অর্থ কখনই দেবতা হইতে পারে না। প্রথমতঃ আমি ইহা বেদ হইতে প্রমাণ করিতেছি। দেখুন ঋক্‌বেদে ১। ১৬৪। ৪৬

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহু রথো দিব্যঃ সমুপর্ণো
গরুত্মান ॥
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বা ন মাহু ॥

এই মন্ত্রের দেবতা সূর্য্য এবং ইহাতে সূর্য্যেরই প্রসঙ্গ রহিয়াছে।

অর্থ—

অগ্নিরূপী সূর্য্যকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, বলা হয়। তিনিই দিব্য, সুপর্ণ এবং গরুত্মান। একই সৎকে বিদ্বানেরা নানা নাম দিয়াছেন। অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বাও বলিয়াছেন।

এই মন্ত্র নিরুক্ত দৈবতকাণ্ড ৩। ১৮ তেও আছে, সেখানে দিব্য শব্দের উৎপত্তি এইরূপ করা হইয়াছে—দিব্যো দিবিজো অর্থাৎ যিনি দিবিতে প্রকট বা প্রকাশিত হন তাঁহাকে দিব্য বলে। দিবি দ্যুকে বলে। নির্ঘণ্টক কাণ্ডে দিনের ১২ নাম লেখা হইয়াছে। উহার মধ্যে দ্যুর অর্থও দিন। এখন দিব্য অর্থ হইতেছে এই যে "যে দিনে প্রকাশিত হয়" এবং ইহা সকলেই জানেন যে সূর্য্য দিনে প্রকট বা প্রকাশিত হন্ অতএব দিব্য সূর্য্যেরই নাম।

ঋগ্বেদে ১। ১৩৬। ১০ হইতেছে এই—

ইর্মান্তাসঃ সিলিক্মধ্যমাসঃ সং শূরণা সো দিব্যাসো অত্যাঃ
হংসা ইব শ্রেণিশো যতন্তে যদাক্ষিষুর্দিব্যমজ্মমশ্বাঃ ॥

এই মন্ত্রের—"অশ্বো অগ্নির্দেবতা" অর্থাৎ আগুনের ঘোড়া হইতেছেন সূর্য্য—ইহাতে সূর্য্যেরই বর্ণনা আছে।

এই মন্ত্রে নিরুক্ত দিব্য শব্দের ব্যুৎপত্তি 'দিব্য দিবিজো' করিয়াছেন। কথা হইতেছে এই যে যিনি দিনে প্রকাশিত হন ঐ দিব্য সূর্য্য। আর ইহাও স্পষ্ট লেখা আছে যে অত্যা-দিত্যস্তুতি অর্থাৎ এই নামে সূর্য্যের স্তুতি হইতেছে, অর্থাৎ বেদে দিব্য সূর্য্যের নাম। দেবতাকে দিব্য কখনই বলে না —এই সম্বন্ধে এই দুইটি প্রধান প্রমাণ বেদ হইতে দিতেছি।

ঋগ্বেদে এই প্রসঙ্গে ১। ১৬৪ মন্ত্র ২ হইতেছে এই—

"সপ্তযুঞ্জন্তি রথমেক চক্রমেক চরিণম্। চক্রংচৎকে-ত্র্বাচরমেবাং একোহশ্চো বহতি সপ্ত না মাদিত্যঃ সপ্তাশ্মে রশ্মায়ো রসান ভি সন্না ময়স্তি সপ্তে ন মৃষয়ঃ।"

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা নিরুক্ত নৈগমকাণ্ড ৪। ২৭এ এইরূপ করিয়াছেন—

সাতটি কিরণ একরথে যোজিত হয় (রথ হইতে আকাশ) একটি সাত-কিরণ-বিশিষ্ট ঘোড়া যিনি হইতেছেন সূর্য্য। উহার দিকে সাতটি কিরণ ঝুঁকিতেছে অর্থাৎ সাত ঋষি ইহার স্তুতি করেন। ইহার এক বর্ষে ৩৬০ দিন রাত হয়; ৬টি চাকা ছয় ঋতু; ১২টি অর্দ্ধব্যাস (Spoke) ১২ মাস; ইহা ৩৬০টি পেরেকের দ্বারা যুক্ত, এই ৩৬০টি পেরেক ইহার ৩৬০ দিন রাত (ঋগ্বেদে ১। ১৬৪। ৪৮ ও দেখুন); সমস্ত ভুবন এই সূর্য্যের আশ্রয়ে আছে ইত্যাদি।

এইসব সূর্য্যেরই প্রসঙ্গ বেদে চলিতেছে; সূর্য্য হইতেই দিনরাত, ১২ মাস, ৬ ঋতু আর ৩৬০ দিনের উৎপত্তি বলা হইয়াছে আর সূর্য্যেরই নাম দিব্য লেখা হইয়াছে।

ব্যকরণ হইতেও দিব্য শব্দের অর্থ দেবতা হয় না। দিব্ ধাতুকে "স্বোর্থে যৎ প্রত্যয়" দ্বারা দিব্য শব্দ হইয়াছে। ইহার ব্যুৎপত্তি হইতেছে এইরূপ—দিবি ভবং দিব্যম্" অর্থাৎ যে দিবাভাগে প্রকাশিত হয়, এবং দিনে সূর্য্যই প্রকাশ হইয়া থাকে অতএব কেবল ভাস্করকেই দিব্য বলে; দিবি দ্যুকে বলে

এবং দ্যু দিনের নাম। সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১৪। ২৯এও আছে "ন তত্র দ্যু নিশোর্ভদো"—

এখানেও দ্যু শব্দ দিন অর্থেই ব্যবহার করা হইয়াছে। এইরূপ কোন প্রকারেই দিব্যের অর্থ দেবতা হয় না। ব্যকরণের দ্বারা দেবতা শব্দ অন্য "দেবাতল" প্রভৃতি সূত্রের দ্বারা হয়, এই জন্য দিব্য এবং দেবতা শব্দের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই; দিব্য ও দেবতা শব্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারেই গঠিত হইয়াছে।

কুল্লুকভট্ট নিজের মনুস্মৃতিতে ১। ৩১ এর টীকা করিবার সময়ে মেঘাতিথির অর্থ সম্পূর্ণ ভুল দেখাইয়াছেন যথা—

"এতস্য শ্লোকস্যাদৌ যদে তস্মানুষম্ চতুর্যুগং পরিগণিতম্ এতদ্দেবানেং যুগ মুচ্যতে।"

অর্থাৎ এই চারিযুগই মানুষের, ইহার সমান দেবতাদিগের একযুগ হয়।

মেঘাতিথি চার যুগকে দেবতাদের যুগ এবং উহার বর্ষকে দেববর্ষ লিখিয়াছেন, উহার খণ্ডন কুল্লুকভট্ট

৫ শত বর্ষ পূর্ব্বেই করিয়াছেন। মেঘাতিথি এবং কুল্লুকভট্টের মধ্যে ৬ শত বৎসর গত হইয়াছিল। এই ৬ শত বৎসর পণ্ডিতগণ চক্ষু বন্ধ করিয়া মেঘাতিথির অনুসরণ করিয়াছেন, কুল্লুকভট্ট যে উহা ভুল বলিয়াছেন

তাহা লক্ষ্য করেন নাই এবং আজ পর্য্যন্ত সব পণ্ডিতই ঐ মিথ্যা বা ভুল মানিতেছেন।

এখন বিবেচ্য হইতেছে যে মেঘাতিথি উল্টা হিসাব করিয়া কলিযুগকে ১২০০ বর্ষের লিখিয়াছেন এবং দিব্য শব্দের অর্থ দেবতা করিয়া ১২০০কে ৩৬০ দিয়া গুণ করিয়া কলিযুগকে ৪৩২০০০ বর্ষের লিখিয়াছেন। কিন্তু দিব্যের অর্থ যখন কোন প্রকারেই দেবতা হইতে পারে না তখন কলিযুগ ১২০০ বর্ষের হইল। কিন্তু কলিযুগের স্থিতিকাল ১২০০ বর্ষ নহে কারণ পঞ্চাঙ্গ অনুসারে কলিযুগের এখন পর্য্যন্ত ৫০০০ বর্ষের অধিক অতীত হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে মেঘাতিথি ভুলক্রমে কলিযুগর স্থানে সত্যযুগ বুঝিয়া লইয়াছিলেন। প্রকৃতভাবে সত্যযুগ ১২০০ বর্ষের হয়, ত্রেতা ২৪০০ বর্ষের, দ্বাপর ৩৬০০ বর্ষের এবং কলিযুগ ৪৮০০ বর্ষের হয় এবং ইহা এখন প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। ভাগবতের শ্লোকে কলিযুগকে ৪০০০ বর্ষের বলা হইয়াছে, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের জন্য ৮০০ বর্ষ এই মোট ৪৮০০ বৎসর।

অন্য স্পষ্ট প্রমাণ

দ্বাদশাব্দ সহস্রেন দেবানাঞ্চ চতুর্যুগম্।
চত্বারিত্রীনিদ্বেচৈকং সহস্র গণিতং মতম্॥

কল্কিপুরাণ ৩। ৫ ১২

অর্থ—

এইরূপ "দ্বাদশাব্দ সহস্রেন দেবানাং"—১২ হাজার বর্ষে দেবতাদের এক যুগ হয়—দেখুন মনুস্মৃতি ১। ৭—"চ চতুর্যুগম্" আর চতুর্যুগকে ৪-৩-২-১ ক্রমে গণনা করুন (ব্যাস বলিতেছেন) "মতম্" ইহাই আমার মত।

ইহার সারার্থ হইতেছে এই যে ১২০০০ বর্ষে ৪ যুগ হয়, ইহাই দেবতাদের এক যুগের সমান এবং ৪ যুগের সংখ্যা এইরূপ ক্রমে গণনা করা হয় যথা ৪—৩—২—১ অর্থাৎ

৪	৩	২	১
১০০০	২০০০	৩০০০	৪০০০

এই ৪—৩—২—১ যুগের ধর্ম্মের পাদ বা চরণ। সত্যযুগে পুরা চারপাদ ধর্ম্ম থাকে এবং তারপর প্রত্যেক যুগে একপাদ করিয়া ধর্ম্ম কমিতে থাকে। এই প্রমাণ দ্বারা সত্যযুগের ৩০০০ বৎসর ও কলিযুগের ৪০০০ বৎসর বলা যায়। ইহার পরের শ্লোক নীচে লিখিত হইয়াছে, টিকাকারেরা ইহার অর্থ ঠিক করেন নাই।

তাবচ্ছতানি চত্বারি ত্রীনি দ্বে চৈক মেবহি।
সন্ধ্যাক্রমেণ তেষাস্তু সন্ধ্যাংশোহপিতথা বিধঃ॥১৩.

অর্থ—

যত হাজার বর্ষ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের স্থিতিকাল হইতেছে তাহাদের তত শত সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ হইয়া থাকে।

অর্থাৎ যদি সত্যযুগের স্থিতিকাল ১০০০ বর্ষ হয়, তাহা হইলে ১০০০ বর্ষের সন্ধ্যা ও ১০০ বর্ষের সন্ধ্যাংশ হইবে। এই প্রকারে সত্যযুগ ১২০০ বর্ষের, ত্রেতা ২৪০০ বর্ষের, দ্বাপর ৩৬০০ বর্ষের ও কলিযুগ ৪৮০০ বর্ষের হইবে।

বিষ্ণু পুরাণ

প্রথম ভাগ, তৃতীয় অধ্যায়

দিব্যৈ বর্ষ সহস্রৈস্তু কৃত ত্রেতাদি সংজ্ঞিতম্।
চতুর্যুগং দ্বাদশ ভিস্তদ্বিভাগং নিবোধ মে ॥১১॥

অর্থ—

দিব্য হাজার বর্ষ হইতে সত্যযুগ ত্রেতা ইত্যাদির সংজ্ঞা হইতেছে। চতুর্যুগ ১২০০০ বৎসরের হয়। উহাদের বিভাগ এই প্রকারে হইতেছে।

চত্বারি ত্রীনিদ্বে চৈকং কৃতাদিষু যথাক্রমম্।
দিব্যাব্দানং সহস্রাণি যুগেষ্বাহু পুরা বিদঃ ॥১২॥

অর্থ—

৪—৩—২—১ হিসাব সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ হইতেছে। প্রাচীন বিদ্বানেরা বলেন যে উহাদের সংখ্যা, ১০০০ দিব্য বর্ষ হইতেছে।

এখানেও ৪—৩—২—১ ধর্ম্মের পাদের সঙ্গে চার যুগের স্থিতিকাল নির্ণয় করা হইয়াছে অর্থাৎ ৪ পাদের সত্যযুগ, ৩ পাদের ত্রেতাযুগ, ২ পাদের দ্বাপর ও ১ পাদের কলিযুগ। ইহাদের সংখ্যাও ক্রমশঃ ১০০০—২০০০—৩০০০—৪০০০ হইতেছে, যেমন—

৪	৩	২	১
সত্য	ত্রেতা	দ্বাপর	কলি
১০০০	২০০০	৩০০০	৪০০০

পরের শ্লোকটি পড়ুন—

তৎ প্রমাণৈঃ শতৈঃ সন্ধ্যা পূর্ব্বাতত্রাভিধীয়তে ॥
সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশ তৎতুল্যো যুগসস্থানন্তরো হি যঃ ॥

অর্থ—

তত একশত পরিমাণ সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ থাকে, ইহার মাধ্যর সংখ্যাকে যুগ বলে।

এখন বোঝা যাইতেছে যে চার পাদ ধর্ম্ম বিশিষ্ট সত্যযুগ ১০০০ বৎসরের হইতেছে, উহার ১০০ বৎসর সন্ধ্যা ও

১০০ বর্ষের সন্ধ্যাংশ হইয়া থাকে। তাহা হইলে সত্যযুগ মোট ১২০০ বৎসরের হইতেছে। এই প্রকারে ত্রেতাযুগ ২০০০ বর্ষের হইতেছে এবং ৪০০ বৎসর সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ হইতেছে; মোট ত্রেতাযুগ ২৪০০ বর্ষের হইতেছে। দ্বাপর যুগ ৩০০০ বৎসরের হইতেছে এবং ৬০০ বৎসর সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ হইতেছে, অতএব ত্রেতাযুগ মোট ৩৬০০ বৎসরের হইতেছে। কলিযুগ ৪০০০ বৎসরের ও ৪০০ বৎসর সন্ধ্যা ও ৪০০ সন্ধ্যাংশ হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ

চত্বারি ত্রীণি দ্বৈচৈকং কৃতাদিষু যথাক্রমম্।
সংখ্যা তানি সহস্রাণি দ্বিগুণানি শতানি চ॥

৩।১১।১৯

অর্থ—

এই শ্লোকে ৪—৩—২—১ এর ক্রমে সত্যযুগাদি জান—উহাদের সংখ্যা হাজার এবং শতকের সহিত দ্বিগুন করিলে পাওয়া যায়। এখানেও ঐ কথাই হইতেছে—

৪ পাদ চরণ ধর্ম্ম বিশিষ্ট সত্যযুগ ১২০০ বর্ষের, ৩ পাদ ধর্ম্ম বিশিষ্ট ত্রেতা ২৪০০ বর্ষের, ২ পাদ ধর্ম্ম বিশিষ্ট দ্বাপর ৩৬০০ বর্ষের এবং ১ পাদ ধর্ম্ম বিশিষ্ট কলিযুগ ৪৮০০ বর্ষের হয়।

সন্ধ্যাং সন্ধ্যাংশয়োরন্তেরণরঃ কালঃ শত সংখ্যয়োঃ।
তমে বাহুর্যুগং তৎজ্ঞায়ত্র ধর্ম্মো বিধীয়তে ॥২১॥

অর্থ—

১০০ শত সংখ্যা বিশিষ্ট সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশের মধ্যে স্থিত কালকে যুগ বলে, উহাতে বিশেষ ধর্ম্ম হইয়া থাকে।

ধর্ম্মশ্চতুস্পাম্মনুজাঙ্কতে সমনুবর্ততে।
স এবান্যেষ ধর্ম্মেণ ব্যত্তিপাদেন বর্ধতাঃ ॥২১॥

অর্থ—

সত্যযুগে মানুষের চার পাদ ধর্ম্ম হয়, পরে অন্যান্য যুগে এক পাদ করিয়া ধর্ম্ম কমিতে থাকে।

এই শ্লোকে "মনুজান" শব্দের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে চার যুগ মানুষের হয় দেবতাদের হয় না, এবং ইহাও বুঝা যাইতেছে যে ৪—৩—২—১ এই ধর্ম্মের পাদ যুগানুসারে, ইহা অঙ্ক নহে। দেবতাদিগের কেবল দিন এবং যুগ হয়, চার যুগ হয় না। যদি এইরূপ মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে দেবলোকেও কলিযুগ হইত এবং উহাতে বড় বড় পাপও করা হইত। কিন্তু ইহা ভুল, কারণ দেবলোকে লেশমাত্র পাপও হয় না। এবং ইহা ব্যতীত সূর্য্যের গতিই এইরূপ যে উহাতে মনুষ্যলোকে ৪ যুগ হয় কিন্তু দেবলোকে ৪ যুগ হয় না।

ধর্ম্মের চার পাদ বা চরণ

কৃতে প্রবর্ত্তে ধর্ম্মশ্চতুষ্পাতজ্জনৈধৃতঃ।
সত্যং দয়া তপো দানমিতি পাদা বিভোনৃপ ॥১৯॥

অর্থ—

সত্যযুগে মানুষের চার ধর্ম্ম হয়—সত্য, দয়া, তপ এবং দান। ইহাই ধর্ম্মের চার পাদ।

এই শ্লোকেও মানুষেরই কথা হইতেছে দেবতাদের নয়। ইহার সারাংশ হইতেছে—সত্য, দয়া, তপ, দান এই পূর্ণ চার পাদ ধর্ম্ম সত্যযুগে থাকে, ত্রেতাতে ধর্ম্মের প্রথম একপাদ লুপ্ত হয় অর্থাৎ সত্য কমিয়া দয়া, তপ, দান থাকে এবং দ্বাপরে দুইপাদ ধর্ম্ম—তপ এবং দান থাকে আর কলিযুগে কেবল এক দান থাকে। এই কারণেই মনুস্মৃতিতে আছে "দানমেকং কলৌযুগে" কলিযুগে কেবল এক দানই ধর্ম্মের পাদ। এই কারণ সংকল্পে আছে "কলৌ একৌ চরণে" যাহাতে পণ্ডিতেরা কিছু দিন হইতে ভুলক্রমে 'কলি প্রথম চরণে' করিয়াছেন। আমি ইহা সম্পূর্ণ প্রমাণ করিয়া দিতেছি যে যুগের স্থিতিকাল লক্ষ বর্ষের নহে, হাজার বর্ষের। এখন আমি মনুস্মৃতির প্রমাণ ক্রমশঃ লিখিতেছি।

মনুস্মৃতি হইতে প্রমাণ

মনুস্মৃতি, প্রথম অধ্যায়—

অহোরাত্রে বিভজতে সূর্য্যো মানুষদৈবিকে।
রাত্রিস্বপনায় ভূতানাং চেষ্টৈয় কর্মণাং মহঃ ॥৬৫॥

অর্থ—

সূর্য্য মনুষ্য ও দেবতাদের রাত ও দিনের বিভাগ করে; রাত ঘুমাইবার জন্য ও দিন কাজ করিবার জন্য।

এই শ্লোকের দ্বারা আমরা বুঝিতেছি যে ইহার পরে মানুষ ও দেবতা উভয়েরই হিসাব চলিবে।

পিত্রে রাত্র্যহনি মাসঃ প্রবিভাগস্তু পক্ষয়োঃ।
কর্ম চেষ্টা স্বহঃ কৃষ্ণঃ শুক্লঃ স্বপ্নায় শর্বরী ॥৬৬॥

অর্থ—

মনুষ্যের একমাসের সমান পূর্ব্বপুরুষদের একরাত ও এক দিন হইয়া থাকে; কৃষ্ণপক্ষের দিন কাজ করিবার জন্য ও শুক্লপক্ষের রাত ঘুমাইবার জন্য। (এই কৃষ্ণপক্ষে পূর্ব্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে।)

এখানে মনুষ্য ও পূর্ব্বপুরুষদের প্রভেদ দেখান হইয়াছে।

দৈবরাত্র্যহনি বর্ষ প্রবিভাগস্তয়োঃ পক্ষয়োঃ।
অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্যাদ্দক্ষিণায়নম্ ॥৫৮॥

অর্থ—

মানুষের এক বৎসরে দেবতাদের একদিন ও রাত হয়,

৬ মাসে উত্তরায়ণ দিন হয় ও ৬ মাসে দক্ষিণায়ণ রাত হয়।

এইখানে মানুষ ও দেবতাদের হিসাব দেখান হইয়াছে। এখন মনু লিখিয়াছেন—

ব্রাহ্মস্য তু ক্ষপাহস্য যৎপ্রমাণং সমাসতঃ।
একৈকশো যুগানাং তু ক্রমশস্তন্নিবোধৎ ॥৫৮॥

অর্থ—

ব্রহ্মার রাতদিন ও একযুগের পরিমাণ সংক্ষেপে বলা হইতেছে। পূর্ব্বপুরুষদের ও দেবতাদের হিসাব প্রথমে দেখানো হইয়াছে এখন যুগের যে হিসাব দেখানো হইবে তাহা কেবল মানুষের। কেননা দেবলোকে চারিযুগ হয় না; যদি হইত তাহা হইলে সেখানে কলিযুগও হইত ও এই যুগে পাপও হইত। কিন্তু দেবলোকে পাপ হয় না। এইখানে টীকাকারের ভয়ানক ভুল করিয়াছেন। এখন মনোযোগ দিয়া পড়ুন, এখানেও মানুষের হিসাব আরম্ভ হইতেছে।

চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রানি বর্ষাণাং তত কৃতমযুগম্।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥৬৯॥

এই শ্লোকে "তৎকৃতম্ যুগম্" লেখা আছে, এখানে তৎ মানে এই। এই শব্দের দ্বারা ইহাকে কৃতযুগ হইতে আলাদা করা হইতেছে; যেমন ভাগবতের ১২।২।৩৪ শ্লোকে (যাহা প্রথমে দেওয়া হইয়াছে) 'পুনঃ' শব্দ দ্বারা পূর্ব্ব কলিযুগের

বর্ণনা করা হইয়াছে, সেইভাবে মনু এই শ্লোকে 'তৎ' শব্দ ব্যবহার করিয়া পূর্ব্ব কলিযুগের ৪০০০ বৎসরের বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার অর্থ হইতেছে—

৪ হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত কলিযুগ পরে কৃতযুগ

অর্থাৎ কলিযুগ ৪০০০ বৎসরের হইতেছে ইহার ৪০০ সন্ধ্যা ও ৪০০ সন্ধ্যাংশ আছে। অর্থাৎ কলিযুগ মোট ৪৮০০ বৎসর আছে। এই বিষয়ে মনযোগ না দিয়া ও ভাগবতের প্রমাণের উপর নির্ভর না করিয়া মেধাতিথি ইহাকেই সত্যযুগ বলিয়া মনে করিয়াছেন। অনেক পণ্ডিতেরা ইহাকে সত্যযুগ প্রতিপন্ন করিবার জন্য তৎকৃতম্ এর জায়গায় 'তুকৃতম্' করিয়া মনুস্মৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। 'তু'র মানে 'তো' অর্থাৎ সত্যযুগের স্থিতিকাল ৪০০০ বৎসর। এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অশুদ্ধ। এইভাবে শাস্ত্রকে বদলাইবার অধিকার কাহারও নাই কিন্তু অনভিজ্ঞ লোকেরা এইভাবে অনেক পুস্তকে অনেক প্রকার ভুল করিয়াছেন। ব্যাস তো ভাগবতে ইহা লিখিয়াই গিয়াছেন 'বেদা পাখণ্ড দূষিত' অর্থাৎ কলিযুগে পাপীরা বেদেও অনেক ভুল ঢোকাইয়া দিবে।

যদি শাস্ত্রের কোন শব্দ কোন পণ্ডিত বুঝিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহার উচিত ঐ শব্দের সাধারণ অর্থ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া ও কোনও কিছু বাড়াইয়া না দেওয়া। এই ভাবে কয়েকজন পণ্ডিতেরা শাস্ত্র, পুরাণ

প্রভৃতিতে এমন কি বেদেও অনেক গণ্ডগোল করিয়াছেন। এখন নিম্নলিখিত শ্লোক পড়ুন—

ইতরেষু সসন্ধ্যেষু সসন্ধ্যাংশেষু চ ত্রিষু।
একা পায়েন বর্ত্তন্তে সহস্রাণি শতানি চ ॥৭০॥

অর্থ—

সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের সহিত অন্য তিনযুগের স্থিতিকাল ১ হাজার ও ১ শতকে যথাক্রমে বিয়োগ করিলে পাওয়া যাইবে।

অর্থাৎ ৪০০০ হইতে ১০০০ বিয়োগ করিয়া ৩০০০ হইল; ৪০০০ বর্ষের সন্ধ্যা ও ৪০০০ বর্ষের সন্ধ্যাংশ হইতে ১ শত বিয়োগ করিয়া ৬০০ হইল; এই প্রকারে শেষ ফল ২৪০০ এবং ১২০০ হইল।

যদেৎ পরিসংখ্যাতমাদাবেব চতুর্যুগম্।
এতদ্দ্বাশনহস্রং দেবানাং যুগমুচ্যতে ॥৭১॥

অর্থ—

পূর্ব্বে যে চারযুগ বলা হইয়াছে উহাদের ১২০০০ বর্ষের সমান দেবতাদের একযুগ হয়।

এখন হিসাব কর, কলি ৪৮০০, দ্বাপর ৩৬০০, ত্রেতা ২৪০০, সত্য ১২০০ মোট ১২০০০ বর্ষ হইল। এই হিসাবে মনুর এই শ্লোক অনুসারে ৪ যুগে ১২০০০ বর্ষ হয়। যদি

প্রায় টীকাকারদের মতে ইহা দেবতাদের বর্ষ মানা যায় তবে মানুষের একবর্ষ দেবতাদের একদিনের সমান হয়। ১২০০০ X ৩৬০ = ৪৩২০০০০ হয় কিন্তু শ্লোকে ১২০০০ বর্ষের বলা হইয়াছে। বাস্তবিক ৪৩২০০০০ চার যুগের দিন। সূর্য্য সিদ্ধান্ত ১। ১৫ শ্লোকে ইহাই আছে।

তদ্বাদশ সহস্রাণি চতুর্যুগমুদাহৃতম্।

অর্থ—

"১২০০০ বর্ষে চতুর্যুগ হয়। দেবতাদের বর্ষ হয় না, উহাদের দিনরাত হয় বা একযুগ হয় যেমন ৭১ শ্লোকে আছে।

যদি মেধাতিথি ও বর্ত্তমান পণ্ডিতদিগের মতানুযায়ী ৪ যুগকে দেবযুগ এবং ইহাদের ১২০০ বর্ষের দেববর্ষ মানা তবে এই শ্লোকের অর্থ হয়—দেবতাদিগের ৪ যুগের সমান দিগের এক যুগ হয়।" এইরূপ কথা সম্পূর্ণ হাস্যাস্পদ তথাপি অনেক পণ্ডিতে ইহাই মানিতেছেন। এখন পরের শ্লোকে পড়ুন।

দৈবিকানাং যুগানাং তু সহস্রং পরিসংখ্যয়া।
ব্রাহ্মমেকমহর্জ্ঞেয়ং তাবতী রাত্রিরেব চ ॥৭২॥

দেবতাদের এইরূপ হাজার যুগে ব্রহ্মার একদিন একরাত

এখন হিসাব হইতেছে এই যে এক মানুষের চতুর্যুগ বা দেবতাদের একযুগ = ১২০০০ বর্ষের হয়। আর এইরূপ ১০০০ দেবযুগের সমান ব্রহ্মার একদিন = ১২০০০ × ১০০০ = ১২০০০০০০ বর্ষ। এখন ব্রহ্মার একদিনে মানুষের ১২০০০০০০ × ২৬০ = ৪৩২০০০০৮০০০ দিন অর্থাৎ মানুষের ৪৩২০০০০০০ দিনে সমান ব্রহ্মার একদিন হয়। ইহাকেই **সৃষ্টি সংবৎ** বলে এবং ইহাতেই ব্রহ্মার রাত বা "প্রলয়" হয়। আজকাল 'পঞ্চাঙ্গ এবং প্রায় পুস্তকেই এই দিনগুলিকে বর্ষ লেখা হয়। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। কতকগুলি পণ্ডিত ভুলক্রমে অন্যস্থানেও দিনকে বর্ষ লিখিয়াছেন, উদাহরণ স্বরূপ সূর্য্যসিদ্ধান্ত অধ্যায় ১ শ্লোক ২০। ২১ পড়ুন।

ইত্থং যুগ সহস্রেন ভূত সংহারকারকঃ।
কল্পো ব্রহ্মমহঃ প্রোক্তং শর্বরী তস্য তাবতী ॥২০॥

অর্থ—

এই প্রকারে দেবতাদের হাজার যুগে এক ভূতসংহারকারী কল্প (এক সৃষ্টি) হয়, ইহাই ব্রহ্মার একদিন এবং একরাত।

এখানে এক সৃষ্টিকে ব্রহ্মার একদিন এবং প্রলয়কে ব্রহ্মার একরাত বলা হইয়াছে।

এখন পরে পড়ুন—

পরমায়ুং শতংতস্যতয়াহোরাত্র সংখ্যয়া।
আয়ুষোঽর্দ্ধমিতং তস্য শেষকল্পোয়মাঽদিমঃ ॥২১॥

অর্থ—

ব্রহ্মার পূর্ণ আয়ু দিনরাত হিসাবে একশত। অর্দ্ধেক আয়ু শেষ হইয়াছে; বর্ত্তমান সৃষ্টি উহার আগামী অর্দ্ধেক আয়ুর প্রথম দিন।

• এই শ্লোকে কোন যায়গায় বর্ষ নাই কিন্তু দিন এবং রাতের বর্ণনা আছে। সমস্ত পঞ্চাঙ্গে ব্রহ্মার আয়ু পণ্ডিতেরা ১০০ বর্ষ লিখিয়াছেন, দিনকে বর্ষ করিয়াছেন এইরূপে ৪ অর্ব্বুদ ৩২ কোটি দিনের সৃষ্টিতে সংবৎ হয়, ইহাকে বর্ষ লিখিয়া গিয়াছেন।

অথর্ব বেদের প্রমাণ

শতংতে যুতং হায়নাংদ্বে যুগে ত্রীনিচত্বারি কৃণ্মঃ
ইন্দ্রাগ্নি বিশ্বেদেবাস্তেনুমন্য তামর্হণয়ি মানা।

সায়ণাচার্য্য এই মন্ত্রের ভাষ্য এই প্রকার করিয়াছেন—

"চতুর্ণাং যুগানাং সন্ধি সংবৎসরান্ বিহায় যুগ চতুষ্টস্য মিলিত্বা অযুতং সংবৎসরাঃ স্যুঃ তান বিভজ্য, কলি দ্বাপরথ্যো ত্রীনি ত্রেতাসহিতানি চত্বারি কৃতযুগ সহিতানি কুর্ম ইতি আশাস্যতে।"

অর্থ—

চার যুগের সন্ধি সংবৎসরগুলিকে ছাড়িয়া চতুর্যুগের বর্ষের মোট সংখ্যা দশ হাজার (১০,০০০) বৎসর হয়। কলি, দ্বাপর, ত্রেতার সহিত এই তিনকে এবং কৃতযুগ (সত্যযুগ) এর সহিত ইহা চার যুগ কথিত হয় এবং ইহার বিভাগ আমরা এই প্রকার করিয়া থাকি। এ সম্বন্ধে বেদেও চার যুগের আয়ু বা স্থিতি-কাল দশ হাজার বৎসর লেখা আছে এবং এই বৎসরগুলিকে দেবতাদের বৎসর না বলিয়া কেবল সংবৎসর বলা হইয়াছে যাহার অর্থ মানুষের বৎসর। এই সঙ্গে এই মন্ত্রে প্রথমে কলি-যুগের কথা বলিয়া পরে দ্বাপর, ত্রেতা এবং সত্যযুগকে উল্টা ভাবে গণনা করিবার বিষয়ও বিবেচনা করিবার যোগ্য। যেমন মনুস্মৃতির প্রথম অধ্যায়ের ৬৯ শ্লোকের অর্থ করিবার সময় উপরে লিখিত হইয়াছে।

এই দশ হাজার বর্ষকে এইরূপ ভাবে বিভাগ করা হইয়াছে—কলিযুগ ৪০০০ বর্ষ, দ্বাপর ৩০০০, ত্রেতা ২০০০ এবং সত্যযুগ ১০০০ বর্ষ ; সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই।

নির্ণয়সিন্ধুর প্রমাণ

চত্বার্যব্দ-সহস্রাণি চত্বার্যব্দ শতানি চ
কলের্যদা গমিষ্যন্তি তদা পূর্ব্বযুগাশ্রিতা।

নির্ণয়সিন্ধু প্রকরণ ৩ পূর্ব্বার্দ্ধ।

অর্থ—

যখন কলিযুগের চার হাজার এবং চারশত বর্ষ অতীত হইবে তখন পূর্ব্বযুগের সমান ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য হইতে আরম্ভ হইবে। এখানে কলিযুগের আয়ু ৪৪০০ বর্ষ বলা হইয়াছে। ইহা কলিযুগ এবং উহার সন্ধ্যার যোগফল। ইহার সন্ধ্যাংশ যোগ করিলে কলিযুগ ৪৮০০ বর্ষের হয়। অর্থাৎ নির্ণয়সিন্ধুতে স্পষ্টরূপে কলিযুগের আয়ু মাত্র ৪৮০০ বর্ষ বলা হইয়াছে। ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বর্ষের নামও নাই। উহা কেবলমাত্র পণ্ডিতদিগের ভ্রম।

সিদ্ধান্ত শিরোমণির প্রমাণ

জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্য আপনার উপরোক্ত গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোক লিখিয়াছেন।

খখাভ্রদন্ত-সাগরৈ যুগাগ্নি যুগ্মভূ গুণৈঃ।
ক্রমেণ সূর্য্যবৎসরৈ কৃতাদয়ো যুগাংঘ্রয়ঃ॥

অর্থ—

৪৩২০০০ হইতে ৪—৩—২—১ গুণ করিলে ক্রমশঃ সূর্য্যবর্ষ হইতে সত্যযুগাদির পাদ হয়।

অর্থাৎ ৪ এর সহিত ৪৩২০০০ রাখ, ইহাকে পরে গুণ করিতে থাক। যেমন ৪ পাদ ধর্ম্মের সহিত=৪৩২০০০;

৩ পাদের ত্রেতা=৪৩২০০০×২=৮৬৪০০০ ; ২ পাদের দ্বাপর =৪৩২০০০×৩=১২৯৬০০০; ১ পাদের কলি=৪৩২০০০×৪ =১৭২৮০০০। ইহা দিন, বর্ষ নহে। শ্লোকে "সূর্য্য বৎসর" লেখা হইয়াছে উহা দিনরাতের হয়।

সারার্থ ইহাই হইল যে ৪ পাদ ধর্ম্মবিশিষ্ট সত্যযুগের ৪৩২০০০ দিন হয়। ইহাকে ৩৬০ দিয়া ভাগ কর, ইহাই ১২০০ বর্ষ হইল। এইরূপে ত্রেতার=৮৬৪০০০ দিনে ২৪০০ বর্ষ, দ্বাপরের—১২৯৬০০০ দিনে ৩৬০০ বর্ষ এবং কলিযুগের ১৭২৮০০০ দিনে ৪৮০০ বর্ষই হয়। এই শ্লোক হইতেও চার যুগে ১২০০০ বর্ষই হয়। বিশেষ কথা হইতেছে এই বর্ষের স্থানে যুগের আয়ু বা স্থিতিকাল দিনের দ্বারা বলা হইয়াছে।

সূর্য্যাব্দ একদিন এবং এক রাতের হয়।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত

এখন সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে বিস্তৃতভাবে যুগের স্থিতিকাল দেখা যাইতেছে।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১ম অধ্যায় পড়ুন।

ইহার পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ৬০ পলে এক নাড়ী হয়, এখন পরে পড়ুন—

নাড়ী ষষ্টায়াতু নাক্ষত্রমহোরাত্রং প্রকীর্তিতম্।
তাস্ত্রীং শতা ভবেন্মাসঃ সাবনোঽহর্কোদয়ৈস্তথা ॥১২॥

৬০ নাড়ীতে এক নাক্ষত্র অহোরাত্র (দিনরাত) হয়, ৩০ অহোরাত্রে একমাস হয়, সূর্য্য উদয় হইতে আগামী সূর্য্য উদয় পর্য্যন্ত যে সময় তাহাকে (দিবারাতকে) সাবন বর্ষ বলে (ইহার অন্য নাম সূর্য্যাব্দ এবং সূর্য্য বৎসর।)

এন্দ ব স্তিথি ভিস্তদ্বৎসং ক্রান্ত্যা সৌর উচ্যতে।
মাসৈর্দ্বাশ-ভির্বষং দিব্যং তদহরুচ্যতে ॥১৩॥

চন্দ্রবর্ষ তিথিতে হয়, সৌরবর্ষ সংক্রান্তিতে হয়। ১২ মাসে এক বর্ষ হয় এবং দিব্য বর্ষের (দেবতাদের) এক দিন হয়। এখানে "দিব্য" শব্দের পর "দেবতা" শব্দ নাই, ইহার প্রসঙ্গ পরবর্ত্তী শ্লোকে পাইবেন। পণ্ডিতেরা ইহার অর্থ শ্লোকের বিপরীত করিয়াছেন।

সুরা সুরাণামন্যোঽন্যমহোরাত্র বিপর্য্যয়াৎ
তৎষষ্টিঃ ষট্‌ গুণা দিব্যং বর্ষমাসুরমেব চ ॥১৪

অর্থ—

"দেবতাদের এবং অসুরদের দিনরাত বিপরীত হয়, ৩৬০ দিনে এক দিব্যবর্ষ হয়, এইরূপ অসুরদেরও হয়।" ইহার সারার্থ হইতেছে এই যে, দেবতারা উত্তর ধ্রুব হইতে দূরে থাকেন। যখন সূর্য্য ৬ মাস যাবৎ উত্তরায়নে থাকেন তখন দেবতাদের দিন হয় এবং যখন সূর্য্য ৬ মাসে যাবৎ দক্ষিণায়নে থাকেন তখন দেবতাদিগের রাত থাকে। দক্ষিণ ধ্রুব হইতে দূরে অসুরদের বাস, বেদে উহাকেই অসুরলোক বলা হইয়াছে।

সূর্য্য যখন উত্তরায়নে থাকে তখন অসুরদের রাত থাকে, এবং সূর্য্য যখন ৬ মাস দক্ষিণায়নে থাকে তখন অসুরদের দিন থাকে। এইরূপে যখন দেবতাদের দিন হয় তখন অসুরদের রাত হয়—দেবতাদের এবং অসুরদের দিন রাত বিপরীত হয়। সূর্য্যের এই উত্তর এবং দক্ষিণ গতি ৩৬০ দিনে হয়। ইহাই একবর্ষ—ইহাকেই **দিব্যবর্ষ বলে**। যেরূপ উপরের শ্লোকে বলা হইয়াছে। দেবতাকে দিব্য বলে না। এই গণনা দেবতাদের উত্তর স্থান হইতে কর বা অসুরদের দক্ষিণ স্থান হইতে কর, তুই দিক হইতেই সূর্য্যের ভ্রমণ (চক্রে) ৩৬০ দিনেই পূর্ণ হয়। এই ৩৬০ দিনের দিব্যবর্ষ হইতেই জ্যোতিষশাস্ত্রে হিসাব করা হয়। সংক্রান্তি হইতে যে সৌরবর্ষ আরম্ভ হয় উহা ৩৬৫ দিনের হয়। উহার দ্বারা জ্যোতিষের হিসাব করা হয় না, কারণ ৩৬৫ দিনকে সঠিকভাবে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করা যায় না, এবং উহা হইতে ঋতুও হয় না, উহা কেবল যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম্মে ব্যবহার হয়। সূর্য্যের উত্তরায়নের জন্য যে গতি তাহার ৩৬০ দিনকেই দিব্যবর্ষ বলে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১৪—২০ দেখুন।

যং প্রোক্তং তদ্বেদিব্যং ভানোর্ভগণ পূর্ণাত্

অর্থ—

যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (অর্থাৎ ৩৬০ দিনে দিব্য বর্ষ হয়), উহা সূর্য্যের এক ভ্রমণ পূর্ণ হইলে হয়।

ইহা এই কথাই পোষণ করিতেছে যে ৩৬০ দিনে সূর্য্যের একচক্র পূর্ণ হয়, ইহাকে দিব্যবর্ষ বলে—দিব্য দেবতাকে বলে না, না দেবতাদের বর্ষকে বলে।

মনুষ্যদের এই ৩৬০ দিনের দিব্যবর্ষের সমান দেবতাদের একদিন হয় অর্থাৎ সূর্য্যের এই উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়নের গতি মানুষের একবর্ষে সমাপ্ত হয়, এত একবর্ষ দেবতাদের এক দিন রাতের সমান হয়। এই কথাই উপরের ১৩ শ্লোকে "দিব্যাং তদহরুচ্যতে" কথাগুলিতে বলা হইয়াছে।

তদ্বাদশ সহস্রানি চতুর্যুগমুদাহৃতম্ ॥
সূর্য্যাব্দ সংখ্যা দ্বিত্রি সাগরে রয়ুতাহতৈঃ ।১৫

অর্থ—

চার যুগের (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির) সংখ্যা বারো হাজার বর্ষের হয়, ইহার সূর্য্যাব্দ সংখ্যা ৪৩২০০০ বর্ষের হয়।

পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে যে সূর্য্য বৎসর সূর্য্যাব্দ এবং সাবনবর্ষ এক দিনরাত অর্থাৎ সূর্য্য উদয় হইতে আগামী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময়কে বলে। শ্লোক অনুসারে চারযুগ ১২০০০ বর্ষের হয় এবং উহাতে ৪৩২০০০০ দিন হয়।

সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশ সহিত বিজ্ঞেয়ং তচ্চতুর্যুগম্।
কৃতাদিনাং ব্যবস্থেয়ং ধর্ম্মপাদ ব্যবস্থয়া ।।১৬

অর্থ—

সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশের সহিত যে চার যুগ উহাতে ধর্মের পাদ অনুসারে সত্যযুগাদির ব্যবস্থিতি হয়। সত্যযুগে ধর্মের চার পাদ হয়, ত্রেতায় ৩ পাদ, দ্বাপরে ২ পাদ এবং কলিতে ১ পাদ বা চরণ হয়। ইহাদের অনুসারেই মানুষের দশা হইয়া থাকে। এইসব বিষয় পূর্ব্বেই সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। পুরাণ ৪—৩—২—১ এর ইসারা এই চার যুগের চরণের সম্বন্ধেই করা হইয়াছে।

> যুগস্য দশমো ভাগশ্চতুস্ত্রিদ্ব্যেক সংগুণা।
> ক্রমাৎ কৃতযুগাদিনাং ষষ্ঠাংশ সন্ধ্যা স্বকঃ॥১৭

অর্থ—

চার যুগের বর্ষের (১০০০ এর) দশম ভাগের সমান ক্রমান্বয়ে সত্যযুগাদি হয়। উহাতে ৪—৩—২—১ পাদ ধর্ম্ম থাকে। ঐ দশম ভাগের ষষ্ঠ ভাগের সমান যুগগুলির সন্ধ্যা হয়।

ইহার স্পষ্ট অর্থ হইতেছে যে চার যুগের আয়ু ১২০০০ বর্ষ। ঐ ১২০০০ বর্ষের দশম অংশ ১২০০ হইল, ইহাই সত্যযুগের আয়ু বা স্থিতিকাল। ইহাকে গুণ করিয়া পরের যুগগুলির আয়ু বাহির করুন। যথা, ১২০০ এর দ্বিগুণ ২৪০০ ত্রেতা, ১২০০ এর তিনগুণ ৩৬০০ দ্বাপর, ১২০০ এর চতুর্গুণ

৪৮০০ কলি হইল এবং এই প্রত্যেক যুগের ষষ্ঠ অংশ উহার সন্ধ্যার সময় অর্থাৎ ১২০০এর ষষ্ঠ ভাগ ২০০, ইহা সত্যযুগের সন্ধ্যা; এইরূপ ত্রেতার সন্ধ্যা ৪০০, দ্বাপরের সন্ধ্যা ৬০০ এবং কলির ৮০০ বর্ষ হইবে।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের এই প্রমাণ হইতে দুইটি কথা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল—একটি হইতেছে এই যে "দিব্য" অর্থ বর্ষ, দেবতাকে দিব্য বলে না। দ্বিতীয় কথা এই যে যুগ লক্ষ বর্ষের হয় না এবং কলিযুগ কখনও ৪৩২০০০ বর্ষের নহে কিন্তু ৪৮০০ বর্ষের। যে সব পণ্ডিতেরা "দিব্য" শব্দের অর্থ দেবতা বলিয়া জানেন তাঁহারা সম্পূর্ণ ভুল করেন, তাঁহারা ইহার অর্থ বুঝেন না।

নয় প্রকারের বৎসর

ব্রহ্মং দিব্যং তথা পিত্রং প্রজাপতং গুরোস্তথা
সৌরং চ ত্যাবনং চান্দ্র মক্ষ´ং মানানি বৈনব॥

অর্থ—

ব্রহ্মাবর্ষ (অর্থাৎ ব্রহ্মাবর্ষ এই সৃষ্টির সমান হয়) দিব্যবর্ষ ইহা সূর্য্যের উত্তর দক্ষিণগতি হইতে ৩৬০ দিনের হয়), পিতৃবর্ষ (ইহা আমাদিগের ১ মাসের সমান হয়), প্রজাপতিবর্ষ (ইহা এক প্রতিসর্গ সৃষ্টির হয়), গুরুবর্ষ

(আমাদের ১২ বৎসরের সমান বৃহস্পতিলোকের একবৎসর হয়). সৌরবর্ষ (৩৫৬ দিনের), সাবনবৎসর সূর্য্যোদয় হইতে আগামী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এক দিনরাতের হয়, ইহাই সূর্য্যবৎসর বা সূর্য্যাব্দ), চান্দ্রবর্ষ (তিথি হিসাবে হয় ইহা ৩৫৪ দিনের হয়), নাক্ষত্রবর্ষ (ইহা ৫২ ঘণ্টা এবং কিছু পলে হয়)। এইরূপে শাস্ত্রে নয় প্রকারে বর্ষ লিখিত আছে। অনেক পণ্ডিতেরা এই ভেদ না জানিয়া অনেক ভুল করিয়াছেন।

কলিযুগের কখন আরম্ভ

শ্রীমদ্ভাগবত স্কন্ধ ১২ অধ্যায় ২ শ্লোক ৩১। ৩২। ৩৩এ আছে "যখন সপ্তর্ষি মঘানক্ষত্রে আসিয়াছিল তখন কলিযুগের আরম্ভ হইয়াছিল এবং যখন সপ্তর্ষি পূর্ব্বাষাঢ় নক্ষত্রে আসিবেন তখন ১২০০ বর্ষ পরে কলিযুগ আরম্ভ হইবে—ইহা নন্দরাজার সময় হইবে এবং যখন ভগবান কৃষ্ণ এই সংসার হইতে নিজের ধামে যাইবেন তখন হইতে কলিযুগের আরম্ভ হইবে।"

এই সপ্তর্ষি আজকাল কৃত্তিকা নক্ষত্রে রহিয়াছে এবং ইহা প্রত্যেক নক্ষত্রে একশত বৎসর থাকে। ইহা যখন মঘাতে আসিয়াছিল তখন কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল। মঘা হইতে রেবতী পর্য্যন্ত ১৮ নক্ষত্র, আবার অশ্বিনী হইতে রেবতী পর্য্যন্ত ২৭ নক্ষত্র। ১৮+২৭=৪৫। আবার অশ্বিনী হইতে কৃত্তিকা পর্য্যন্ত ৩। ৪৫+৩=৪৮। এই হিসাবে কলিযুগের আরম্ভ ৪৮০০ বর্ষ শ্রাবণ অমাবস্যা বিক্রম সংবৎ ২০০০ বৎসরে শেষ

হইবে। কলিযুগের সম্বৎ পঞ্চাঙ্গে ৫০৪০ লিখিত আছে, ইহা ঠিক নহে। আজকাল এই সম্বৎ ৪৭৯৭ এবং তদনুসারে বিক্রম সংবৎ ১৯৯৩।

কলিযুগের কখন শেষ

এখন বিচার করিবার বিষয় হইতেছে এই যে কলিযুগ কখন সমাপ্ত হইবে। প্রথম বিচার—ভাগবত ১২। ৩১। ৩২—সেখানে ইহা লিখিত হইয়াছে যে ৪৮০০ বর্ষেই কলিযুগ হয়। এইরূপে কলিযুগ তো ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, তখন হইতে ইহার সন্ধ্যা চলিতেছে উহাও বিক্রম সংবৎ ২০০০ বর্ষে সমাপ্ত হইবে।

ঠিক সময়—কলিযুগ ঠিক কখন শেষ হইবে ভাগবত ১২। ২। ২৪ দেখুন।

> যদা চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তথা তিস্য বৃহস্পতি
> এক রাশৌ সমেষ্যন্তি তথা ভবতি তৎকৃতম্।

যখন চন্দ্রমা, সূর্য্য, পুষ্যা নক্ষত্র ও বৃহস্পতি এক রাশিতে সমবেত হইবে তখনই সত্যযুগ হইবে।

ভাবার্থ হইতেছে এই যে যখন চন্দ্রমা, সূর্য্য ও বৃহস্পতি পুষ্যা নক্ষত্রে এক রাশিতে সম (সমান) অবস্থায় আসিবে তখন কলিযুগ সমাপ্ত হইয়া সত্যযুগ হইবে।

এই পূর্ণযোগ বিক্রম সম্বত ২০০০ সালে শ্রাবণ

অমাবস্যা বা ১লা আগষ্ট সন্ ১৯৪৩ সালে আসিবে। কাশীর দশ বার্ষিক পঞ্চাঙ্গ (পত্রিকা) ছাপা হইয়াছে, উহাকে সকলেই দেখিতে পারেন।* এই সব গ্রহের সমাবস্থা এইরূপ। ইহারা সব পুষ্যা নক্ষত্রের চতুর্থ চরণের শেষ ভাগে কর্কট রাশিতে হইবে। ঐ দিন ১৭ ঘণ্টা ৬৩ পলের কিছু পূর্ব্বে কলিযুগ সমাপ্ত হইবে। আর পূর্ণ চারিপাদবিশিষ্ট সত্যযুগ আরম্ভ হইবে। এইরূপ পূর্ণযোগ ইহার পূর্ব্বে কখনও আসে নাই। ভাগবতের টীকাকার শ্রীধর এই শ্লোকের উপর লিখিয়াছেন যে এইরূপ যোগ তো প্রতি ১২ বর্ষ বা ২৪ বর্ষে পড়িয়া থাকে, কিন্তু এই শ্লোকে সম শব্দের অর্থ হইতেছে ঐ দিন এই তিন গ্রহ এক সঙ্গে পুষ্যা নক্ষত্রে এবং কর্কট রাশিতে আসিবে। সুতরাং মনে হইতেছে যে শ্রীধর পণ্ডিত হইলেও জ্যোতিষ জানিতেন না, কারণ তিন তো দূরে থাক দুই গ্রহও এক রাশিতে একত্র হইতে পারে না। এই শ্লোকে সমাবস্থার অর্থ আমি উপরে লিখিয়াছি। যে যোগ ভাগবতের এই শ্লোকে উল্লেখ করা হইয়াছে উহা ১২, ২৪ বা ৩৬ বর্ষে আসা, দূরে থাক আজ পর্য্যন্ত কখনও আসে নাই। যদি এই যোগ পূর্ব্বে কখনও আসিত তবে তখন হইতেই সত্যযুগ আরম্ভ হইত। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সত্যযুগ আসে নাই। এরূপ যোগ আসা সত্ত্বেও আসে নাই,—তখন ভাগবতে ব্যাসের এই শ্লোক মিথ্যা মানিতে হইবে। কিন্তু ব্যাসের প্রমাণ

---

* দশ বর্ষ পঞ্চাঙ্গ মূল্য ২॥০ টাকা চেতাবনী কার্য্যালয়, গুড়গাঁওতে পাইবেন।

মিথ্যা হইতে পারে না, সুতরাং যাঁহারা অনুরূপ বলেন সেই সব পণ্ডিতদেরই ভুল বলিতে হইবে।

কলিযুগের আরম্ভের ৪০০ বর্ষের সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে, তার পর ৪০০০ বৎসরের কলিযুগও এখন হইতে ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে অতীত হইয়া এখন ৪০০ বৎসরের সন্ধ্যাংশ চলিতেছে, ইহার সংবৎ ২০০০এ সমাপ্ত হইবে। কলিযুগের বিশেষ ধর্ম্ম হইতেছে ভক্তি, ইহা কলিযুগে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। উহাতে রামানুজ, নিম্বার্ক, গোষ্ঠী, পূর্ণ, সুরদাস, তুলসীদাস প্রভৃতি শত শত পরমভক্ত জন্মিয়াছিলেন। যেহেতু সন্ধ্যাংশে এক ধর্ম্ম থাকে না, এই জন্যই অনেক বিভিন্ন মত মতান্তর উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইহা কলিযুগেরই সন্ধ্যাংশ, সুতরাং ভক্তি দ্বারা এখনও মানুষের কল্যাণ হইবে।

কলিযুগের আরম্ভ হইতে বর্ত্তমানে কাল পর্য্যন্ত এই যোগ আসে নাই, তবে কতকটা এইরূপ যোগ ১৯৭৬এ আসিয়াছিল, তখন শ্রাবণ অমাবস্যাতে পুষ্যা নক্ষত্র ছিল এবং কর্কটরাশিতে সূর্য্য এবং বৃহস্পতি ছিল, তৃতীয় চরণে সূর্য্য ছিল; পুষ্যার প্রথম চরণে বৃহস্পতি ছিল এবং তৃতীয় চরণে সূর্য্য এবং চন্দ্র ছিল; কিন্তু বৃহস্পতি প্রথম চরণেই ছিল এইজন্য ভাগবতের যোগ পূর্ণ হয় নাই। শ্রাবণ অমাবস্যা বিক্রম সংবৎ ২০০০এ এই তিন গ্রহই কর্কটরাশিতে এবং পুষ্যা নক্ষত্রের চতুর্থ চরণে আসিবে, এই জন্য উহাই পূর্ণযোগ হইবে এবং তখন হইতেই কলিযুগ সমাপ্ত হইয়া নিশ্চয়ই সত্যযুগের আরম্ভ হইবে।

সৃষ্টি সংবৎ

আজকাল যে সৃষ্টি সংবৎ ৪৩২০০০০০০ বৎসর লেখা হয় উহা ভুল। ঠিক হিসাব এইরূপ—মনুস্মৃতি অধ্যায় ১ শ্লোক ৬৯ হইতে হইতে ৭২ এ লেখা আছে (আমরা এই শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি) যে চারযুগ ১২০০০ বর্ষের হয় ইহা দেবতাদের এক যুগের সমান, আর দেবতাদের এইরূপ হাজার যুগের সমান ব্রহ্মার একদিন, ইহাই সৃষ্টির অবধি। এখন ১২০০০কে ১০০০ দিয়া গুণ করিলে একক্রোড় বিশলক্ষ বৎসর হয়, ইহাই সৃষ্টি সংবৎ। পণ্ডিতেরা ভুল করিয়া ইহাকে অর্ব্বুদ বর্ষের লিখিয়াছেন। অর্দ্ধেকের কিছু বেশী সৃষ্টি অতীত হইয়াছে এবং অর্দ্ধেকের কম বাকী আছে। ইহা ১২০০০০০০ বৎসর, ইহাকে ৩৬০ দিয়া গুণ করিয়া দিন করিলে ৪ অর্ব্বুদ ৩২ ক্রোড় হয় কিন্তু ইহা দিন, বর্ষ নহে। আজকাল ইহাকে ভুলক্রমে বর্ষ মনে করা হয়।

কলিযুগে কি কি হইবে

শ্রীমদ্ভাগবত স্কন্ধ ১২ অধ্যায় ১ শ্লোকে ১ হইতে ৩৯ পর্য্যন্ত তুরস্ক, গুরুণ্ড, মৌন, শুংগ আদির বর্ণনা করিয়া ৪০ শ্লোকে ব্যাসমুনি লিখিয়াছেন :—

“তুল্য কালা ইমে রাজন্”

অর্থ—

"হে রাজা! এই সব রাজা একই সময়ে হইবে" অর্থাৎ এই সব রাজারা একই সময়ে হইবেন বলা হইয়াছে। অধিকাংশ পণ্ডিতগণ এই শ্লোকের অর্থ না বুঝিয়া বলেন যে এখনও ভাগবতে লিখিত রাজাদের রাজা হইবে তাহার পর কলিযুগ সমাপ্ত হইবে—ইহা উহাদের মূর্খতা।

ভাগবত স্কন্ধ ১২ অধ্যায় ১ শ্লোক ৩০শে লেখা আছে যে দশজন গুরুণ্ড রাজা হইবেন। প্রায় পণ্ডিতই দশ গুরুণ্ডকেই রাণী ভিক্টোরিয়া হইতে গণনা করেন—ইহা উহাদের ভারি ভুল। সংস্কৃতে ইংরেজ জাতিকে গুরণ্ড বলে। গুরুণ্ড জাতির বংশক্রম সুফিয়ার পুত্র প্রথম জর্জ্জ (George I of England and Elector of Hanover) হইতে সন ১৭১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার গণনা এইরূপ হইবে—

(১)	প্রথম জর্জ্জ	১৭১৪	খৃষ্টাব্দ	হইতে	১৭২৭	পর্য্যন্ত।
(২)	দ্বিতীয় "	১৭২৭	"	"	১৭৬০	"
(৩)	তৃতীয় "	১৭৬০	"	"	১৮২০	"
(৪)	চতুর্থ "	১৮২০	"	"	১৮৩০	"
(৫)	" উইলিয়ম	১৮৩০	"	"	১৮৩৭	"
(৬)	রাণী ভিক্টোরিয়া	১৮৭৩	"	"	১৯০১	"
(৭)	সপ্তম এডওয়ার্ড	১৯০১	"	"	১৯১০	"
(৮)	পঞ্চম জর্জ্জ	১৯১০	"	"	১৯৩৫	"

(৯) অষ্টম এডওয়ার্ড ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৬ পর্য্যন্ত।
(১০) ষষ্ঠ জর্জ্জ ১৯৩৬ „ „ রাজত্ব করিতেছেন

ইনিই দশম গুরুণ্ড। এই সম্রাটদের সংখ্যা ইংলণ্ডের ইতিহাসে সন সহিত দেওয়া আছে এবং এই সংখ্যাই মহর্ষি ব্যাসের ভাগবতে আছে। এবং বর্ত্তমান পৃথিবীতে এই সম্রাট এক প্রসিদ্ধ মহারাজ হইবেন। **যে আসন্ন মহাযুদ্ধের বর্ণন চেতাবনীতে করা হইয়াছে সেই যুদ্ধের অন্তে ইংরেজ সম্রাটের বিশেষরূপ বিজয় হইবে।** ঐ বর্ষে লণ্ডনের উপর মহা বিপদ আসিবে, জল হইতে বড়ই আশঙ্কার বিষয় হইবে। ঐ সময় বর্ত্তমান জগতের বহু রাজা থাকিবে না। জাপান, জার্ম্মানী, ইটালী, তুর্ক, আমেরিকা প্রভৃতি বহু দেশ ধ্বংস হইয়া যাইবে। আরব দেশের অত্যন্ত দুর্দ্দশা হইবে। কয়েক স্থানে সমুদ্রের প্লাবন হইবে ইত্যাদি বহু ঘটনা শীঘ্রই ঘটিবে। ইহার পর কল্কি ভগবানের কৃপায় সমস্ত দেশে পূর্ণ শান্তি স্থাপিত হইবে। এই জন্য সকলেরই শান্তিতে থাকিয়া এখন হইতে ভগবানে ভক্তি আরম্ভ করা উচিত।

৺পরমহংস ১০৮ স্বামী রাজনারায়ণ ষটশাস্ত্রী,
গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)
ফাজিলকা (পাঞ্জাব)

নোট—আমার চেতাবনী অনুসারে ইউরোপের বৈজ্ঞানিকেরাও

লিখিয়াছেন। আমার চেতাবনী লিখিবার পর পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে আমি ইউরোপের বৈজ্ঞানিকদের বিচারও দিয়াছি এবং ঐ বিচার আমার বিচারের সহিত মিলিয়াছে। আর প্রকৃত প্রস্তাবে হইবেও এইরূপ।

এখন ভাগবতে যে সব কলিযুগ ঘটিবার বিষয় লেখা আছে আমি তাহার অনুবাদ লিখিতেছি—

ভাগবত ১২।২ শ্লোক ১ হইতে ১৫ পর্য্যন্ত

প্রবল কলিযুগের প্রভাবে দিনে দিনে ধর্ম্ম, সত্য, পবিত্রতা, ক্ষমা, দয়া, আয়ু, বল ও স্মরণশক্তি ধীরে ধীরে নাশপ্রাপ্ত হইবে। ১। কলিতে অর্থ ই মানুষের জন্ম, আচার ও গুণের উন্নতির কারণ হইবে। অর্থ দ্বারাই ধর্ম্ম এবং ন্যায়ের সাধন হইবে। ২। পরস্পর প্রীতিই স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধের কারণ হইবে, কুল, গোত্র প্রভৃতি কেহই বিচার করিবে না। বেচা কেনাতে অনেক কপটতা হইবে। কামচর্চ্চার অধিকার স্ত্রী পুরুষকে শ্রেষ্ঠ আসন দিবে, কুল বা আচারের দিকে কেহই দৃষ্টি দিবে না। একমাত্র যজ্ঞোপবীতই ব্রাহ্মণের চিহ্ন রহিবে। দণ্ড এবং মৃগচর্ম্ম প্রভৃতিই সন্ন্যাসীর চিহ্ন রহিবে, আচারের দিকে কেহই দৃষ্টি দিবে না। অর্থ না ব্যয় করিতে পারিলে ন্যায় বিচার পাওয়া যাইবে না। চঞ্চল এবং বাক্যবাগীশেরাই পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইবেন। গরিবেরা নীচ গণ্য হইবেন,

ঠাটবাট যাহারা রাখিবে তাহারাই সাধু বলিয়া গণ্য হইবে। পরস্পর স্বীকৃত হইলেই বিবাহ হইবে, স্নান করা কেহ পছন্দ করিবে না। ৫। দূরের জলাশয়কে লোকে তীর্থ মনে করিবে; গুরু, পিতা, প্রভৃতিতে কেহই মানিবে না। অনেক প্রকারের কেশ মস্তকে রাখাই সৌন্দর্য্য মনে করিবে। নিজের পেট ভরানোই বিশেষ কৃতিত্বের বিষয় হইবে, বাগাড়ম্বর সত্যবাদিতা বলিয়া গণ্য হইবে। ৫। কুটুম্ব পালন চতুরতা মনে করিবে এবং নিজের কীর্ত্তির জন্যই লোকে ধর্ম্ম আচরণ করিবে। এই প্রকারে পৃথিবী দুষ্ট লোকে ভরিয়া গেলে (৭) যে কেহ বলবান হইবে সেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে। অর্থাৎ লোলুপ ও নিষ্ঠুর রাজারা আপনার প্রজাদের অর্থ এবং স্ত্রী হরণ করিয়া লইবে। যে সব লোক এইরূপে লুণ্ঠিত হইবে তাহারা নিজদেশ ত্যাগ করিয়া অন্যদেশে যাইবে এবং সেখানে বিবিধ কষ্টস্বীকার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। ৮, ৯। লোকেরা অনাবৃষ্টি. অতিরিক্ত রাজকর এবং পরস্পর ঝগড়া বশতঃ নাশপ্রাপ্ত হইবে। ১০। অনেকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং বহুরোগ ও চিন্তা বশতঃ পীড়াগ্রস্থ হইবে। কলিতে মানুষের আয়ু গড়ে ২০ হইতে ৩০ বৎসরের হইবে। ১১। লোকদিগের দেহ খর্ব্ব হইবে এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম লোপ পাইবে। ১২। লোকেরা নাস্তিক হইবে, রাজাগণ নিজধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন এবং লোক অকারণে মিথ্যা বলিবে। ১৩। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ শূদ্রের সমান হইয়া যাইবে, গরু ছোট ছোট হইবে, সন্ন্যাসী ও সাধুরা গৃহস্থের মত রহিবে। স্ত্রীর পিতা ভ্রাতাই নিকট আত্মীয় বলিয়া

গণ্য হইবে। ১৪। গুল্মাদি ছোট ছোট হইবে, বৃক্ষাদি ক্ষুদ্র হইবে, মেঘে সামান্য বৃষ্টি এবং বেশী বিদ্যুৎ চমক হইবে, কেহই অতিথি সেবা করিবে না। ১৫।

এই যে সব কথা কলিযুগে ঘটিবে বলিয়া ব্যাস লিখিয়াছিলেন এসব ইতিপূর্ব্বেই ঘটিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে ভাগবত স্কন্ধ ১২ অধ্যায় ৩ শ্লোক ৩০ হইতে কলিযুগে ঘটিবে এইরূপ অন্যান্য কথার যে বর্ণনা আছে নিম্নে তাহার অনুবাদ দিতেছি—

লোকেরা দুর্ব্বুদ্ধি, ভাগ্যহীন, অতিভোজী ও দরিদ্র হইয়া বিষয় ভোগে মগ্ন রহিবে। স্ত্রীরা ব্যাভিচারিণী ও দুষ্টা হইবে। ৩১। দেশে চোর অনেক হইবে, পাষণ্ড লোকেরা বেদ দূষিত করিবে অর্থাৎ উহার মধ্যে অন্য কথা মিশাইবে। ব্রাহ্মণেরা কেবল ভোজন ও ভোগ তৎপর হইবে। ৩২। ব্রহ্মচারীরা আচার ভ্রষ্ট হইবে, গৃহস্থলোকেরাও ভিক্ষা করিবে, সাধুরা বন ছাড়িয়া লোকালয়ে থাকিবে, সন্ন্যাসীরা অর্থলোভী হইবে। ৩৩। স্ত্রীলোকেরা প্রবঞ্চক, অতিভোজী, বহুসন্তানবতী, নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর এবং কলহ ও ছলনাপ্রিয়া হইবে। ৩৪। ব্যবসায়ীরা প্রবঞ্চনা করিবে, লোকেরা দায়ে না ঠেকিলেও কুকর্ম্মের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করা পছন্দ করিবে। ৩৫। চাকরেরা উত্তম কিন্তু দরিদ্র প্রভুকে ত্যাগ করিবে, প্রভুরাও পুরাতন চাকর তাড়াইয়া দিবে ও দুধ বন্ধ হইলে গাভীকে ত্যাগ করিবে। ৩৬। স্ত্রৈন লোকেরা মাতাপিতাকে ত্যাগ করিবে ও স্ত্রীর আত্মীয়দিগকে আপন জানিবে। ৩৭। নীচলোকেরা

তপস্বীর বেশ ধারণ করিয়া দান লইবে এবং ধর্ম্মজ্ঞানহীন পণ্ডিতেরা উচ্চাসনে বসিয়া লোকদিগকে উপদেশ দিবে। ৩৮। একদিকে বর্ষার অভাব বশতঃ অকাল অন্যদিকে রাজকর অতিরিক্ত দিতে হইবে, ফলে কষ্টে পড়িয়া প্রজাদের আকৃতি পিশাচের ন্যায় হইবে। ৩৯, ৪০। কলিতে লোকেরা সামান্য অর্থের জন্যও স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া শত্রুতা করিবে এং সঙ্গীদিগকে না মারিতে পারিলে আত্মহত্যা করিবে। ৪১। বিষয় ভোগ এবং উদর পূর্ত্তির জন্য লোকেরা নিজের মাতা, পিতা, পুত্রকেও ত্যাগ করিবে। ৪২। কলিযুগে বেদের বিরুদ্ধে চলিয়া লোকেরা পরমগুরু অচ্যুত ভগবানেরও পূজা করিবে না যাঁহাকে ত্রিলোক স্বামী ব্রহ্মাও সর্ব্বদা ধ্যান ও নমস্কার করিতেছেন। ৪৩।

এই সব কথাও পূর্ণ হইয়াছে, কিছুই বাকী নাই, ইহা হইতেও বুঝা উচিত যে কলির শেষ হইয়াছে, কল্কিপুরাণে লেখা আছে যে কলির শেষে নদী সকল কিনারাতেই রহিবে। ইহা কলির শেষ হইবার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে গঙ্গা প্রভৃতি সমস্ত নদীই সব জায়গা ছাড়িয়া কিনারাতেই বহিতেছে।

অন্য চিহ্ন

যুগ পরিবর্ত্তনের সময় অনেক প্রকার আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে এখনও সেইরূপ হইতেছে। কয়েকস্থানে রক্তের বৃষ্টি হইয়াছে,

পাথরের বৃষ্টি হইয়াছে; এলাহাবাদে তুইবার প্রাতঃকালে সূর্য্যকে ঘুরিতে দেখা গিয়াছে এবং তখন উহার মধ্য হইতে ধূম বাহির হইয়াছে; বিহারে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছে, কোয়েটায় ভূমিকম্পে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, কয়েকবার প্রবল বন্যা হইয়াছে। পাপকর্ম্ম সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে।

ভাগবতে লেখা আছে যে কলিতে ধর্ম্মকর্ম্ম নাশপ্রাপ্ত হইবে। ইহাতেও বুঝা যায় যে আজকাল ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য হইতেছে। ইহাও লেখা আছে যে ব্রাহ্মণ শূদ্র সমান হইবে— "বিপ্রাঃ কুমার্গে গন্তা", বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও বিপরীত পথে চলিবে। আজকাল বিদ্বান ব্রাহ্মণের এইরূপ অধঃপতন হইয়াছে বলিয়াই ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যাদি হইতেছে। যেরূপ মৃত পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করা উচিত কিন্তু পণ্ডিতেরা বিপরীত কাজ করিতেছেন, কারণ যাঁহারা মৃত্যুর পরে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মিয়াছেন তাঁহাদেরও শ্রাদ্ধ করা হইতেছে কিন্তু ইহা বেদ বিরুদ্ধ। শ্রাদ্ধ কেবলমাত্র "পিতর" দিগেরই করা উচিত। "পিতর" তাঁহাদিগকে বলে যাঁহারা সারাজীবন বড় বড় যজ্ঞ করেন, দান করেন, কূপ, জলাশয়, ধর্ম্মশালা এবং বিদ্যালয় স্থাপন করেন, পরোপকার করেন এবং জপ, তপ, যোগ প্রভৃতি কাজে জীবন ব্যয় করেন; এইরূপ লোকেরা জগতে প্রসিদ্ধ হয়েন এবং মৃত্যুর পরে পিতৃযান মার্গে পরলোক যাত্রা করেন ও ইহাদিগকে পিতর বলা হয়। শ্রাদ্ধ কেবলমাত্র ইহাদের হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫। ১০—৩—৪ এবং বৃহদারণ্যক

উপনিষদ ৬।২।১৬ দেখুন। গীতাতেও ইহার বর্ণনা আছে যে মানুষেরা মৃত্যুর পরে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মলাভ করে উহাদের শ্রাদ্ধ হয় না কিন্তু আজকাল পণ্ডিতেরা তাহাদেরও শ্রাদ্ধ করেন। যদি তাহাদের জন্য দান করেন তবে তাহার ফল উহাদের অবশ্য পৌঁছে কিন্তু ইহা করিবার জন্য কোন পণ্ডিতের আবশ্যকতা নাই। কতক পণ্ডিত একথা জানেন কিন্তু এই প্রচলিত বিপরীত প্রথার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চাহেন না। এইরূপ লোকেরাই সারা ব্রাহ্মণ জাতির দুর্ণাম এবং হিন্দু-জাতির নাশ করিয়াছেন কিন্তু এখন এই ব্রাহ্মণ জাতিতেই কল্কি ভগবান অবতার লইয়াছেন, তিনি ধর্ম্মের সম্পূর্ণ মর্য্যাদা ঠিক করিয়া দিবেন এবং সত্যযুগ আসিতেই ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া জগতের উদ্ধার করিবেন। ভাগবত এবং কল্কিপুরাণ অনুসারে কলিযুগে ব্রাহ্মণ পতিত হইবে। দেবী ভাগবতে ত এতদূর লেখা আছে—

"যে পূর্ব্বে রাক্ষসঃ রাজন্ তে কলৌঃ ব্রাহ্মণঃ স্মরতঃ।

"যাহারা গত (দ্বাপর) যুগে রাক্ষস ছিল তাহারা কলিতে ব্রাহ্মণ হইবে।"

কিন্তু কলিযুগে একজন দুইজন খাঁটি ব্রাহ্মণও হইবেন কারণ বীজ নষ্ট হয় না। উহাদিগকে চিনিবার সঙ্কেত কল্কি-পুরাণে আছে—"ঐ ব্রাহ্মণেরা পরমভক্ত, তপস্বী ও সত্যবাদী হইবেন; অন্যেরা কলিযুগী ব্রাহ্মণ হইবে। এইরূপ কতিপয়

সং ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাত্মা শ্রীপণ্ডিত বিষ্ণুযশ মহাশয়ের ঘরে জগৎস্বামী পূর্ণব্রহ্ম ভগবান কল্কি অবতার হইয়াছেন, এখন পুনরায় ব্রাহ্মণজাতি উন্নত হইবে।

শ্রাদ্ধে হোম হয়, পিণ্ডদান করা হয়, পিতরদিগকে স্বর্গ হইতে ডাকা হয়, উহারা সূর্য্যকিরণের সহিত আসেন ; উহাদের কৃপায় সন্তান জন্মে, ধনবৃদ্ধি হয়, পরে ব্রাহ্মণভোজ হয়। কিন্তু আজকাল ব্রাহ্মণেরা আপনাদের পানভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিরই করাইতেছেন। এই রূপ মূর্ত্তিপূজাও নিয়মানুযায়ী নহে, অন্যান্য সমুদয় কর্ম্মকাণ্ড বিপরীত হইতেছে। এই জন্যই ত' কাহারও সফলতা হয় না। লক্ষ লক্ষ হিন্দু অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে এবং সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ হইতেছে। কাহারও ভাল লাগুক বা মন্দ লাগুক আমি ধর্ম্ম এবং হিন্দুজাতির মঙ্গলের জন্য নির্ভয়ে সব কথা স্পষ্ট লিখিতেছি।

শ্রীকল্কি অবতারের জন্মলগ্ন।

শ্রীশুভ সংবৎ ১৯৮১ বিক্রম বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষে তিথৌ দ্বিতীয়াং সোমবাসরে কৃত্তিকায়াং তৎ ৫ শোভন যোগ ৫১।২৩ শ্রীসূর্য্যোদয়াদিষ্টম্ ১৪।২৫ মেষার্ক গতাংশঃ ৮ ২৩ শ্রীবিষ্ণু বিংশতি ধাতৃ সম্বৎসরে সূর্য্য উত্তরায়ণেবসন্তঋতু।

পূর্ণব্রহ্ম বাসুদেব ভগবান কৃষ্ণই কল্কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার জন্ম ব্রাহ্মণ কুলভূষণ মহাত্মা

পণ্ডিত শ্রীবিষ্ণুযশ মহাশয়ের বাড়ীতে সুমতি দেবীর গর্ভে শম্ভল গ্রামে হইয়াছে। তাঁহাকে পরশুরাম ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারে মহেন্দ্র পর্ব্বতে লইয়া গিয়াছেন (চেতাবনীতে যে ম্যাপ দেওয়া আছে তাহা হইতে মহেন্দ্র পর্ব্বত পাওয়া যাইতে পারে) সেখানে কোন মনুষ্য যাইতে পরে না। ভগবান সম্বৎ ১৯৯৯এ সব প্রাচীন ঋষি এবং মহর্ষিদের সহিত সর্ব্বপ্রথম বাংলা দেশে প্রকট হইবেন। পরে মগধ, বিহার, হরিদ্বার, দিল্লী ও মথুরায় আসিবেন। মথুরাতে কিছু সময় থাকিবেন, পরে সমস্ত পৃথিবীতে ঘুরিবেন এবং পাঞ্জাব ও পারস্যদেশ হইয়া পশ্চিমে যাইবেন।

শ্রীজন্মকুণ্ডলিয়ম্
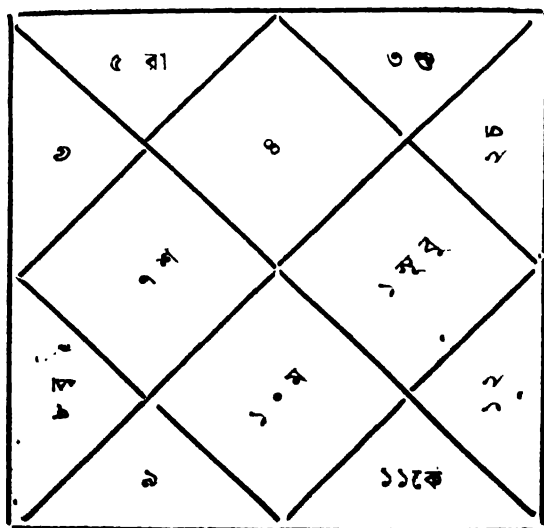
প্রয়োজনীয় কথা

কল্কিপুরাণের প্রথমাংশ দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্লোক ১৫ তে ভগবানের জন্ম বৈশাখ শুক্ল দ্বাদশী (১২)তে হইবে লেখা আছে কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দ্বিতীয়াতে হইবে এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন। আমি যখন কল্কিপুরাণে এই কথা পড়ি তখন আমি তিনবার যোগাভ্যাস করিয়া অনুভব করি এবং আমি দ্বিতীয়াতেই জন্ম হইবে বলিয়া জ্ঞাত হই। এই জন্যই আমি দ্বিতীয়াই মানিয়া লইয়াছি। জন্মলগ্নে বিশেষ যোগ পড়িয়াছে। প্রসিদ্ধ জ্যোতিষগ্রন্থ রণবীর জ্যোতিষ মহানিবন্ধে আছে যে—

ত্রিকোণেসিতবা দেবভঃ সৌচেকেন্দ্র গত্তে স্থূজঃ।
চরলগ্নে যদা জন্ম যোগো ঘমাবতারজঃ॥

অর্থ—

ত্রিকোণে শুক্র বা বৃহস্পতি হইবে, কেন্দ্রে উচ্চের শনি হইবে ও চরলগ্নে জন্ম হইবে—তাহা হইলে এইরূপ যোগে অবতারের জন্ম হইয়া থাকে।

এই যোগ পূর্ণভাবে কুণ্ডলীতে পড়িয়াছে। কর্কট লগ্নকে চর লগ্ন বলে, ত্রিকোণ (পঞ্চম ঘরে) বৃহস্পতি আছে, কেন্দ্রে (চতুর্থ ঘরে) উচ্চে শনি আছে আর এই যোগের চেয়েও বিশেষ কথা এই যে কুণ্ডলীতে সূর্য্য, মঙ্গল এবং চন্দ্রও উচ্চ স্থানে আছে।

ভুল পঞ্জিকায় সমূহে ভুলকথা লেখা আছে... যেমন সত্যযুগে মৎস ও কূর্ম্ম অবতারের কথা। এই অবতার গত সত্যযুগে হয় নাই কিন্তু ২৮ চতুর্যুগ পূর্ব্বে যখন বৈবস্বত মন্বন্তর আরম্ভ হইয়াছিল তখন এই অবতার হইয়াছিল। এইরূপ সত্যযুগের একলক্ষ বর্ষ স্থিতিকাল লেখাও কল্পনা মাত্র। মনুস্মৃতি ১।৮।৩ এ লেখা আছে।

অরোগাঃ সর্ব্ব সিদ্ধার্থাশ্চতুর্বর্ষ শতায়ুষঃ
কৃতে ত্রেতাদিষু হোষামায়ুর্হ্রসতি পাদশঃ॥

অর্থ—

সত্যযুগে সব লোক রোগহীন হয়, উহাদের সব মনস্কাম পূর্ণ হয়, আয়ু চারশত বৎসর হয়, পরে ত্রেতাদি যুগে এক এক পাদ আয়ু কম হইতে থাকে।

অর্থাৎ সত্যযুগে আয়ু ৪০০ বর্ষ, ত্রেতায় ৩০০, দ্বাপরে ২০০ ও কলিযুগে ১০০ বর্ষ হয় কিন্তু ইহা পূর্ণায়ু, সমস্ত লোকের এই আয়ু হয় না। কলিযুগের পূর্ণায়ু ১০০ বর্ষ বটে কিন্তু সমস্ত লোকের এত আয়ু হয় না। শাস্ত্রে সত্যযুগে মনুষ্যের পূর্ণায়ু ৪০০ বর্ষ লেখা আছে। কিন্তু পঞ্জিকায় পণ্ডিতেরা এই আয়ু এক লক্ষ বর্ষ লিখিয়াছেন। এইরূপ অজ্ঞান লোকেরা জ্ঞানের অভাববশতঃ বেদ, শাস্ত্র ও পুরাণেও নানা ভুলকথা লিখিয়াছে।

যদি ভগবানের জন্ম বর্ত্তমান কল্কি পুরাণ অনুসারে দ্বাদশী লওয়া হয় তাহা হইলেও উপরিলিখিত যোগ পূর্ণ হয়। আমার মতে যেরূপ কয়েকখানি গ্রন্থে কয়েকটি শব্দ পণ্ডিতেরা ভুল ক্রমে বদল করিয়া ফেলিয়াছেন। এইরূপ খুব সম্ভব 'দ্বিতীয়ায়াং' এর যায়গায় 'দ্বাদশ্যাং' করিয়াছেন। এই দুই শব্দেই ছন্দরক্ষা হয়। আমি আমার চারবারের প্রত্যক্ষ অনুভবকে সত্য জানিয়া 'দ্বিতীয়ায়াং'কেই ঠিক মনে করি।

কল্কি ভগবানের রং ভগবান কৃষ্ণেরই মত। তাঁহার শ্বেত রংএর ঘোড়ার নাম দেবদত্ত, উহা আকাশেও ভ্রমণ করিতে পারিবে। তাঁহার শরীর খুব বড় এবং হৃষ্টপুষ্ট হইবে।

শম্ভল কোথায় আছে

শম্ভল সম্বন্ধেও পণ্ডিতদের মধ্যে খুব ভ্রম চলিতেছে। পুরাণের টীকাতে পণ্ডিতেরা ইহাকে জিলা মোরাদাবাদের মধ্যে লিখিয়াছেন। যদিও প্রাচীন পুস্তকে জিলা মোরাদাবাদ কোথাও নাই তবুও পণ্ডিতেরা জিলা মোরাদাবাদ দেখিতে পাইলেন। যখন ভগবান ব্যাসের সময়ে লেখা হইয়াছিল তখন ভারতবর্ষে কোথাও জেলা তহশীল প্রভৃতি ছিল না। এইরূপ জিলার বিভাগ ইংরেজ গভর্ণমেণ্টই করিয়াছেন। ইহা ঠিক নহে। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। পুস্তকে যে এসিয়ার ম্যাপ আছে তাহাতে

দেখুন গোবির প্রসিদ্ধ মরুভূমি চীনের উত্তরে আছে, উহার নীচে লিয়াউটং খাড়ি আছে, পূর্ব্বদিকে কোরিয়া আছে, পূর্ব্ব এবং উত্তরে মাঞ্চুরিয়া আছে। ঐখানে শম্ভল আছে যেখানে ভক্তবৎসল কল্কি অবতারের জন্ম হইয়াছে।

ঐখানে পূর্ব্বে চারিদিকে সমুদ্র এবং পাহাড় ছিল কিন্তু এখন মরুভূমি হইয়াছে। এই বালির পাহাড় হাওয়াতে উড়িয়া অন্যান্য স্থানে আসিয়া থাকে। বাহিরের কোন লোক ঐখানে যাইতে পারে না, উহার দক্ষিণ দিকে চীনদেশ আছে।

এই শম্ভলকে বৈবস্বত মনু বর্ত্তমান সপ্তম মন্বন্তরের প্রথমে সত্যযুগে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রথমে গোবী সমুদ্রের তীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তীরের অন্যদিকে ইহা অপেক্ষা অধিক বসতি হইয়াছিল। ইহার পরে গোবীতে শম্ভল নামীয় সহর বসানো হইয়াছিল। ঐ খানে কোন২ পর্ব্বত বিশ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং নীচ পাহাড়ের মধ্যে বড় বড় ঘাঁটি সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সমুদয় স্থানকে শম্ভল বলা হইত। ডাক্তার এনি বেসান্ট এই বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে লিখিয়াছেন। ব্রহ্মার পুত্র সনকসনন্দন, সনৎকুমার ও সনাতন ঐ শম্ভলে থাকেন। বর্ত্তমানে বৈবস্বত মনু, দেবাপি, মরু, মহর্ষি ভৃগু ও কয়েকজন অন্য ঋষিও ঐখানে থাকেন। প্রত্যেক সপ্তম বর্ষে মহর্ষি প্রভৃতি একত্র হইয়া থাকেন, উহাদের মধ্যে শ্রীসনৎকুমারের উপদেশ হইয়া থাকে। সুইডেনের অধিবাসী Sir Sven Hedin ১৮১১ খৃষ্টাব্দে সেখানে গিয়াছিলেন তারপর
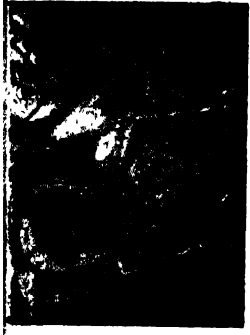
শ্রীভগবান কল্কী অবতারের বিষয় এই পুস্তকে সমস্তই দেওয়া হইয়াছে। তিনি কোথায় ২ ভ্রমন করিবেন, কাহাদের উপর আক্রমন করিবেন সমস্তই এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীভগবান কল্কী অবতারের বিবাহ যে জগৎমাতা পদ্মাবতীর সহিত হইবে, তাঁহারও সম্পূর্ণ বিবরণ এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। তিনি কোন রাজার কন্যা হইবেন, তাঁহার কি কি লীলা হইবে সমস্তই বিস্তারপূর্ব্বক এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীভগবান কল্কী অবতারের ভ্রাতাগণ, মাতাপিতা তথা সমস্ত পরিবারের বৃত্তান্ত এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। সমস্ত বর্ণনা এমন সরলভাবে করা হইয়াছে যে একটি বালকেও ইহা পড়িয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারে যে আগামী কালে কি কি ঘটনা ঘটিবে।

আর কেহ সেখানে যায় নাই। তাঁহার সব সঙ্গীরা বালির ঝড়ে মারা গিয়াছিল। তিনি ফিরিয়া আসিয়া উপরের বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। উহা ছাপানো পুস্তক আকারে পাওয়া যায়।

শম্ভল সম্ভল নহে

কল্কি পুরাণে লেখা আছে যে শম্ভলে সাত যোজন অর্থাৎ ১৮ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে কিন্তু মোরাদাবাদ জেলার সম্ভল এক ক্রোশ ব্যাপীও নহে। এই কারণে যে শম্ভলে শ্রীভগবান কল্কির জন্ম হইয়াছে উহা গোবী মঙ্গোলিয়ার শম্ভল, এসিয়ার ম্যাপ দেখুন। মোরাদাবাদ জেলার গণ্ডগ্রাম সম্ভল, ইহা শম্ভল নহে। পণ্ডিতেরা নিজেদের অজ্ঞতাবশতঃ এবিষয়েও গল্প রচনা করিয়া রাখিয়াছে। ঐ স্থানে ভগবানের জন্ম হইবামাত্রই ব্রহ্মার আজ্ঞায় পরশুরাম মাতাপিতা সহিত তাঁহাকে মহেন্দ্র পর্ব্বতে লইয়া গিয়াছেন। পঞ্চাঙ্গে কল্কি অবতারের জন্ম শ্রাবণ মাসে হইবে লেখা আছে। ইহাও ভুল। উক্ত পুরাণে ভগবানের জন্ম বৈশাখ মাসে হইবে লেখা আছে। এইরূপ পণ্ডিতেরা বড়ই গোলযোগ করিয়া রাখিয়াছেন।

কল্কি পুরাণের প্রমাণ

কল্কি পুরাণ প্রথমাংশ প্রথম অধ্যায়ে কলিযুগে কি কি হইবে লেখা আছে। সে সব কথা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পূর্ব্বেই

দেওয়া হইয়াছে উহা ছাড়া যাহা আছে নীচে লিখিতেছি। স্থানাভাবে শ্লোকগুলি দিতে পারিলাম না কিন্তু তাহাদের সঠিক অর্থ দিতেছি।

"কলিযুগের সন্তান নিরয় আপনার ভগ্নী যাতনার গর্ভে কয়েক সহস্র পুত্র উৎপন্ন করিয়াছিল, এইরূপে কলিতে অনেক ধর্মনিন্দুকের জন্ম হইয়াছিল। ২১। এই সব দুরাচারী মাতা-পিতাদ্বেষী" লোকেরা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদশাস্ত্র-বিমুখ, দরিদ্র এবং শূদ্রের দাস হইয়াছিল। ১৪। এইরূপ ব্রাহ্মণেরা কুকর্মী, অহঙ্কারী, ধর্ম্ম, বেদ, মাংস, মদ্যবিক্রেতা, ব্যাভিচারী ও ক্রুর হইবে; এই সব মূর্খেরা পাপী এবং মঠ-নিবাসী হইয়া কলির অনুচর হইবে। ১৫, ১৬, ১৭। এই সব বিবাদপ্রিয়, কেশের শোভনকারী, সুদখোর ব্রাহ্মণেরা কলিযুগে পূজ্য হইবে। ১৮। সন্ন্যাসী গৃহস্থের মত থাকিবে গৃহস্থ দুর্ব্বল হইবে, লোকেরা গুরুজনের নিন্দা করিবে, সাধুরা পাষণ্ড হইবে। ১৯।

কলিযুগে এইরূপ যাহা যাহা হইবে তাহা লিখিবার পর লেখা আছে যে পৃথিবীতে শস্য কম হইবে এবং নদীগুলি কিনারায় বাহিবে, স্ত্রীলোকেরা অল্পিগর্ভবতী হইবে, ব্রাহ্মণেরা চণ্ডালদের ঘরে পূজা প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম্ম করিবে, বিধবার সংখ্যা বেশী হইবে, বৃষ্টি কম হইবে, রাজা প্রজার রক্ত শোষণ করিবে। ৩৩, ৩৪, ৩৫। কলির শেষের এই সব কথা ঠিকই হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা লজ্জাহীনা হইয়াছে। এবং ইহা এক স্পষ্ট

প্রমাণ যে নদীগুলিও কিনারায় বহিতেছে। কয়েক বর্ষ হইতে গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নিজের স্থান ছাড়িয়া কিনারাতেই বহিতেছে ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। শ্লোকে আছে—

"নদী তীরেবরোপিত"

পরে দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখা আছে যে কলিতে ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মকর্ম্মহীন এবং ভোগপরায়ণ হইবে। ৬৪। ইহাও ঠিক দেখা যাইতেছে। কিন্তু কিছু ব্রাহ্মণ প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইবেন, কারণ বীজ নাশপ্রাপ্ত হয় না। প্রকৃত ব্রাহ্মণের চিহ্ন এইরূপ লেখা আছে—

আচারপরায়ণ. সত্যবাদী, ধীর, ধর্ম্মাত্মা, বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিয়া সংসারকে রক্ষা করিবেন। ৪৩। এ কথাও দেখা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণ বেদ বিক্রয় করিতেছে, মাংস বিক্রয় করিতেছে ও মাসিক বেতন লইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিয়া ধর্ম্মও বিক্রয় করিতেছে।

কল্কি পুরাণের তৃতীয়াংশের ৪র্থ অধ্যায়ে আছে যে যখন ভগবান কল্কির সহিত মরুর সাক্ষাৎ হইবে তখন তিনি নিজের সূর্য্যবংশের বৃত্তান্ত শুনাইবেন ও কহিবেন যে তিনি ভগবান রামচন্দ্রের বংশজাত এবং ঐ বংশের শীঘ্র নামী রাজার পুত্র। ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে আছে—

কলাপ গ্রাম মাসাদ্য বিদ্ধি সত্তপসি স্থিতম্।
তবাবতারং বিজ্ঞায় ব্যাসাৎসত্যবতী সুতাৎ॥

অর্থ—

এ যাবৎ পর্য্যন্ত আমি কলাপ গ্রামে থাকিয়া তপস্যা করিয়াছি, সতবতীর পুত্র ব্যাসের নিকট আমি আপনার অবতারের বৃত্তান্ত শুনিয়া—

প্রতীক্ষ কাললক্ষাব্দং কলেঃ প্রাগুস্তবান্তিকম্
জন্ম কোট্যং ঘসাং রাশেনাশনং ধর্ম্ম শাসনম্
যশঃ কীর্ত্তিকরং সর্বকামপুরং পরাত্মনঃ ॥৬

অর্থ—

আমি কলিযুগে একলক্ষ বর্ষ আপনার প্রতীক্ষা করিয়া আজ আপনার নিকটে আসিয়াছি। আপনি পরমাত্মা, আপনার নিকটে আসিলে কোটি জন্মের পাপরাশি নাশ হয় ও ধর্ম্মবৃদ্ধি হইয়া সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়।

এখন বিবেচনার বিষয় হইতেছে এই যে ভগবান রাম ত্রেতাযুগে ছিলেন এবং মরুর জন্মও তখনই হইয়াছিল। আজকালকার পণ্ডিতদের ভুল হিসাব অনুসারে গত দ্বাপরের ৮ লক্ষ ৩৪ হাজার বর্ষ গত হইয়া কলিযুগের ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বর্ষ গত হইবার পর ভগবান কল্কি আসিবেন। এই প্রকারে কল্কির জন্ম হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ১২১৬০০০ বর্ষ হওয়া দরকার কিন্তু মরু বলিতেছেন যে "আমি এক লক্ষ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতেছি"—ইহা হইতে বুঝা যায় যে উপরের কয়েক লক্ষ বর্ষের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং মরু ব্যাসের নিকট কল্কি অবতারের কথা শুনিয়াছেন সুতরাং ব্যাসের আজ পর্য্যন্ত মাত্র

৫ হাজার বর্ষ হয়। ব্যাস দ্বাপরের সমাপ্তির সময় ছিলেন যদি তখন হইতে কলিযুগের শেষে কল্কি আসিবেন ধরিয়া লওয়া যায়, তবে ঐ ৪৩২০০০ বর্ষ হয়, এখন আবার এক লক্ষ বর্ষের কি প্রয়োজন হইতেছে? ইহার অর্থও এইরূপ হইতেছে যে ইহা সূর্য্যবর্ষ যাহাকে দিন বলে। কলি ত এখন হইতে ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে ও তখন হইতে কলির সন্ধ্যাংশ চলিতেছে, ইহা ২০০০ সম্বতে সমাপ্ত হইয়া যাইবে। কল্কির আসিবার সময় কলিযুগের শেষ, মরু ইহার ১ লক্ষ বর্ষ অর্থাৎ এক লক্ষ দিন অর্থাৎ ২৭৭ বর্ষ ৯ মাস ১০ দিন পূর্ব্ব হইতে কল্কি ভগবানের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি ব্যাসের নিকট শুনিয়াছেন, ব্যাসের ৫০০০ বর্ষ হইয়াছিল এবং উহার পর ভগবানের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অতএব স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে মরু কলির সমাপ্ত হইতেই ২৭৭ বর্ষ ৯ মাস ১০ দিন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবেন, তখন ভগবান কল্কির দেখা পাইবেন। আমাদের নির্ভুল শাস্ত্রীয় বিচারে মরুকে ভগবান কল্কি বিক্রম সম্বৎ ১৯৯৯তে দেখা দিবেন। **কল্কি পুরাণের এই প্রমাণ** এত প্রবল যে ইহা হইতেই 'কলিযুগের কয়েক লক্ষ বর্ষ হওয়া' সম্পূর্ণ ভুল বুঝা যাইতেছে এবং মূর্খ পণ্ডিতদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হইতেছে।

ভক্তগণের অবতার

কল্কিপুরাণ ৩— ১২তে আছে—

যথাবতারঃ কৃষ্ণস্য তথা তৎসেবিন মিহ। ২৫

যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের অবতার হয়, সেইরূপ তাঁহার ভক্তদেরও অবতার হয়।

একথা সত্য যে ভগবান কৃষ্ণের সময় উদ্ধব সে কালের ভক্ত ছিলেন এবং ঐরূপ গোপীগণেরাও ভক্ত ছিল। এমন কি ঐ সময়ে সমস্ত দেবতাগণ স্ত্রীদিগের সহিত অংশাবতার হইয়াছিলেন; সেইরূপে এখনও কল্কি ভগবানের জন্মের অনেক পূর্ব্বেই দেবতারা এবং তাঁহাদের স্ত্রীগণ ভক্তরূপে জন্ম লইয়াছেন। সুরদাস এই জন্মে চক্ষুহীন নহেন, তুলসীদাস, গোপীভক্ত, নাভা, নামদেব, রামানন্দ, কবীর, রৈদাস, সৈনাভক্ত ও আরও কয়েক জন ভক্তের জন্ম হইয়াছে। আমি কয়েকজনের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। পরম ভক্তিমতী মহারাণী মীরাবাইও জন্ম লইয়াছেন, ইহার ভিন্ন ভিন্ন সম্বপে আছেন, সকলের সম্মুখে প্রকট হইবেন না। ভক্ত তুকারাম ও নরসীও আসিয়াছেন। ইহার পৃথকভাবে কোন না কোন রূপে কার্য্য করিতেছেন। আমি এপর্য্যন্ত ইহাদিগেরই সন্ধান পাইয়াছি।

এক প্রধান সন্দেহের মীমাংসা

বাল্মীকি রামায়ণ বালকাণ্ড ৪, শ্লোক ৯৩তে আছে—

দশবর্ষ সহস্রাণি দশবর্ষ শতানি চ

রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্ম লোকে গমিষ্যতি।

অর্থ—

ভগবান রাম ১১০০০ বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়া ব্রহ্মলোকে যাইবেন।

এই বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া অনেক পণ্ডিত ভ্রমক্রমে এই সন্দেহ করিয়াছেন যে যদি ত্রেতাযুগ ২৪০০ বর্ষের হইত তাহা হইলে রাম কিরূপ ১১০০০ বৎসর রাজ্য করিতেন? কিন্তু এই সব পণ্ডিতেরা কোন বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার কষ্ট স্বীকার করেন না। সাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে বর্ষ কয়েক প্রকারের হয়। এক, দিব্যবর্ষ ৩৬০ দিনের হয়—এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্ব্বে করিয়াছি। এক সৌরবর্ষ ৩৬৫ দিনের হয়। সূর্য্যাব্দ বা সূর্য্যবর্ষ ২৪ ঘণ্টায় অর্থাৎ এক সূর্য্যোদয় হইতে আগামী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত হয়—প্রাচীন সময়ে এই বর্ষই বেশী প্রচলিত ছিল। এক চান্দ্রবর্ষ তিথির হিসাবে ৩৪৫ দিনে হয়। এক নাক্ষত্রবর্ষ ৫২ ঘণ্টায় হয়। ভগবান রামের রাজ্য ১১০০০ সূর্য্যবর্ষের ছিল।

বাল্মিকী রামায়ণ উত্তরকাণ্ডে ৬৩ সর্গ ৫ম শ্লোকে দেখুন—

অপ্রাপ্ত যৌবনং বালে পঞ্চবর্ষ সহস্রকম্
অকালে কালমাপন্নং মম দুঃখায় পুত্রকম্।

অর্থাৎ ভগবান রামের রাজ্যে এক ব্রাহ্মণের পুত্র পাঁচ হাজার বৎসর বয়সে মারা গিয়াছিল। ঐ ব্রাহ্মণ নিজের পুত্রের মৃতদেহ ভগবানের নিকট আনিয়া অভিযোগ করিতেছে যে এই পাঁচ হাজার বৎসর বয়সের ছেলে আপনার রাজ্যে যৌবনের পূর্ব্বেই কেমন করিয়া মারা গেল?

এই শ্লোকের উপর প্রসিদ্ধ রামাভিরামী টীকাকার

লিখিয়াছেন—

"পঞ্চবর্ষ সহস্রকম্ বর্ষ শব্দাত্র দিন পরঃ কিঞ্চিৎ ন্যূনং চতুর্দ্দশ বর্ষ মিত্যর্থঃ।

অর্থ—

পাঁচ হাজার বর্ষ, এখানে বর্ষ শব্দের অর্থ দিন, পাঁচ হাজার বর্ষ কিছু কম ১৪ (চৌদ্দ) বর্ষের সমান হইতেছে।

এতদনুসারে রামের রাজত্বে ১১০০০ বর্ষ সূর্যবর্ষ অর্থাৎ ৩০ বর্ষ ৬ মাস ও ২০ দিন পর্য্যন্ত রাম রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই রূপে বহুস্থানে অনুসন্ধান না করিবার জন্য অনেক পণ্ডিতেরা দিনকে ভ্রমক্রমে বর্ষ মনে করিয়া লক্ষের হিসাব করিয়াছেন। কলি যে কয়েক লক্ষ বর্ষের এই ধারণা অনেক পণ্ডিতের মনে এমন দৃঢ় হইয়াছে যে কষ্টকল্পনা করিয়া কলি-যুগকে সর্ব্বদাই ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বর্ষই মনে করেন।

পুস্তকের প্রসঙ্গ বিরুদ্ধ যেখানে অনেক বর্ষ লেখা থাকে সেখানে বুঝা উচিত যে উহা সূর্য্যবর্ষ বা দিন। প্রসঙ্গানুসারে কম বর্ষ লেখা থাকিলে তাহাকে দিব্যবর্ষ বুঝা উচিত যেমন ভগবান রামের বনবাস ১৪ বৎসর ছিল ইহা দিব্যবর্ষ (৩৬৫ দিনের) হইতেছে।

আকাশের গোলযোগ

আকাশের দিকে লক্ষ্য করুন নক্ষত্রমণ্ডলের দীপ্তি কমিয়

গিয়াছে। মঙ্গলের গতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সূর্য্যে গভীর ফাটল পড়িয়াছে, সপ্তর্ষিদের গতিও বদলাইতেছে, উত্তর ও দক্ষিণ ধ্রুবের দীপ্তি কমিয়া গিয়াছে, রাশিগুলিতেও পূর্ব্বের দীপ্তি নাই। ইহার কারণ হইতেছে এই যে তারাগণ কলি-যুগের অনুসারে চলিবে। অনেক রোগের, অকালমৃত্যুর এবং অনাবৃষ্টি প্রভৃতির যোগ তারাগণের সহিত রহিয়াছে। সর্ব্বদাই কলিযুগের শেষে তারাগণ এইরূপই হইয়া থাকে। সত্যযুগের আরম্ভ হইতেই পুনরায় দীপ্তি পাইয়া থাকে। তারামণ্ডলের এই অবস্থা প্রত্যক্ষরূপে কলির শেষের সূচনা করিতেছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কথক এবং ধর্ম্মোপদেশকদিগকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে আমরা বহু পরিশ্রম করিয়া এই চেতাবনী পুস্তককে রাধেশ্যামের অনুযায়ী সঙ্গীতে রচনা করিয়া মুদ্রিত করিয়াছি। ইহার মূল্য মাত্র খরচ অর্থাৎ ৸৹ (বারো আনা) মাত্র। এ বিষয়ে আমরা সঙ্গীতপ্রিয় লোকদিগের মনযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

চেতাবনী কার্য্যালয়,
গুড়্গাঁও (পাঞ্জাব)

ভগবান রামচন্দ্র হইতে বর্ত্তমান উদয়পুরের মহারাজা পর্য্যন্ত

বংশাবলী

কলিযুগের সমাপ্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ

ইহা হইতেও যুগ লক্ষ বর্ষের প্রমাণ হয় না। এ বিষয়ে আমরা জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর ও কাশ্মীরের মহারাজগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

আমি শাস্ত্রসমূহের প্রবল প্রমাণ হইতে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়াছি যে কলিযুগ শেষ হইতেছে। এখন আর এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ লিখিতেছি যে আমি জয়পুর হইতে শ্রীভগবান রামচন্দ্রের বংশাবলী বর্ত্তমান রাজা মানসিংহ পর্য্যন্ত পাইয়াছি। ঐ হিসাবে ভগবান রাম হইতে মহারাজা মান-সিংহ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র ২৩১ পুরুষ হয়। আজকালকার জ্ঞানহীন পণ্ডিতদিগের এবং পঞ্জিকাগুলির অনুসারে কলিযুগের ৫০৪০ বৎসর অতীত হইয়াছে। এবং গত দ্বাপর যুগের ৮৬৪০০০ বর্ষ অতীত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে ত্রেতাযুগের সন্ধ্যাংশে ভগবান রামচন্দ্রের অবতার হইয়াছিল। আজ কালের হিসাবে ত্রেতার সন্ধ্যাংশ ১০৮০০০ বর্ষ হইল। মোট ৫০৪০+৮৬৪০০০+১০৮০০০=৯৭৬০৪০ বর্ষ হইল। এত বর্ষে

কেবল ২৩১ পুরুষ হওয়া যে অত্যন্ত কম, ইহা পাগলেও বুঝিতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্র অনুসারে কলি ১৮০০ বর্ষের হইবে ইহার এ পর্যান্ত ৪৭৯৭ বর্ষ অতীত হইয়াছে, অ র গত দ্বাপরযুগ ৩৬০০ বর্ষের ছিল, উহার পূর্ব্ব ত্রেতার সংক্ষাংশ ২০০ বর্ষের ছিল যাহাতে রাম ছিলেন। ইহা মোট ৪৭৯৭+৩৬০০+২০০০=৮৫৯৭ বর্ষ হইতেছে। এই সময় রামচন্দ্রের পরে অতীত হইয়াছে এবং ইহাতে রাজাদের ২৩১ পুরুষ হওয়া সম্পূর্ণ ঠিক। ইহা প্রবল প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এখন আমি সর্ব্বসাধারণের জানিবার জন্য ভগবান রামচন্দ্র হইতে জয়পুরের বর্ত্তমান মহারাজা সাহেব পর্য্যন্ত বংশাবলী লিখিতেছি। ভগবান রামের দুই পুত্র—লব ও কুশ। লব হইতে মহার জ উদয়পুরের (মেবার) রাজবংশের উদ্ভব হইয়াছে, ও কুশ হইতে জয়পুর, যোধপুর ও কাশ্মীরের রাজবংশের উদ্ভব হইয়াছে। ইহাদের বংশের ধারা প্রায় একই প্রকারের।

ভগবান রাম

লব — ১। কুশ

		৫। নভ	১৩। শীল
		৬। পুণ্ডরীক	১৪। উকথ
		৭। ক্ষেমধন্বা	১৫। বজ্রনাভ
		৮। দেবানীক	১৬। শঙ্খন
২।	অতিথি	৯। অহীনগু	১৭। ব্যুষিতাশ্ব
৩।	নিধি	১০। রুরু	১৮। বিশ্বসহ
৪।	নল	১১। পরিযাত্র	১৯। হিরণ্যনাভ
		১২। দলপলাশ	২০। কৌশল্য

২১। ব্রহ্মনিষ্ঠ
২২। পুত্র
২৩। পুষ্য
২৪। ধ্রুবসন্ধি
২৫। সুদর্শন
২৬। অগ্নিবর্ণ
২৭। শীঘ্র
২৮। মরু
২৯। প্রশশ্বত
৩০। সুসন্ধ
৩১। আমর্ব
৩২। মহশ্বান
৩৩। ব্রহ্মদ্বলু
৩৪। বৃহদ্বত্রি
৩৫। গুরুক্ষয়
৩৬। চবৎস
৩৭। বৎসব্যূহ
৩৮। প্রতিব্যোম
৩৮। দিবাকর
৪০। সহদেব
৪১। বৃহদশ্ব
৪২। অশ্বরথ
৪৩। প্রতিতাশ্ব

৪৪। সুপ্রতীক
৪৫। মরুদেব
৪৬। সুনক্ষত্র
৪৭। কিন্নর
৪৮। অন্তরিক্ষ
৪৯। সুবর্ণ
৫০। অমিত্র
৫১। বৃহদ্রাজ
৫২। ধর্ম্মোবর্হি
৫৩। ক্রেন্তেজয়
৫৪। শাক্য
৫৫। শুদ্ধোধন
৫৬। রাহুল
৫৭। সেনজিত
৫৮। ক্ষুদ্রক
৫৯। কুণ্ডক
৬০। সুরথ
৬১। সুমিত্র

বিশ্বরাজ

এইখান হইতে
যোধপুরের রাজবংশ
আরম্ভ হইয়াছে

৬২। কূর্ম্ম

৬৩। কচ্ছবাহ
৬৪। বুধসেন
৬৫। ধর্ম্মসেন
৬৬। ধ্বজসেন
৬৭। লোকসেন
৬৮। লক্ষ্মীসেন
৬৯। রাজসেন
৭০। কামসেন
৭১। রবিসেন
৭২। কীর্ত্তিসেন
৭৩। মহাসেন
৭৪। ধর্ম্মসেন
৭৫। অমরসেন
৭৬। অজয়সেন
৭৭। অমৃতসেন
৭৮। ইন্দ্রসেন
৭৯। রজমই
৮০। বিজয়মই
৮১। শিবমই
৮২। দেবলমই
৮৩। রিদ্ধিমই
৮৪। রেবমই
৮৫। সিদ্ধিমই

৮৬। অংশকুমই
৮৭। শ্যামমই
৮৮। মহামই
৮৯। ধর্ম্মমই
৯০। রামমই
৯১। রামমই
৯২। সুরতিমই
৯৩। শীলমই
৯৪। শুরমই
৯৫। শঙ্করমই
৯৬। কর্ম্মমই
৯৭। জসমই
৯৮। গোতমই
৯৯। নল
১০০। ঢোলা
১০১। লক্ষ্মণরায়
১০২। রাজভানু
১০৩। বজ্রধাম
১০৪। মধুব্রহ্ম
১০৫। মঙ্গলরায়
১০৬। বিক্রমরায়
১০৭। অনঙ্গপাল
১০৮। শ্রীপাল

১০৯। সামন্তপাল
১১০। ভীমপাল
১১১। গঙ্গাপাল
১১২। মহন্তপাল
১১৩। মহেন্দ্রপাল
১১৪। রাজপাল
১১৫। মদনপাল
১১৬। আনন্দপাল
১১৭। বসন্তপাল
১১৮। বিজয়পাল
১১৯। ছত্রপাল
১২০। ব্রহ্মপাল
১২১। বিষ্ণুপাল
১২২। ধুন্দপাল
১২৩। কৃষ্ণপাল
১২৪। লুচঙ্গপাল
১২৫। ভৌমপাল
১২৬। অজয়পাল
১২৭। অশ্বপাল
১২৮। শ্যামপাল
১২৯। অঙ্গপাল
১৩০। বৃদ্ধপাল
১৩১। বসন্তপাল

১৩২। হস্তপাল
১৩৩। কামপাল
১৩৪। চন্দ্রপাল
১৩৫। গোবিন্দপাল
১৩৬। উদয়পাল
১৩৭। বঙ্গপাল
১৩৮। রঙ্গপাল
১৩৯। পুষ্পপাল
১৪০। হরিধর্ম
১৪১। অমরপাল
১৪২। ছত্রপাল
১৪৩। মহিমপাল
১৪৪। সোনপাল
১৪৫। ধীরপাল
১৪৬। সুগন্ধপাল
১৪৭। পদ্মপাল
১৪৮। রুদ্রপাল
১৪৯। বিষ্ণুপাল
১৫০। বিনয়পাল
১৫১। অক্ষমপাল
১৫২। ভৈরবপাল
১৫৩। সহজপাল
১৫৪। দেবপাল

১৫৫। ত্রিলোচনপাল
১৫৬। বিলোচনপাল
১৫৭। রসিকপাল
১৫৮। শ্রীপাল
১৫৯। সুরতপাল
১৬০। শকুনপাল
১৬১। অতিপাল
১৬২। গজপাল
১৬৩। যোগেন্দ্রপাল
১৬৪। মৌজপাল
১৬৫। রত্নপাল
১৬৬। শ্যামপাল
১৬৭। হরিচন্দ্র
১৬৮। কৃষ্ণপাল
১৬৯। বীরচন্দ্রপাল
১৭০। ত্রিলোচনপাল
১৭১। ধনপাল
১৭২। মুনিপাল
১৭৩। নখপাল
১৭৪। প্রতাপপাল
১৭৫। ধর্ম্মপাল
১৭৬। বিভুপাল
১৭৭। দেশপাল
১৭৮। পরমপাল
১৭৯। ইন্দ্রপাল
১৮০। গিরিপাল
১৮১। মহিপাল
১৮২। কর্ণপাল
১৮৩। স্বর্গপাল
১৮৪। উগ্রপাল
১৮৫। শিবপাল
১৮৬। মানপাল
১৮৭। পরাশচপাল
১৮৮। বরচন্দ্রপাল
১৮৯। গুণপাল
১৯০। কিশোরপাল
১৯১। গম্ভীপাল
১৯২। তেজপাল
১৯৩। সিদ্ধপাল
১৯৪। কাম্বদেব
১৯৫। দেবানিক
১৯৭। ইসেহসি
১৯৭। সোঢ়দেব
১৯৮। দুলহরায়
১৯৯। কাক্কিলদেব
২০০। হনুদেব
২০১। জান্হড়দেব
২০২। পজ্জনজী
২০৩। মলয়সী
২০৪। বীজলদেব
২০৫। রাজদেব
২০৬। কল্যাণপাল
২০৭। কুন্তিলদেব
২০৮। জোণসী
২০৯। উদয়কর্ণ
২১০। নৃসিংহপাল
২১১। বনবীর
২১২। উদ্ধরন
২১৩। চন্দ্রসেন
২১৪। পৃথ্বীপাল
২১৫। ভারমল
২১৬। ভগবন্তপাল

মহারাজা মানসিংহ

২১৮। জগতসিংহ
২১৯। মহাসিংহ
২২০। মির্জা

রাজা জয়সিংহ

২২১। রামসিংহ
২২২। কৃষ্ণসিংহ

১১৩। বিষ্ণুসিংহ	২২৬। প্রতাপসিংহ	২২৮। রামসিং
২২৪। মহারাজা সওয়াই জয়সিংহ	২২৭। জগতসিংহ	২৩০। সওয়াই মাধবসিংহ
২২৫। মাধবসিংহ	২২৮। জয়সিংহ	২৩১। মহারাজা মানসিংহ বর্ত্তমান মহারাজা

জয়পুরের জয় বিনোদি পঞ্চাঙ্গ

যেরূপ ভারতবর্ষের সমস্ত পঞ্চাঙ্গে (পত্রে) যুগের সংখ্যা ভুলক্রমে লক্ষ বর্ষের লেখা হইয়াছে ঐ প্রকার ভুল জয়পুর ষ্টেটের জয়বিনোদ পঞ্চাঙ্গেও লেখা হইয়াছে। বরং জয়পুরের পঞ্চাঙ্গে এইরূপে ভুলের বিস্তার চেষ্টা সবচেয়ে বেশী। ইহাতে লেখা আছে যে রাজা বলির পরে ১৯৬০৮৮৯০৩০ বর্ষ গত হইয়াছে। এই পঞ্চাঙ্গ জয়পুরের মহারাজা সাহেবের আদেশে জয়পুরের জ্যোতির্বিদরা লিখিয়াছেন। যদি জয়পুরের সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর বুদ্ধির এই দশা হইয়া থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে তাঁহারা পণ্ডিতমণ্ডলী নহেন বরঞ্চ পূর্ণভাবে মূর্খমণ্ডলী কারণ তাঁহাদের যুগ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানও নাই।

এক সৃষ্টিতে, ১৪ মন্বন্তর হইয়া থাকে, এক মন্বন্তরে ৭১ যুগ হয়। আজকাল সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তরের চতুর্যুগী চলিতেছে। একচতুর্যুগীর অবতারদিগের নাম এবং উহাদের চরিত্র সেই চতুর্যুগী পর্য্যন্ত থাকে, পরবর্ত্তী চতুর্যুগী পর্য্যন্ত থাকে না। এক

চতুর্যুগী ১২০০০ বর্ষের হয়। রাজা বলি, যাহাকে বামনাবতার দেশ হইতে দূর করিয়াছিলেন, গত ত্রেতাযুগের প্রথম সংখ্যাতে হইয়াছিলেন, তারপর পর আজ পর্যান্ত মাত্র ১০৭৯৫ বর্ষ হইয়াছে। যদি আজকালকার জ্ঞানহীন পণ্ডিতদের কথা মানা যায় তাহা হইলে গত কলিযুগ ৫০৪০ বর্ষ+গত দ্বাপর ৮৬৪০০০ বর্ষ হয়+গত ত্রেতা ১২৯৬০০০ বর্ষ মোট ২১৬৫০৪০ বর্ষ হয় কিন্তু জয়পুরের সরকারী পঞ্চাঙ্গে ১৯৬০৮৮৯০৪০ বর্ষ লেখা আছে, ইহা কতদূর মূর্খতা, ইহার সীমা নাই। এই প্রকার এই পঞ্চাঙ্গে শ্রীভগবান রামের সময় এখন হইতে ১২৫৬৯০৪০ বর্ষ লেখা আছে। ইহা দ্বিতীয় মূর্খতা।

ভগবান রামের সময় ঠিক জানিতে হইলে মহাভারতের আদি পর্ব্ব ২য় অধ্যায় ৩য় শ্লোকে দেখুন—

ত্রেতা দ্বাপর যোঃ সন্ধো রাম শাস্ত্রভৃতারং বঃ
অসকৃত্যাথিবক্ষত্র জঘানামর্ষচোদিতঃ।

অর্থ—

ত্রেতা এবং দ্বাপরের সন্ধিতে শাস্ত্রধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাম ক্রোধ করিয়া কয়েকবার ক্ষত্রিয়দের নাশ করিয়াছিলেন।

ইহা মহাভারতের পরশুরামের বর্ণনা। আর ইহাও রামায়ণ হইতে স্পষ্টরূপে জানা যায় যে পরশুরাম ও ভগবান রাম একই সময়ে ছিলেন। এই জন্য ভগবান রাম তখন ছিলেন যখন ত্রেতার সন্ধ্যাংশ ছিল এবং দ্বাপরের সন্ধি আসন্ন।

তাহার পর খুব বেশী হইলেও ৮৭৮৬ বর্ষ হইয়াছে—ইহা আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। জয়পুরের রাজপণ্ডিত মধুসূদন ওঝা. তিনি অনেক বৎসর এই পঞ্চাঙ্গ দেখিতেছেন কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এই ভুল দূর করিতে পারেন নাই।

অন্য পঞ্চাঙ্গের দশা

অনেক পঞ্চাঙ্গে যুগ প্রভৃতির ভুল হিসাব দিয়া ইহাও লেখা হয় যে সত্যযুগে মানুষের পরমায়ু এক লক্ষ বর্ষ, ও বাল্যাবস্থা দশ হাজার বর্ষের হয়। ত্রেতার আয়ু দশ হাজার বর্ষ, দ্বাপরে হাজার বর্ষ, কলিযুগে ১০০ বর্ষ ; কলিযুগের আয়ু ত ঠিক আছে অন্য যুগে এত আয়ু ভুল। আমি ইহার পূর্ব্বে মনুস্মৃতি প্রথম অধ্যায়ের ৬৩ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছি যে সত্যযুগের মানুষের আয়ু ৪০০ বর্ষের হয়, পরে অন্যান্য যুগে ১০০ বৎসর করিয়া কমিয়া যায়। বলিতে পারি না এই সব পণ্ডিতদের মাথায় প্রত্যেক বিষয়ে লক্ষের হিসাব কোথা হইতে ঢুকিয়াছে। এই সব পণ্ডিতেরা আপনাদের যজমানদের ঘরে ক্রিয়াকর্ম্মও এইরূপ উল্টাপল্টাই করিতেছেন।

মার্কণ্ড পঞ্চাঙ্গ

পাঞ্জাবে কুরালী হইতে এইরূপ এক "মার্ত্তণ্ড পঞ্চাঙ্গ" বাহির হয়। উহাতে সৃষ্টি সংবৎ এবং যুগসমূহের সম্পূর্ণ ভুল হিসাব ও প্রতিযুগে মানুষের আয়ুও সম্পূর্ণ ভুল দেওয়া

হইয়াছে। এই পঞ্চাঙ্গের পৃষ্ঠপোষক বাঘাটের রাজা সাহেব কিন্তু রাজাসাহেব কি করিতে পারেন? বাঘাটের রাজগুরু পণ্ডিত মথুরা প্রসাদেরই যুগ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই। এইরূপ পঞ্চাঙ্গ এবং পণ্ডিতেরাই হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে বিষম ভুল ধারণা জন্মাইয়া রাখিয়াছেন।

পঞ্চাঙ্গ মার্ত্তণ্ডের কর্ত্তা পণ্ডিত মুকুন্দবল্লভের সহিত যুগের হিসাব সম্বন্ধে কুরালীতে আমার তর্ক হইয়াছিল। তখন তিনি আমার উপযুক্ত উত্তর দিতে অক্ষম হয়েন তখন সাধারণ লোকেরা হাসিতে আরম্ভ করে। তখন তিনি সকলকে মূর্খ বলিয়া দেন। ইহাতে লোকেরা ক্রুদ্ধ হয় এবং তাঁহাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য করে। তখন তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া নিজের প্রাণরক্ষা করেন। ইহার পরে তিনি চেতাবনীর বিপক্ষে এক পুস্তক ছাপাইয়া অর্থ উপার্জ্জন এবং নিজের বিদ্যা জাহির করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এখন সমুদয় ঘটনা চেতাবনী অনুসারে ঘটিতেছে দেখিয়া নিজেই লজ্জিত হইয়াছেন।

আর্য্যসমাজ ও যুগসমূহের হিসাব

আর্য্যসমাজের প্রবর্ত্তক স্বামী দয়ানন্দ এবং মহাত্মা গান্ধী নিজের পুস্তকে সমস্ত ধর্ম্মের রূপ সম্পূর্ণ ভুলভাবে সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন। ঋগ্বেদাদির ভাষ্য ভূমিকায় চার যুগের হিসাবের জন্য মনুস্মৃতি অধ্যায় ১ শ্লোক ৬৮ হইতে ৭৩ পর্য্যন্ত দিয়াছেন কিন্তু উহার টীকা না পড়িয়া আপনার মন

হইতে যাহা খুসি লিখিয়াছেন। আর্য্যসমাজী পণ্ডিতদের সহিত আমার বহুবার শাস্ত্রীয় তর্ক হইয়াছে এবং তাহারা সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়াছে। যুগ সম্বন্ধেও কয়েকবার তর্ক হইয়াছে তাহাতেও তাহারা সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়াছে। দয়ানন্দ জ্যোতিষ পড়েন নাই এবিষয়েও যাহা খুসী লিখিয়াছেন।

গুরু গোবিন্দ সিংহ

ইনি পাঞ্জাবের একজন প্রসিদ্ধ মহাত্মা। ইনি দশম গ্রন্থসাহেবে এবং অন্যস্থানেও কলিযুগের সমাপ্তি বিক্রম সম্বৎ ২০০০এ হইবে লিখিয়াছেন। ইনি ২০০০ বিক্রম সম্বৎকে "বীসা" সংবৎ বলিতেন। ইনি কল্কি অবতারও মানিয়াছেন ও এসম্বন্ধে দশম গ্রন্থসাহেবে লিখিয়াছেন—

পাপসমূহ বিনাশনকো কল্কি অবতার কহায়েঙ্গে
তরকশ তুরঙ্গ শুপচ্ছ বহুকরকাত করপান থাপয়েঙ্গে
নিকসে জুং কেহর-পর্ব্বতসে তিশ দেওয়াল
পায়েঙ্গে,
বড়ে ভাগ ভয়ে উস শম্ভলকে হরিজী হরিমন্দির
আওয়েঙ্গে।

অন্য এক স্থানে ইনি লিখিয়াছেন।

উট্‌ঠে সব দেশনকো চলী
পটসিটে সব রাজন মুলী।

এই প্রকারে আরও লিখিয়াছেন এবং উহা সব ঠিক। সাংসারিক দশার বর্ণনা করিবার সময় ইনি সব শস্যের সম্বন্ধে বড়ই উচুদরের কথা লিখিয়াছেন। ইনি এই সময়ের সাখীতে লিখিয়াছেন —

সের রুপয়েকা অন্ন বিকায়ে
ওহভী লভ্যা হথ ন আওয়ে

গঙ্গার আয়ু সমাপ্ত হইয়াছে

ইহা একটি প্রসিদ্ধ কথা যে কলির শেষে গঙ্গার আয়ু শেষ হইয়া যাইবে। উহার প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। নিম্নলিখিত শ্লোক এই বিষয়ে প্রসিদ্ধ

পৃথ্বী গঙ্গয়া হীনা ভবিষ্যত্যন্তিমে কলৌ
তদেব বিষ্ণুস্ত্যজতি মেদিনীং নরপুঙ্গব ॥

অর্থ—

কলির শেষে পৃথিবী গঙ্গাশূন্য হইয়া যাইবে এবং ভগবান বিষ্ণুও ভূমিকে ছাড়িয়া দিবেন।

১৯৫৫ বিক্রমী সংবৎ পর্য্যন্ত পঞ্চাঙ্গে (পত্রে) গঙ্গার আয়ু লেখা হইত—যেরূপ ১৯৫০ এর পঞ্চাঙ্গ (পত্রে) গঙ্গার আয়ু

৩ বৎসরের লেখা রহিয়াছে, ১৯৫১র পঞ্চাঙ্গে ৫ বৎসরে লেখা ছিল, ১৯৫২র পঞ্চাঙ্গে ৪ বৎসর, ১৯৫৩এ পত্রে ৩ বৎসর, ১৯৫৪এ ২ বৎসর এবং ১৯৫৫র পত্রে ১ বৎসর লেখা ছিল। এই হিসাবে গঙ্গার আয়ু ১৯৫৬তে শেষ হইয়া গিয়াছে, সেই সময় হইতে গঙ্গার সে মাহাত্ম্য নাই। জ্ঞানহীন ও স্বার্থপর পণ্ডিতেরা সাধারণকে একথা জানিতে দেন নাই। লোকেরা এখন বৃথাই গঙ্গায় তীর্থ করিতে যাইতেছে। ১৯৫৫ সংবতে ভারতবর্ষে ভীষণ সোরগোল পরিয়াছিল। বহুসংখ্যক হিন্দু এই বৎসর এই কথা ভাবিয়া গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন যে এই বৎসর গঙ্গার আয়ু শেষ হইয়া যাইবে। সাধারণের মধ্যে এই বৎসর কতকগুলি পণ্ডিতেরা ছোট ছোট পুস্তক লিখিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন, উহাতে মনগড়া শ্লোক লিখিয়া লোকদিগকে এইরূপ ঠকাইয়াছিলেন যে গঙ্গার আয়ু শেষ হয় নাই। এই সব পণ্ডিতদের ভয় হইয়াছিল যে যদি লোকেদের মনে এইরূপ ধারণা হয় যে গঙ্গার আয়ু শেষ হইয়াছে তাহা হইলে গঙ্গাস্নানের জন্য যে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হয় তাহা চলিয়া যাইবে। কারণ কোন লোকই গঙ্গাতীরে যাইবে না। সেই সময় হইতে পঞ্চাঙ্গে আয়ু লেখা বন্ধ করা হইয়াছে। এই প্রকারে পণ্ডিতেরা সাধারণকে প্রবঞ্চনা করিয়াছেন।

যমুনার মাহাত্ম্য

১৯৯২ বিক্রম সংবৎ যমুনার শেষ আয়ু ৪৬৩৮ বর্ষ এখন

যমুনার পুণ্য এবং মাহাত্ম্য থাকিবে ও হরিদ্বারের পরিবর্তে ব্রজধামকে (মথুরা, বৃন্দাবনকে) সত্যযুগের তীর্থ মানা হইবে ।

চাণক্যনীতির এই শ্লোক প্রসিদ্ধ হইয়াছে—

কলৌদশ সহস্রানি বিষ্ণুস্ত্যজতি মেদিনীম্
তদর্দ্ধং জাহ্নবী তোয়ম্ তদর্দ্ধং গ্রামদেবতা ॥

দশহাজার বৎসর গত হইলে বিষ্ণু ভগবানের বাস পৃথিবীতে থাকে না উহার অর্দ্ধ অর্থাৎ পাঁচ হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত গ্রামের দেবতারা থাকেন

এই শ্লোক চাণক্যনীতির, ইহার অর্থ হইতেছে এই যে চার যুগে ১২০০০ বর্ষ হয়। উহার মধ্যে ১০০০০ বর্ষ গত হইলে কলিযুগে মহাপাপের জন্য ভগবান আপনার বাস উঠাইয়া লয়েন। এই প্রকারে ভগবান বিষ্ণুর বাস এখন হইতে ২৪০০ বর্ষ পূর্ব্বে উঠিয়া গিয়াছে। এই ২৪০০ বৎসর পূর্ব্বে সেই সময় ছিল যখন বৌদ্ধরা সারা ভারতবর্ষকে নাস্তিক করিয়া দিয়াছিল। ঐ সময় বামমার্গ মত এবং আরও কতগুলি নাস্তিক মত উৎপন্ন হইয়াছিল। স্বামী শঙ্করাচার্য্য উহাদের নাশ করিয়াছিলেন—তখন হইতে বিষ্ণুর নিবাস উঠিয়া গিয়াছে।

যেখানে ১০০০০ বর্ষ কলিযুগে গত হইয়াছে লেখা আছে ;

যদি ইহা কলিযুগেরই বর্ষ হইত তবে লেখা হইত যে "কলি-যুগের ১০০০০ বর্ষ গত হইলে", আর ১০০০০এর অর্দ্ধেক ৫০০০ হয়, এত দিন গঙ্গার আয়ু বলা হইয়াছে।

লোকেরা কলিযুগ, যুধিষ্ঠিরের রাজ্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে মনে করে, এই হিসাবে পঞ্জিকায় আজকাল কলিযুগী সংবৎ ৪০৫০ বর্ষের ধারা হয়। এই হিসাব অনুসারেও গঙ্গার আয়ু গত ১৯৫৬ সংবতে শেষ হইয়া গিয়াছে। তারপর ৪১ বর্ষ গত হইয়াছে, তখন হইতে যমুনার মাহাত্ম্য চলিতেছে।

গঙ্গার ধারার প্রবাহও রুদ্ধ হইয়াছে, কয়েকস্থানে গঙ্গায় বাঁধ দেওয়া হইয়াছে—জিলা বুলন্দসহরে নরোরাতে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। ঐ স্থান হইতে হজারা নামক খাল বাহির হইয়াছে, নীচ হইতে বড় খাল বাহির হইয়াছে। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে ঐ বাঁধের বিরুদ্ধে হিন্দুরা খুব আন্দোলন করিয়াছিলেন। কিন্তু কলিযুগে এইরূপ হইবার ছিল এই জন্য কোন ফল হইল না। ২৬ বৎসর পূর্ব্বে বদ্রিনারায়ণ হইতে ৫০ মাইল নীচে কর্ণপ্রয়াগ হইতে পর্ব্বত পড়াতে গঙ্গার ধারা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেখানে ভাল প্রমাণ জল জমিয়াছিল—উহাকে লোকেরা গুহতাল বলিত। সেখানের লোকেরা এই ধারা বন্ধ হওয়াকে গঙ্গার আয়ু শেষ বলিত। যেমন গত যুগ সকলের তীর্থ এখন পর্য্যন্ত আছে কিন্তু উহাদের মাহাত্ম্য নাই, সেইরূপ গঙ্গা বহিতে থাকিবেন কিন্তু তাঁহার মাহাত্ম্য থাকিবে না।

পুষ্কর গত 'সত্যযুগে তীর্থ ছিল,' ত্রেতায় নৈমিষারণ্য ছিল। দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র ছিল আর কলিযুগে গঙ্গা তীর্থ ছিল—উহার পুণ্যের আয়ু সংবৎ ১৯৫৬তে শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন সত্যযুগের তীর্থ যমুনা, যাহার তীরে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে খেলা করিতেন। এখন যে সব পর্ব্ব কুম্ভ প্রভৃতি আসিবে উহা সব মথুরা বৃন্দাবনে হওয়া উচিত।

একটি মনগড়া শ্লোক

একজন পণ্ডিত আমাকে একটি শ্লোক শুনাইয়া উহার দ্বারা কলির আয়ু বেশী ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন—

যুধিষ্ঠীরো বিক্রম শালিবাহনৌ ততো নৃপঃ
স্য দ্বঙ্গয়াভিনন্দনঃ
ততস্তু নাগার্জ্জুন ভূপতিঃ কলৌ কল্কিষড়েতে
শক কারকা স্মৃতঃ।

অর্থ—

যুধিষ্ঠির, বিক্রম, শালিবাহন, বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জ্জুন, কল্কি এই ৬ জন শক প্রবর্ত্তক কলিযুগে জন্মিবেন।

এই শ্লোক কাহারও কপোলকল্পিত বা মনগড়া, কারণ কেবল শালিকবাহনই শক জাতির ছিলেন। তাঁহারই সংবৎকে শাকা বলে। যুধিষ্ঠির প্রভৃতির সংবৎকে শাকা বলে না,

সংবৎ বলে। এই জন্য এই শ্লোক ভুল। ঐ পণ্ডিত আমাকে এই শ্লোক শুনাইয়া পরে নিম্নলিখিত হিসাব দিয়াছেন—

"যুধিষ্ঠিরের সংবৎ ৩০৪৪ বর্ষের, বিক্রমের ১৩৫, শালিবাহনের ১৮০০, বিজয়াভিনন্দনের ১০০০০, নাগার্জ্জুনের ৭০০০০ আর কল্কির বর্ষের ৮২১০।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে উপরের শ্লোকে বর্ষের এই সব সংখ্যা কোথায় দেওয়া আছে? তখন তিনি অপ্রস্তুত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। দ্বিতীয় কথা হইতেছে এই যে বিক্রমের সংবৎ মাত্র ১৩৫ বৎসর লেখা আছে কিন্তু ইহা ত আজকাল ১৯৯৭। এইরূপ কয়েকজন পণ্ডিত যুগের বিষয়ে নূতন নূতন শ্লোক বানাইয়া কলিযুগ ৪ লক্ষ বর্ষের প্রমাণ করিবার জন্য বড়ই গোলযোগ করিয়া রাখিয়াছেন।

অন্য প্রমাণ

আমার এই পুস্তকের হিসাবে বিক্রম সংবৎ ২০০০এ সেই স্বর্ণযুগ পৃথিবীতে আসিতেছে যাহাকে স্বর্ণরাজ্য (Kingdom of Heaven) বলে ও যাহার প্রতীক্ষা বড় বড় সম্রাটেরাও করিতেছেন। ইহা আত্মযোগ ও পরম শান্তির যুগ হইবে। মুসলমানদের ধর্ম্মপুস্তক অনুসারে এই যুগে কয়ামত আসিবে। আমার বিবেচনায় কয়ামতের অর্থ হইতেছে

এই যে এই যুগে কোন পাপ থাকিবে না। মদীনেবালীর প্রসিদ্ধ পুস্তকে মকৃসুম বুখারিতে লেখা আছে যে—

"হিজ্‌রী চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে দুই তৃতীয়াংশে কয়ামত আসিবে ও হজরত মংহদী প্রকট হইবেন।" ১০০ বর্ষের এক তৃতীয়াংশ ৩৩ বর্ষ ৪ মাস হয়, দুই তৃতীয়াংশ ৬৬ বর্ষ ৮ মাসের হয়। সংবত ২০০০এ শ্রাবণ অমাবস্যায় হিজিরী সন্ ১৬২, মাস রজব, তারিখ ২৮, অর্থাৎ চতুর্দ্দশ শতাব্দির দুই তৃতীয়ংশই হইবে। এই হিসাব আমার হিসাবের সহিত মিলিতেছে। এই পুস্তকে এক জায়গায় লেখা আছে যে কয়ামত নিকটে আসিয়াছে, নরকের আগুণ ছাইয়া গিয়াছে, সারা পৃথিবীর উপরে অন্ধকার বিস্তৃত হইয়াছে। হে ভারতবাসী, তোমাদের চোখ খুলিয়াছে বা খোলে নাই, নিদ্রায় ভরা আছে বা নাই বিবেচনা করিয়া উঠ। পৃথিবী নাশ হইতে চলিয়াছে, যাহা কিছু করিবার এখনই করিয়া লও।" এই যে ভারতবাসীকে সম্বোধন করা হইয়াছে ইহা বিচার্য্য বিষয়। সহী বুখারী নামক পুস্তকে লেখা আছে 'যখন ভূমিকম্প হইবে, স্ত্রীলোকেরা শিথিল চরিত্র হইবে ইত্যাদি তখন কয়ামত আসিবে'; ইহাও ঠিক।

কল্কি ভগবানের শরীর খুব বড় হইবে, বুক খুব প্রশস্ত হইবে। জরদস্ত পেগম্বরের খলিফা জামাস্প আপনার পুস্তকে জামাস্পানাতে এই বিষয়ে বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন যে "এক বৃহৎ শরীর বিশিষ্ট মহাত্মা আসিবেন, তিনি সমস্ত

পৃথিবীতে ন্যায় এবং ধর্ম্মের বিস্তার করিবেন, লোকেরা পাপ ত্যাগ করিবে; ঐ সময় সূর্য্য, চন্দ্রমা ও বৃহস্পতি কর্কট রাশিতে আসিবে। তিনি পারস্যদেশে আসিবেন। ভাগবতে কলি সমাপ্তির যে সুযোগ দেওয়া হইয়াছে ইহা তাহারই পোষণ করিতেছে। এইরূপ শেখ সনৌসী "নাপ্রগুহ" পত্রে কয়ামতের বর্ণনা দিয়া লিখিয়াছেন "যেদিন পৃথিবীর লোকেরা কাঁদিতে থাকিবে, সেদিন তোমরা পাহাড় হইতে লোক নামিবার শব্দ শুনিবে। উহারা তোমাদিগকে উৎসাহ দিবেন, তোমাদের সহিত প্রেম করিবেন; উহাদের দলপতির বুক প্রশস্ত দেখিবে; তোমরা উহাদের সহিত প্রেমপূর্ণ ভাবে মিলিবে কারণ ভগবানের ইহাই ইচ্ছা।"

ইহা সব কল্কি ভগবানেরই কথা, তাঁহারই শরীর বড় এবং বুক প্রশস্ত হইবে, তাঁহার সাথেই মহর্ষিদের দল আসিবে, তাঁহারই ভগবানের সহিত থাকিয়া পৃথিবীতে শান্তি ও আনন্দ বিস্তার করিবেন। এই কথা অনেক পুস্তকেই আছে। মুসলমানদের মুজদদ আকবর রহেবয়ন সাহেব কয়েক মাস পূর্ব্বে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, "হজরত মহম্মদের ভবিষ্যৎবাণী হইয়েছে এই যে যখন পীতবর্ণ চ্যাপ্টা নাকবিশিষ্ট জাতি দেওয়াল সিকিন্দ্রী হইতে পার হইবে তাহার পর কয়ামত আসিবে, এবং জগত ওলটপালট হইয়া যাইবে। এখন জাপান দেওয়াল সিকিন্দ্রী পার হইয়াছে এবং ঐ ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তনের সময় নিকট আসিয়াছে"—ইহা হইতে বাঁচিবার জন্য সকলের প্রেমের সহিত ও পূর্ণ শান্তিতে থাকা উচিত।

প্রসিদ্ধ যোগী মহাত্মা অরবিন্দ ঘোষ পণ্ডিচারীতে থাকেন তিনি নিজের ইংরাজী পুস্তক "Yoga and its Object" (যোগ ও উহার সাধন) এ লিখিয়াছেন—"কলি শেষ হইয়া গিয়াছে, প্রাচীন জ্ঞান ও সভ্যতা নাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। এখন সেই সময় আসিয়াছে যখন উপরে উঠিবার কথা আরম্ভ করা উচিত। এই সময় আসন্ন সত্যযুগের জন্য প্রস্তুত হইবার সময় ইত্যাদি।" এই অরবিন্দ ঘোষ একজন মহাপুরুষ।

এই প্রকারে কিছু দিন পূর্ব্বে পাত্রী ওয়াণ্টারবেনের এক প্রবন্ধ লণ্ডনের পত্রিকা সাণ্ডে এক্সপ্রেসে ছাপা হইয়াছিল যাহাতে লেখা ছিল যে "আমি মিশর দেশের প্রাচীন প্রসিদ্ধ মিনারের উপর লেখা পড়িয়াছি যে শীঘ্রই সত্যযুগ ১০০০ বর্ষের জন্য আসিবে।" পাত্রী সাহেব ইহাও লিখিয়াছেন যে "এক ঘোর যুদ্ধ আসন্ন হইয়াছে যাহাতে সমস্ত পৃথিবী যোগ দিবে। এই যুদ্ধ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে হইবে।" আমি ইহার কয়েক বর্ষ পূর্ব্বেই লিখিয়াছিলাম যে ১৯৩৬এ খুব জোরের সহিত যুদ্ধের আয়োজন হইবে, যদিও উহার আরম্ভ পূর্ব্বেই হইবে। এই যুদ্ধ—ইটালি ও আবিসিনিয়ার মধ্যে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসেই আরম্ভ হইয়াছিল। আমি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলাম যে ভূমিকম্পে ও বন্যাতে বহুলোকের মৃত্যু হইবে—উহাও হইয়াছে এবং হইতেছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এক পুস্তিকায় লিখিয়াছিলাম যে নিকট ভবিষ্যতে ভয়ানক সময় আসিয়াছে, যখন পৃথিবীতে বড় বড় কষ্ট আসিবে—উহাও হইতেছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে লণ্ডনের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী এচ, নীলর লিখিয়াছিলেন—আগামী দুই বৎসরে পৃথিবীতে এত বড় পরিবর্ত্তন হইবে যে বলা যায় না পৃথিবীর লোকেরা উহা কিরূপে সহ্য করিবে" এই কথাও আমার মতের সহিত মিলিয়াছে। মিষ্টার ওয়েল্‌স্ কিছুদিন পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন যে ধরণী রক্তের নদীতে স্নান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

• লণ্ডনের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী শেরো লিখিয়াছেন—"যুদ্ধের জোর ১৯৩৮ সালে হইবে, বহুলোক বেকার হওয়ার জন্য অনাহারে মরিবে। আমার হিসাবে এই বিশ্বব্যাপি যুদ্ধ ১৯৪২ সালে প্রায় শেষ হইয়া যাইবে এবং ১৯৩৮শে আরম্ভ হইবে। ১৯৩৯শে যুদ্ধের' বড়ই সোরগোল হইবে — ইহা আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। ইহার পর জগতে খাদ্যের অত্যন্ত অভাব হইবে এবং কয়েক প্রকারের রোগ দেখা দিবে। ১৯৩৯ সালে বা সম্বৎ ১৯৯৬ হইতে ১৯৯৮ পর্য্যন্ত জগতের দশা অত্যন্ত খারাপ হইবে। ১৯৯৮এর বৈশাখ মাসে কল্কি-ভগবান প্রকট হইবেন। পরবর্ত্তি বর্ষে অর্থাৎ ২০০০ বিক্রম সংবতে কলি সমাপ্ত হইয়া সত্যযুগে আসিবে। কল্কিপুরাণ ৩। ৭। ১০। এ লেখা আছে "কল্কি ভগবান প্রকট হইবার পরবর্ত্তী বর্ষেই কলি সমাপ্ত হইবে।"

ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ লেখক রোমাঁ রোলা লিখিয়াছেন —আজকাল এমন সময় আসিয়াছে যখন আমাদের সভ্যতা

নাশ হইতে বসিয়াছে 'ইহার পর অন্য সভ্যতা আরম্ভ হইবে।" ইহা ঠিক যে কলির সভ্যতা নাশ হইবে এবং ২০০০ বিক্রম সংবতে অন্য সভ্যতা বা সত্যযুগের আরম্ভ হইবে।

উহার কিছু পূর্ব্বে ভারতবর্ষের বাহিরে এক দেশ এবং এক বড় সহর সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে। যখনই যুগ পরিবর্ত্তন হইয়াছে তখনই এইরূপ হইয়াছে। গত সত্যযুগ শেষ হইবার সময় এইরূপ খুব বড় দেশ ডুবিয়া গিয়াছিল। উহার ঠিক নাম জানিতে পারা যায় নাই। ইউরোপের বিদ্বানেরা উহার নাম এটলেণ্টস দিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন যে উহা হিন্দুদের প্রচীন সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। ইউরোপের লোকেরা এই সহর ১২০০০ বর্ষ পূর্ব্বে ডুবিয়াছিল লিখিয়াছিলেন, ইহা ঠিক, কারণ গত সত্যযুগ ১২০০০ বর্ষ পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছিল ইহার পর ত্রেতাযুগের আরম্ভের সময় লঙ্কা ডুবিয়া গিয়াছিল। আর গত দ্বাপর আরম্ভের সময় দ্বারকা ডুবিয়া গিয়াছিল।

পণ্ডিতদের মধ্যে সোরগোল

এই সব কথা স্পষ্টরূপে উদ্ধৃত করাতে পণ্ডিতদের মধ্যে সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে। কতক পণ্ডিত ইহা মানিয়া লইয়া বলিয়াছেন "ইহা ঠিক, কিন্তু সাধারণ লোকেরা বলিবে যে এত বড় কথা অন্য পণ্ডিতেরা কেন বলেন নাই? আর এইরূপে সমস্ত পঞ্চাঙ্গ ভুল হইয়া যাইবে। আর যদিও শ্রাদ্ধ পিতরদিগেরই হয় কিন্তু প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিরই শ্রাদ্ধ করিবার

প্রথা হইয়াছে, ইহা যদি বন্ধ করা যায় তবে সাধারণ লোকেরা আমাদিগকে পরিহাস করিবে যে এতদিন একথা কেন' বলেন নাই ?" কিন্তু আমি হিন্দুধর্ম্মের এবং হিন্দুজাতির নাশ হইতেছে দেখিয়া কাহারও মানহানি বা ধনহানির প্রতি লক্ষ্য রাখি নাই। ভগবানের আদেশ সকল লোক মানিবে না সুতরাং কেহ যদি আমার কথা না মানে তবে আমি দুঃখিত নহি।

ইঞ্জিলের প্রমাণ

মরকুসের ইঞ্জীলে এ বিষয়ে যাহা লেখা আছে তাহার সার হইতেছে. এই যে যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন "অনেক লোক আমার নাম লইয়া পৃথিবীতে আসিবে (এইরূপ পূর্ব্বেই হইয়াছে) উহারা অনেক লোককে ভুল বুঝাইবে। যদি তোমরা যুদ্ধ বিগ্রহের কথা শুন তবে ভীত হইও না, উহা অবশ্য হইবে। উহা শীঘ্রই সমাপ্ত হইবে না। জাতির পরে জাতি, বাদসাহের পর বাদসাহ আক্রমণ করিবে, ভূমিকম্প হইবে এই সব বিপদের সূত্রপাত মাত্র। ভাই ভাইকে ও পুত্র পিতাকে মারিবে। আমার নাম লইবার জন্য লোকেরা তোমার শত্রু হইবে। ঐ সময় বড়ই কষ্টের হইবে, তখন সূর্য্যের উপর অন্ধকার ছাইয়া' যাইবে, চন্দ্র দীপ্তি পাইবে না, আকাশে তারকা পতন হইবে। আকাশ ও জগত টলিবে কিন্তু আমার কথা টলিবে না।"

যীশু খৃষ্টের এই সব ভবিষ্যৎবাণী ঠিক হইয়াছে—সূর্য্যের উপর অন্ধকার হইয়াছে, চন্দ্র দীপ্তি পাইতেছে না। সংবৎ ২০০০এ শ্রাবণ অমাবস্যাতে যখন কলি শেষ হইয়া সত্যযুগ আসিবে তখন সূর্য্যগ্রহণে সর্ব্বগ্রাস হইবে, সমস্ত অন্ধকার হইয়া যাইবে। এই গ্রহণ কলিশেষে হইবে ও সূর্য্যের উদয় সত্যযুগের আরম্ভে হইবে। শ্রাবণ পূর্ণিমায় এত বড় চন্দ্রগ্রহণ হইবে যে চাঁদ প্রকাশই হইবে না। কয়েক স্থানে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে আর যুদ্ধও আরম্ভ হইয়াছে। এই যুদ্ধে পৃথিবীতে প্রচণ্ড জ্বালা হইবে ইহা আমি কয়েক বর্ষ হইতে লিখিতেছি।

মালাবুদ কবলুল কয়ামত

ইহা এক আরবী পুস্তকের নাম। ইহা শেখুল আকবর মুহিউদ্দিন ইব্বে আরবীর লিখিত। ইহাতে কয়ামত আসিবার পূর্ব্বের সব লক্ষণ লেখা আছে—"কয়ামত আসিবার পূর্ব্বে এই সব কথা হইবে, শান্তি ও নিদ্রা থাকিবে না, পূর্ব্বের লোকেরা পশ্চিমের প্রশংসা করিবে, স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সমান হইতে চেষ্টা করিবে, লোহা সোণা হইতেও মূল্যবান হইবে, রূপার মত এক ধাতু বাহির হইবে, বাজারে বসিয়া খাওয়া ভাল মনে করা হইবে, স্ত্রীলোকেরা নির্লজ্জ ভাবে বেড়াইবে, সূর্য্য উঠিবার পরও লোকেরা শয্যাত্যাগ করিতে চাহিবে না, লোকেরা পাখীদের মত আকাশে উড়িয়া বেড়াইবে, লোকেরা নিজেদের

মত শীঘ্রই অন্য দেশে পাঁঠাইবে, খাইবার জন্য লোহার হাত হইবে, পালঙ্কও লোহার হইবে, বাহন প্রাণশূন্য হইবে, উহা হাজার হাজার মাইল চলিবে (যথা রেলগাড়ী), মাতা পিতার মান থাকিবে না, ধর্ম্ম থাকিবে না, রাত্রে সূর্য্যের মত আলো জ্বলিবে, লোকেরা ঐ আলো পছন্দ করিবে"—এই সকলই হইতেছে। আমি এক বিশেষ রহস্যের কথা প্রকাশ করিতেছি সমস্ত মুসলমান দিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে "কয়ামতের দিন সূর্য্য সবানেজের উপর অর্থাৎ নীচে উঠিবে," এই পুস্তক হইতে ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে প্রকৃত প্রস্তাবে উহা বৈদ্যুতিক আলো (Electric Light) যেরূপ উপরে লেখা আছে যে সূর্য্য নীচে উঠিবে ও লোকে উহা পছন্দ করিবে—এখানে রাত শব্দের দ্বারাও ইহাই বুঝাইবে যে সহরের স্তম্ভের উপর প্রবল আলোক সূর্য্যেরই আলোকের সমান।'

আরবীতে লিখিত পুস্তক "অল্কশ্‌ফ রহ্কস্র ফী মার্ফত" যাহা মক্কার হমোদিয়া পুস্তকালয়ে আছে তাহাতে লেখা আছে যে "যখন ঝগড়া ও ব্যাভিচার খুব বেশী হইবে তখন এক পুরুষ আসিবেন। তিনি আত্মশক্তিপূর্ণ হইবেন ও আগ্নেয়াস্ত্রকে বিফল করিয়া দিবেন। তাঁহার নিকট কেবল তরবারী থাকিবে, তিনি সর্ব্বস্থানে বিজয়ী হইবেন। কোন স্থানেই তাঁহার সৈন্য লইয়া যাইবার আবশ্যক হইবে না। তিনি আত্মশক্তিতে সর্ব্বত্র সেনা পাঠাইবেন, সৃষ্টি তাঁহার আদেশ পালন করিবে, তিনি ধরণীকে স্বর্গে পরিণত করিবেন, তাঁহার

দয়াতে বৃদ্ধও যুবক হইয়া যাইবে।" ইহা সব কল্কি ভগবানের বর্ণনা আর তাঁহার আসিবার সময়ও ঠিক দেওয়া হইয়াছে। **কিতাব হমামে অখিরুজ্জম**। দেখুন খৃষ্টানদের পয়গম্বর (Prophet) দনিয়ালের ভবিষ্যৎবাণী সকলেই জানেন। তাঁহার কথা সব আমার কথার সহিত মিলিয়াছে।

সুরদাসের ভজন

প্রসিদ্ধ ভক্ত সুরদাসের নিম্নলিখিত ভজন সর্ব্বজনবিদিত। কেহ কেহ ইহাকে তুলসীদাসের ভজন বলেন, ইহা ঠিক নহে। ভজন এইরূপ—

অরে মন ধীরজ কেঁও না ধরে (ধুয়া)
মেঘনাদ রাবণ কা বেটা সো পুনি জন্ম ধরে
পুরব পচ্ছম দক্ষিণ উত্তর চহোদিস কাল পরে।
অকাল মৃত্যু জগমাঁহি ব্যাপে প্রজা বহুত মরে
দুষ্ট দুষ্ট কো এয়সা কাটে জ্যায়সে কীট জরে
এক সহস্র নৌ সৌ সে উপর এয়সা যোগ পরে
সহস্রবর্ষ তক সত্যযুগ বীতে ধর্ম্ম কী বেল বঢ়ে
স্বর্ণ ফুল পৃথ্বী পর ফুল পুন জগ দশা ফিরে
সুরদাস ইয়ে হরিকী লীলা টারে নাহী টরে।

ইহাতে "এক হাজার নয় শো"র উপর লেখা আছে ইহা ১৯০০ হইল এবং ইহার পরে আজকালকার সময় চলিতেছে।

ইহারই সমাপ্তির পরে সত্যযুগ আসিবে। এখানে সুরদাস সত্যযুগ হাজার বর্ষের লিখিতেছেন। ২০০ বর্ষ সন্ধ্যাংশ ধরিলে সত্যযুগে মোট ১২০০ বর্ষ হয়।

সমস্ত ধর্ম্মেই এরূপ লেখা আছে কিন্তু আমাদের পণ্ডিতেরা নিজেদের ধর্ম্মপুস্তকেরই অধ্যয়ন আলোচনা করেন না—আর যখন কয়েক ভাষা না জানিলে অন্য ধর্ম্মের পুস্তক পড়া যায় না তখন তাঁহারা কি বুঝিবেন। উহারা কেবল মিথ্যা মান এবং অহঙ্কারে পূর্ণ। পৃথিবী ধ্বংস হইলেও উহারা নিজেদের অহঙ্কার ছাড়িবে না।

সনাতন ধর্ম্মের বেদশাস্ত্র, পুরাণ ও জ্যোতিষ পুস্তক সমূহ খৃষ্টান মুসলমান ও পার্শীদের ধর্ম্মপুস্তক সকল, গুরুগোবিন্দ সিংহের বাণী, নক্ষত্রদিগের গতি মহাত্মা অরবিন্দ ঘোষের পুস্তক, পরমভক্ত সুরদাসের ভজন ও ইউরোপের বৈজ্ঞানিকদের লেখা হইতে স্পষ্টরূপে প্রমাণ হইতেছে যে কলিযুগ সমাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে ভীষণ পরিবর্ত্তন হইবে আর তাহার সময়ও সকলে ইহাই (১৯৪৩ খৃঃ অঃ) লিখিয়াছেন কিন্তু কতকগুলি পণ্ডিত যাহারা কেবল যেমন তেমন করিয়া বিবাহ আদি, সংস্কার করিতেই জানেন, যাহারা এ বিষয়ে কোনই বিচার বা বিবেচনা করে নাই তাহারা নিজ অহঙ্কারে এই কথার বিরুদ্ধতা করিতেছে। কতকগুলি বামমার্গ (শাক্ত) মতের পণ্ডিত

নিজেদের উদর পূর্ত্তির জন্য সনাতন (প্রকৃত) হিন্দু পণ্ডিতের সহিত যোগ দিয়াছে, উহাদিগকে চিনিবার লক্ষণ হইতেছে এই যে উহারা ভগবানে ভক্তি ও বিশেষ করিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তনের বিপক্ষে। পূর্ব্বেও ভক্ত রৈদাস প্রভৃতির সহিত ইহাদের ঝগড়া হইয়াছিল। আজকাল অনুপশহরের পণ্ডিত অখিলানন্দ কবিরত্ন নিজের পুস্তক "বেদত্রয়ী সমালোচনা"তে স্পষ্ট নিজের ধর্ম্মকে শাক্ত বা বামমার্গমত লিখিয়াছেন। ইনি কোন অবতারকেই মানেন না। এমন কি রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে ইনি রামকে রাজ্যভ্রষ্ট, স্ত্রীবিয়োগকাতর প্রভৃতি লিখিয়া ও গালি দিয়া রামভক্তদিগের মনে দুঃখ দিয়াছেন। ইনি কেবলমাত্র অর্থের লোভে সনাতন ধর্ম্ম সভায় বেড়াইতে থাকেন। যে সব সভা ইহাকে আহ্বান করেন তাহারাও পাপকর্ম্মী। এইরূপ সনাতন ধর্ম্ম-প্রতিনিধি সভা, পাঞ্জাবের পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রী জিলা আম্বালার রোপাড়ের পণ্ডিত মহাবীরের যজুর্ব্বেদ ভাষ্য প্রমাণ মানিয়াছিলেন এবং বার্ষিক উৎসব সভার মধ্যে গায়ত্রী মন্ত্রের শেষভাগ "ধীমহি ধিয়ো যো ন প্রচোদয়াৎ"এর উপহাস করিয়া অতি অশ্লীল ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ঐ অর্থ এত অশ্লীল যে লিখিবার উপযুক্ত নহে। ঐ সভাতে তিনি আর্য্য সমাজ কর্ত্তৃক নিজের নিয়োগ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "আমি ষাঁড়।" বেশী কি লিখিব, নিয়োগের খণ্ডন করা উচিত ছিল। সভার মধ্যে নিজেকে ষাঁড় বলা সম্পূর্ণ সভ্যতার বহির্ভূত। এই সব কথায় আমার সন্দেহ হইয়াছিল যে সনাতন ধর্ম্ম

প্রতিনিধি সভার কয়েকজন উপদেশকও এইরূপ। যেখানে স্বামী প্রকাশানন্দের স্থায় শিথিল চরিত্র লোকও উপদেশকের কাজ করিতেছেন। আর একজন কর্ণাল জিলার কোল নিবাসী মাধবাচার্য্য শাস্ত্রী। ইনি সনাতন ধর্ম্মের নূতন নূতন কথা আবিষ্কার করিতেছেন—এইরূপে ইনি লোকদের ভুল ধারণার সৃষ্টি করিতেছেন। ইনি "শিবলিঙ্গই ওঙ্কার" নামক এক পুস্তক লিখিয়া বিক্রয় করিবার জন্য প্রকাশ করিয়াছেন। কোথায় শিবলিঙ্গ আর কোথায় ওঙ্কার? ইনি এই প্রকার অনেক কথা সনাতন ধর্ম্মের বিরুদ্ধে নিজের ব্যাখ্যানে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই সব লোকেরা সাধারণ বিষয়ের উপর আর্য্য সমাজ হইতে শাস্ত্রার্থ করিয়া লইয়া থাকে, কঠিন কঠিন বিষয় সম্বন্ধে ইহাদের বিন্দুমাত্রও জ্ঞান নাই।

হিন্দু সাবধান

যখন হাজার বৎসর পূর্ব্বে স্বামী শঙ্করাচার্য্য বামমতের (শাক্ত মতের) খণ্ডন করিয়াছিলেন তখন হইতে ঐ সব পণ্ডিতেরা সনাতন ধর্ম্মীদের মধ্যে লুকায়িত হইয়াছে। উহারা অত্যন্ত শিথিল চরিত্র। হিন্দুদের কখনই উহাদিগকে নিজের ঘরে আসিতে দেওয়া উচিত নয়। উহাদিগের চিনিবার কতক লক্ষণ আমি বলিয়া দিয়াছি—উহারা মাংস খায় ও নেশা করে। ইহারা কখনও২ বৈষ্ণব সাজিয়া থাকে কিন্তু ভগবানের চরণে ইহাদের ভক্তি নাই। ইহাদের সঙ্গে কতকগুলি গুণ্ডারে

লোকও থাকে। ইহারা সমস্ত ব্রাহ্মণ জাতির বদনাম করিতেছে।

আমার উপদেশ

অবশেষে মনুষ্যমাত্রের প্রতি আমার উপদেশ এই যে কলিযুগ সমাপ্ত হইয়া সত্যযুগ শীঘ্রই আসিতেছে, উহার পূর্ব্বে পৃথিবীতে বড় বড় দুর্য্যোগ আসিবে। অতএব প্রত্যেকেরই উচিত যাহাতে ইহা হইতে ত্রাণ পাইয়া সত্যযুগে পৌঁছিতে পারেন। এজন্য এখন হইতেই পূর্ণ শান্তিতে থাকেন, কাহারও প্রতি শত্রুভাব না রাখিয়া প্রত্যেকে ধর্ম্মের লোক নিজ নিজ ধর্ম্মানুযায়ী উপায়ে ভগবানের পূজা করেন। সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের লোকেরা ভগবানকে ভক্তি করেন। নাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা ভগবানের গুণগান করেন। ভগবানের প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য-গীত করেন ও ভগবানকে প্রসন্ন করেন। আমি দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি যে কীর্ত্তনের ঢেউ অনেক যায়গায় বিস্তৃত হইয়াছে কিন্তু এখনও নিয়মিত ভাবে হইতেছে না। আমি সর্ব্বত্র ইহার সংশোধন করিতেছি। কারণ সত্যযুগ আসিতেছে এবং সকলেরই শান্তিতে ও ধর্ম্মসঙ্গত ভাবে জীবন যাপন করা উচিত। আর্য্যসমাজের পুস্তক সত্যার্থ প্রকাশে প্রায় সমুদায় ধর্ম্মমতের খণ্ডন করা হইয়াছে। ইহাতে সব লোকেই বিরক্ত হইয়াছে। আর্য্য সমাজের উচিত যে এই তর্কবিতর্কের কথা ত্যাগ করা, যাহাতে কোনরূপ বিরোধ

না হইতে পারে। এখন সকলের শান্তিপূর্ব্বক নিজ নিজ মতানুসারে আনন্দের সহিত জীবন যাপন করা উচিত।

শাস্ত্রার্থ

কলিযুগ সমাপ্ত হইতেছে কিনা ও কল্কি অবতারের জন্ম হইয়াছে কিনা এ বিষয়ে পণ্ডিতদের সহিত আমার বহুস্থানে শাস্ত্রীয় তর্ক হইয়াছে ও হইতেছে এজন্য পণ্ডিতদের মধ্যে খুব গোলযোগ পড়িয়া গিয়াছে। কয়েকস্থানে পণ্ডিতেরা আমার প্রমাণকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। বিহার সংস্কৃত কলেজের প্রফেসারের সহিত মজঃফরপুরে আমার যে শাস্ত্রীয় তর্ক হইয়াছিল বোধ হয় তাহা তিনি ভুলেন নাই। সাহারাণপুরের বিদ্বৎপরিষদের সহিত আমার তিন দিন তর্ক হইয়াছিল ও তাহারা বিশেষভাবে পরাস্ত হইয়াছিল। পরে আর্য্যসমাজের সহিত যখন আমার তর্ক হইয়াছিল তখন ঐ সব পরাজিত পণ্ডিত আর্য্যসমাজের সহায়তা করেন, যে আর্য্যসমাজ রাম ও কৃষ্ণকে গালি দিয়া থাকেন। এবারেও আর্য্যসমাজের হার হইয়াছিল। এটওয়াতে যে তর্ক হইয়াছিল তাহাতে পণ্ডিত লজ্জারামকে হার স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এইরূপ দ্বারভাঙ্গা, মির্জ্জাপুর, কাণপুর, দিল্লী, জিলা আম্বালার কুরালীতেও তর্ক হইয়াছিল।

কাশীর পণ্ডিতেরাও আমার দেওয়া প্রমাণগুলির খণ্ডন করিতে পারেন নাই। লাহোর ওরিয়েণ্টাল কলেজের পণ্ডিত

মহামহোপাধ্যায় মাধব ভাণ্ডারী শাস্ত্রী ত' তর্ক না করিয়াই পলায়ন করিয়াছিলেন।

যদি কেহ ঘরে বসিয়া যাহা খুসি লিখিয়া ছাপাইয়া লয়, তাহা আমি গ্রাহ্য করি না। আমি কয়েক বৎসর হইতে প্রত্যেককে আহ্বান করিতেছি যে যদি কাহারও সাহস থাকে তাহা হইলে জনতার সম্মুখে আসিয়া আমার সঙ্গে শাস্ত্রবিচার করুক, কিন্তু ভীরু লোকেরা কখনও কখনও খবরের কাগজে বা ঘরে বসিয়া আমার মতের খণ্ডন করিয়া লেখে। আমি আবার ঘোষণা করিতেছি যে যদি আমার মতের বিরুদ্ধ পক্ষের কিছুমাত্র ব্রাহ্মণত্ব থাকে তাহা হইলে তাহারা শাস্ত্রবিচার করিয়া প্রেমের সহিত ঠিক সিদ্ধান্ত করুক। এখন আর জনতাকে ভুলের মধ্যে রাখা উচিত নহে। (১৯৩৮ সাল)

কি শীঘ্রই ঘটিবে

কলিযুগ সমাপ্ত হইবার পর সমস্ত সৃষ্টিতে ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইবে। কয়েকটি স্থান জলে ডুবিয়া যাইবে, বিশ্ব ব্যাপি যুদ্ধ হইবে, জগতে লোকসংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে কেবল ধর্ম্মাত্মা লোকেরাই সত্যযুগে থাকিবে। মেডিটেরানিয়েনে (Mediterranean Sea) ভয়ানক যুদ্ধ হইবে ও রক্তের নদী বহিবে। মঙ্গোলিয়া, রাশিয়া, আরব মহাসাগর প্রভৃতি স্থানে ভয়ানক যুদ্ধ হইবে ও সুয়েজ খাল (Suez Canal) লইয়া ভীষণ ঝগড়া হইবে। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তি স্থানগুলি ধ্বংস হইবে।

যখন শ্রীকল্কি অবতার সমস্ত জগতে বেড়াইবার পর ভারতে ফিরিয়া আসিবেন তখন তাঁহার বিবাহ পরমপূজ্যা শ্রীপদ্মার সহিত হইবে। * যেখানে যেখানে গোমাংস খাওয়া হয় ও যেখানে অনেক কুকুর দেখিতে পাওয়া যায় সেই সমস্ত যায়গা শ্রীকল্কি অবতার ধ্বংস করিয়া দিবেন কেননা এই সমস্ত জায়গায়ই কলিযুগের ভিত্তি। প্রত্যেক চতুর্যুগীর ভিত্তি তাহার পরের চতুর্যুগীতে ধ্বংস হইয়া যায়। এই জন্যই গত চতুর্যুগীর কোন বৃত্তান্ত এই চতুর্যুগীতে পাওয়া যায় না। চারি বেদ, শাস্ত্র সকল ও পুরাণ সমূহে অনেক জিনিষ বাদ পড়ে ও অনেক বাজে জিনিষ মিশিয়া যায়, এবারও তাহাই হইয়াছে। হিমালয়ের উপরে সিদ্ধাশ্রম আছে, সেখানে সব ধর্ম্মপুস্তক সুরক্ষিত ভাবে থাকে। সত্যযুগ আসিলেই ঋষিরা সেখান হইতে সমস্ত পুস্তক লইয়া আসিবেন, এবং বর্ত্তমান পুস্তক গুলি এই যুগেই নষ্ট হইয়া যাইবে। শাস্ত্রসমূহে এই চতুর্যুগীর অবতারের কথা পাওয়া যায়। শেষ অবতার শ্রীকল্কি ভগবান। পরের চতুর্যুগীর অবতারদের নির্ণয় আগত সত্যযুগের ঋষিরাই করিবেন। শ্রীকল্কি ভগবান আগত চতুর্যুগের ধর্ম্মমর্য্যাদা সম্বন্ধে নিয়ম বাঁধিয়া দিবেন ও তখন হইতে নুতন সংবত চলিবে।

যে সব লোকেরা এই পরিবর্ত্তন হইতে বাঁচিয়া সত্যযুগ পর্য্যন্ত পৌঁছিবে, শ্রীকল্কি ভগবানের কৃপায় তাহাদের মধ্যে বালকেরা নবযুবক হইবে ও বৃদ্ধেরা যুবক হইয়া যাইবে।

শ্রীকল্কি অবতারের পূর্ণ বৃত্তান্ত শ্রীকল্কি জীবনী অর্থাৎ কল্কি রামায়ণ (বাংলা) এ পাইবেন, মূল্য ॥• আনা মাত্র।

শ্রীকল্কি ভগবানের পূর্ণস্বরূপ দর্শনের পর শিশুরাও বলিষ্ঠ শরীর লইয়া জন্মিবে।

কলিযুগ সমাপ্ত হইবার সময় যুদ্ধ ও রোগে এত লোক ও পশু মরিবে যে সমস্ত বায়ুমণ্ডল দুর্গন্ধে পরিপুর্ণ হইবে কিন্তু শ্রীকল্কি ভগবান আসিবামাত্র তাঁহার পবিত্র শরীর হইতে সুগন্ধ নির্গত হইবে ও তাহা দ্বারা সমস্ত দুর্গন্ধ নষ্ট হইবে। কলিযুগ সংবত ২০০০ বিক্রম অর্থাৎ ১লা আগষ্ট ১৯৪৩ সালে সমাপ্ত হইবে। সেই দিন খুব বড় সূর্য্যগ্রহণ হইবে। এই গ্রহণ কলিযুগে আরম্ভ হইবে ও তাঁর পরদিন ১২-৪৪ মিনিটের পর সত্যযুগে সমাপ্ত হইবে। উহার দ্বারা গগনমণ্ডল শুদ্ধ হইয়া যাইবে, পিতার সামনে পুত্র মরিবে না, কোন স্ত্রী বিধবা হইবে না, অনেক ফসল হইবে, মানুষের আয়ু ৪০০ বৎসর হইবে, বর্ষা ঠিক সময়ে হইবে, কোন লোক অসুস্থ হইবে না, হাসপাতাল থাকিবে না, আদালত থাকিবে না, লোকেরা কোন পাপ করিবে না, সকলেই পূর্ণ আনন্দে সময় কাটাইবে, ব্যাভিচার হইবে না, কেহ বেশ্যা হইবে না, খাদ্যদ্রব্য সস্তা হইবে।

কলিযুগের সমস্ত ধন সত্যযুগের লোকেরা পাইবে সোণা এত বাঁচিবে যে তাহা বাড়ী তৈয়ার করিবার কাজে লাগিবে। সত্যযুগের নিয়মানুসারে অনেক নূতন সহর হইবে। গরুবাছুর অনেক হইবে, জঙ্গল পশুপক্ষীতে ভরিয়া থাকিবে, সোণার টাকা চলিবে, হীরা, জহরত অনেক

হইবে, লোকেরা ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিবে না। প্রত্যেক কলিযুগে অনেক প্রকারের মত মতান্তর জন্মিয়া থাকে কিন্তু সত্যযুগে লোকেরা কেবল এক ঈশ্বর ও সনাতন ধর্ম্মকে মানিবে।

ইউরোপের জেনারল লুডেনডর্ফ লিখিয়াছেন যে ইউরোপ ধ্বংস হইবার দিকে চলিতেছে। এসিয়ার লোকেরা ইউরোপীয়ানদের স্থান গ্রহণ করিবে। দিল্লী ও মথুরা আর একবার উন্নতির শিখরে উঠিবে। দিল্লী আবার স্বর্ণময়ী বলিয়া খ্যাত হইবে। প্রত্যেক ধর্ম্মের পবিত্র পুস্তক সমূহে এক নূতন অবতারের আগমনের কথা পাওয়া যায়। বর্ম্মাতে ১০ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু গৌতম বুদ্ধের নূতন অবতার অর্থাৎ কল্কি অবতারকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে কিন্তু ভারতবর্ষের হিন্দুরা অজ্ঞান ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া অন্ধকারে ডুবিয়া আছে। ইহাদের এখন চেতনা হওয়া উচিত। প্রত্যেক মনুষ্যের পাপ ত্যাগ করিয়া ভক্তিমার্গে চলা উচিত। সকাল সন্ধ্যা কীর্ত্তন করা উচিত ও ভগবানের কাজে অর্থব্যয় করা উচিত।

বৌদ্ধদের সঙ্গে যুদ্ধ

কল্কি ভগবান যখন ভারতবর্ষে আসিবেন তখন বৌদ্ধদের সঙ্গে তাঁহার ভয়ানক যুদ্ধ হইবে। অর্থাৎ চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত প্রভৃতি দেশে এইযুদ্ধ হইবে ও তাহাতে

রক্তের নদী বহিবে। শুকদেব মহাশয় সঙ্গে থাকবেন ও অনেক সৈন্যও তাঁহার সঙ্গে থাকিবে। ইহাদের সকল সৃষ্টি বিনষ্ট হইয়া যাইবে। জাপানের এক অংশ জলে ডুবিয়া যাইবে।

বৌদ্ধদের ধ্বংস হইবার পর তাহাদের দুঃখী স্ত্রীরাও কল্কি ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিবে। উহাদের মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রীলোকদের ভক্তি দেখিয়া ভগবান উহাদের মুক্তি দিবেন। এক ভয়ানক যুদ্ধ কীকট দেশেও (বর্ত্তমান পাটনা) হইবে। তখন আমেরিকাও যোগ দিবে ও ভূমধ্যসাগরে (Mediterranean) ভয়ানক গণ্ডগোল হইবে। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশে খাদ্যদ্রব্য মোটেই পাওয়া যাইবে না। জার্ম্মানী নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ করিবে, মা বাপ নিজের সন্তানদের ছাড়িয়া পলায়ন করিবে।

রাস্তায় চলিতে চলিতে ভগবান মরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন যিনি ভগবান রামের সময় হইতে তপস্যা করিতেছেন ও শ্রীকল্কি অবতারের প্রতীক্ষা করিতেছেন। ভগবান সেখান হইতে গঙ্গার কিনারায় আসিবেন ও মহারাজা শান্তনুর ভাই, অর্থাৎ পিতামহ ভীষ্ম ও তাঁহার কাকা দেবাপীর সহিত মিলিত হইবেন। ঐ দুইজন প্রত্যেক যুদ্ধ ও কার্য্যে ভগবানের সঙ্গে রহিবেন।

এক দিকে সকলকে পরাস্ত করিয়া কল্কি ভগবান মরু দেবাপী ও রাজা বিশখযূপের সহিত দিগ্বিজয়ের জন্য অন্তদেশে অর্থাৎ

ইউরোপে যাইবেন। ১৯৪২ সালের আরম্ভেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কিছুকাল পরে মরু দেবাপীকে তাঁহাদের রাজ্য দিবেন। কল্কী পুরাণে লেখা আছে যে ভগবানের ভক্তেরাও পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন। কয়েকজন অবতীর্ণ হইয়াছেন। পৃথিবীতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বেদের অনুসারে চলিবে। বর্ণসঙ্কর থাকিবে না। ইহা পূর্ণ আনন্দ ও ধর্ম্মের সময় হইবে।

ভয়ানক ভুল

অনেক লোকে মনে করেন যে সম্বত ২০০০এ প্রলয় হইয়া যাইবে অর্থাৎ সংসার নষ্ট হইয়া যাইবে, সকল জিনিস ধ্বংস হইয়া যাইবে ইত্যাদি। এই প্রকারে নানা ভুল মত প্রচলিত হইতেছে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। এই প্রকার মনুষ্যেরা "চেতাবনী"কে বুঝিবার চেষ্টামাত্রও করেন নাই। তাঁহারা জানেন না যে যুগ কি বা যুগের পরিবর্ত্তন কাহাকে বলে এবং যুগ পরিবর্ত্তনের সময়ে কি কি ঘটিয়া থাকে; সন্ধি ও সন্ধ্যাংশ কাহাকে বলে ও সন্ধি ও সন্ধ্যাংশে মনুষ্যদের কি প্রকার আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম হইয়া থাকে। এই প্রকার মনুষ্যদিগকে আমাদের পুস্তকটিকে বারম্বার পড়া উচিত।

শাস্ত্রানুসারে সম্বত ২০০০এ কলিযুগের ৪০০ বর্ষের সন্ধ্যাংশ সমাপ্ত হইবে। আসল কলিযুগ ত' ৪০০ বৎসর পূর্ব্বেই শেষ হইয়া গিয়াছে; এখন কলিযুগের সন্ধ্যাংশ চলিতেছে; এই সময়ে কখনও এক ধর্ম্ম থাকে না। এই জন্যই আজকাল

শতশত মতামতের উৎপন্ন হইয়াছে'। এখন সম্বত ২০০৫এ কলিযুগ সমাপ্ত হইয়া সত্যযুগের একশত বৎসরের সন্ধি আরম্ভ হইবে যাহাতে সত্যযুগের অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইবে। কিন্তু পূর্ণ সত্যযুগ ইহার পরই আরম্ভ হইবে ও ১০০০ বৎসর পর্য্যন্ত চলিবে; ইহার পর ১০০ বর্ষের সন্ধ্যাংশ আরম্ভ হইবে। এই প্রকারে সত্যযুগের সন্ধি সন্ধ্যাংশের সহিত ১২০০ বৎসর হইবে। যুগের সকল হিসাব প্রথমেই দেওয়া হইয়াছে। (আর, কে, জি)

বর্ণসঙ্কর

মনু আদি শাস্ত্রে লেখা আছে যে বিভিন্ন জাতীয় পিতা মাতার সন্তানদিগকে বর্ণসঙ্কর বলে। ইহাদের স্বভাবই পাপপূর্ণ। এই বিজাতীয় লোকদিগের ঐরূপই সন্তান হইয়া থাকে। উহাদের রক্ত এবং আচরণে বিভিন্নতা দেখিয়া ঋষিরা উহাদিগকে অন্ত্যজ জাতি বলিয়াছেন। উহাদের মধ্যে যাহারা ঐ অবস্থায়ই থাকে তাহারা কিছু ভাল হয়। শেষের অন্ত্যজ (অচ্ছুত) জাতির মধ্যে অতিরিক্ত মিশ্রণ হওয়ায় তাহারা পাপযোনি হইয়া গিয়াছে। ব্যাসস্মৃতি, যমস্মৃতি, ভাগবৎ প্রভৃতিতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

ভজন (২২৭)

অব হো গই ভ্রষ্টাচার। ধুয়া ॥

বহুতোঁনে চোটি কটবাই, দিয়ে জনেউ উতার
পণ্ডিত পড় কর বেদশাস্ত্র, জানেন উসকা সার।
বর্ণ-আশ্রম ধর্ম্ম ভি ছুটা, বৃথা হোত পুকার ॥
দুষ্টলোক ব্যভিচার করত হ্যাঁয়, ভেষ গেরুয়া ধার।
এ্যাসে কলিযুগমে হরিভক্তি, মুক্তি কা আধাঁর ॥
অভি অধর্ম্ম বঢ়েগা জগমেঁ মরে বহুত সংসার।
পড়ে পড়ে অকাল বর্ষাসে, রোগ করে বীমার ॥
অত্যাচার বহুতহি বাড়ে, করে দুষ্টন সংহার।
তৎপশ্চাৎ অপনে জীবোঁপর, দয়া করে করতার ॥
ধর্ম্মকা প্রেম জগতমে ফ্যায়লে, সবকা হো উদ্ধার।
সম্বত দো হাজারমে আয়ে, নিষ্কলঙ্ক অবতার।
নারায়ণ লীলাধারি কি, লীলাপর বলিহার ॥

গদ্যানুবাদ

এখন অনেক ভ্রষ্টাচার আরম্ভ হইয়াছে।

কেহ বা নিজের শিখা কাটাইয়াছে, কেহ বা উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছে।

পণ্ডিতেরা বেদশাস্ত্র পড়ে কিন্তু উহার সারমর্ম্ম কিছুই জানে না।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মও লোকে পরিত্যাগ করিয়াছে, লোকে মিছাই চীৎকার করিতেছে।

দুষ্টলোকে গেরুয়া ধারণ করিয়া ব্যাভিচার করিতেছে।

এই প্রকার কলিযুগে হরিভক্তিই মুক্তির আধার।

জগতে অধর্ম্ম প্রত্যহ বাড়িতেছে, অনেকের (অকাল) মৃত্যু হইবে।

শষ্যক্ষেত্রে অকাল পড়িবে এবং অনেক রোগও বাড়িবে।

দুষ্টদের অত্যাচার অনেক বাড়িয়া যাইবে।

(যাহাতে) প্রেমের ধর্ম্ম জগতে ছড়াইয়া পড়ে ও সকলের উদ্ধার হয়।

যজ্ঞোপবীত ও শিখা

পূর্ব্বকালে যজ্ঞোপবীত ও শিখার জন্য বহুবার রক্ত বহিয়া গিয়াছে। মুসলমানদের সময় হিন্দুরা ইহার জন্য অনেক আত্মত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এখন কলির জোর এত বেশী হইয়াছে

যে হিন্দুরা যজ্ঞোপবীত ও শিখা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতেছেন ; আর ক্রিয়াকর্ম্ম ত' সমস্ত নষ্ট হইতেছে। * অন্য জাতির লোকেরা কোন না কোন উপায়ে ব্রাহ্মণ বা রাজপুত হইবার চেষ্টা করিতেছে। বাস্তবিক লোকেরা জন্ম হইতেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি হইয়া থাকে। ইহাই চার বর্ণ। বর্ণসঙ্কর পরে হইয়াছে। লোকেরা যাহাই করুক না কেন এ জন্মে বর্ণের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। কর্ম্ম অনুসারে পরজন্মে বর্ণ পরিবর্ত্তন হইতে পারে। উচ্চজাতির হিন্দুরা ত' যজ্ঞোপবীত ফেলিয়া দিতেছেন আর নাপিত, চামার, ছুতোর প্রভৃতি বর্ণসঙ্কর জাতিরা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেছে। ব্যাস ঠিকই লিখিয়াছেন নীচঃ মহাত্বং গতাঃ অর্থাৎ কলিযুগে নীচলোকেরা উচ্চে উঠিবে।

নূতন কল্কি অবতার

আমি চেতাবনীতে পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে আমি কল্কি ভগবানের আসিবার কথা বিক্রম সংবৎ ১৯৮১ অর্থাৎ ১৯২৪ সালে সাধারণকে জানাইয়াছিলাম। উহার কয়েক বর্ষ গত হইবার পরই কয়েকজন অর্থলোভী ধূর্ত্ত লোকেরা নিজদিগকেই কল্কি অবতার বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। উড়িষ্যাতে এক সাধু এই কাজ করিতেছে, এই কয়েকজন স্বার্থপর লোক নিজেকেই কল্কি অবতার বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। এইরূপ বিহার হইতে আমার নিকট এক পত্র আসিয়াছে যে অমৃতসরে এক বাবা ভগবানদাস থাকেন তাহার পুত্র ভোলানাথই কল্কি

* হিন্দুদের ব্রত ও পূজাপার্ব্বণ (মূল্য ।৵০) পড়িলে জানিতে পারিবেন

অবতার কি না ? আমি সাধারণকে সাবধান করিতেছি যে অমৃতসরের লালা ভগবানদাস ও তাহার পুত্র ভোলানাথকে আমি জানি, দুই জনেই ধর্ম্মের কিছুই জানেন না। লোকদিগকে জালে ফেলিবার জন্য অনেক কিছুই হইয়া থাকে। উহারা সরল প্রকৃতি লোকদিগকে ঠকাইয়া বড়লোকের মত জীবন যাপন করিতেছেন। অমৃতসরে ও লাহোরে উহাদের শেষ খবর জানা যাইতে পারে। জেলা গুজরাণওয়ালার সন্তডয়ালে এক মুসলমান আপনাকে ইমান মেঁহদি ও কল্কি অবতার বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। পাঞ্জাবের লাহোরের নিকটেও একজন লোক কল্কি অবতার হইয়া বসিয়াছেন। এইরূপ কয়েক স্থানে কয়েকজন অর্থলোভী নিজেকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। সাধারণকে সাবধান করা যাইতেছে যে তাঁহারা যেন ইহাদের কাহারও প্রবঞ্চনাতে না ভুলিয়া যান আর ইহাদের লিখিত মিথ্যা পুস্তক ক্রয় না করেন।

সম্প্রতি জেলা বালিয়া হইতে বিষ্ণুবাবা নামক এক ব্যক্তি পত্র লিখিয়াছেন

এই পত্র ১৯৩৮ সালে গুড়গাঁওতে আমার নিকট লেখা হইয়াছিল, উহাতে লেখা ছিল যে প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ ব্যক্তিই কল্কি অবতার। এবং তিনি আমার নিকট আসিতে চাহিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে আমার নিকট আসিতে মানা করিয়া দিয়াছিলাম। এক প্রকার জেলা জৌনপুর হইতে এক ব্যক্তি

নিজের সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখিয়াছিল। যখন আমি তাহার কোন কথা মানিলাম না তখন ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে লিখিয়াছিল যে আমি যেন তাহাকে পায়ের ধূলা দিই, ইহাতেই তাহার কল্যাণ হইবে। যিনি কিছুকাল পূর্ব্বে অবতার হইয়া বসিয়াছিলেন, পরে তিনিই চরণের দাস হইতে প্রস্তুত হইলেন! সাধারণকে সাবধান করা যাইতেছে যে তাহারা যেন এই সব প্রবঞ্চক হইতে সতর্ক থাকে।

আমার শেষ উপদেশ

কলিযুগ সমাপ্ত হইয়া সত্যযুগ আসিতেছে। এখন সকলে সমাগত সত্যযুগের জন্য বন্দোবস্ত করা উচিত। নীচ জাতিদের সহিত মেলামেশা করা উচিত নতে যদিও তাহারা উঁচু হইতে চেষ্টা করে।

ভগবান রাম তপোনিযুক্ত শূদ্র শম্বুককেও হত্যা করিয়াছিলেন। নীচ লোকদিগকে বিশ্বাস করাও শাস্ত্রে পাপ লিখিয়াছে কারণ তাহাদের শিরায় শিরায় পাপ এবং প্রবঞ্চনা পূর্ণ থাকে। এইজন্য উহাদের নিকট হইতে দূরে থাকা উচিত। আজকাল লেখকেরা ধর্ম্মের মর্য্যাদা সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ইহার শীঘ্রই সংশোধন করা উচিত।

সত্যযুগ দর্শনম্

অাহম্মদাবাদের শ্রীহরেরাম ব্রহ্মর্ষির লিখিত কয়েকখানি ধর্ম্ম পুস্তক আমার নিকট আসিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আমার "চেতাবনী"র প্রচারের জন্য ইনি এই পুস্তকের বিশেষ বিশেষ অংশ আমার অনুমতি অনুসারে ছাপাইয়া লোকদিগকে ইহার অনুযায়ী চলিবার জন্য খুব জোর দিয়াছেন। এবং নিজেও কিছু কিছু লিখিয়াছেন—উহা সবই ঠিক। আমি ব্রহ্মর্ষির এই অমূল্য কাজের জন্য অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। সর্ব্বস্থানেই মহাত্মা ও বিদ্বান লোকেরা চেতাবনীর সহিত একমত হইয়া ইহার প্রচার করিতেছেন। এখন এক আধ জন মহামূর্খই চেতাবনীর বিরুদ্ধতা করিতেছে। চেতাবনী পড়ুন এবং অন্যকে পড়ান, ইহাতে সকলের কল্যাণ হইবে।

কলিযুগ সমাপ্তির ও সত্যযুগ আসিবার কথা আমি বিক্রম সংবৎ ১৯৮১ অর্থাৎ ১৯২৪ সালে সাধারণকে জানাইয়া ছিলাম। তখন অনেক অল্পবুদ্ধি লোকেরা ইহা মানে নাই। তাহার পর ইউরোপের বৈজ্ঞানিকেরা এবং প্রসিদ্ধ জ্যোতিষীরা এই কথাই ভবিষ্যৎবাণী করেন ও সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। তখন লোকেরা আমার লেখার প্রতি গভীর মনযোগ দিতে আরম্ভ করে। এই কথা আমি চেতাবনী নামক হিন্দি পুস্তকে প্রকাশ করি উহা ১ লক্ষ ৩৯ হাজারের বেশী বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। এখন এই পুস্তক কয়েক ভাষাতে প্রকাশিত হইতেছে। ইউরোপের বিদ্বানেরা পৃথিবীতে অদূর ভবিষ্যতে কি হইবে এ

সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিতেছেন তাহা পূর্ব্ব হইতেই চেতাবনীতে লেখা হইয়াছিল। কোন বিদ্বানই চেতাবনীর অতিরিক্ত একটী ভবিষ্যৎ বাণীও করিতে পারে নাই।

সংবং ২০০৮ অথবা ভাবী মহাভারত

এই নামের এক পুস্তক প্রসিদ্ধ যোগীরাজ শ্রী অবধূত স্বামী কেশবানন্দ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন। ইহাতে আমার লিখিত চেতাবনীরই সমর্থন করিয়া যাহারা কলিযুগ লক্ষ বর্ষের বলে যাহাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

"ভাবী ভারত"

বেনারসের (কাশীর) পণ্ডিতেরা আমার চেতাবনী সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মদনমোহন লাল শর্ম্মা "ভাবী ভারত" বা "সত্যযুগের আরম্ভ" নামীয় এক পুস্তক লিখিয়াছেন যাহাতে স্পষ্টভাবে আমার এবং আমার চেতাবনীর নাম উল্লেখ করিয়া প্রশংসা করিয়াছেন অর্থাৎ আমার চেতাবনীর সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া যাহারা কলিযুগ লক্ষ বর্ষের বলে তাহাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের সম্মতি

অনেক স্থানের পণ্ডিতেরা কলিযুগের সম্বন্ধে বড় বড় শাস্ত্রীয় তর্ক করিয়াছেন পরে আমার প্রত্যেক শাস্ত্রার্থে নিরুত্তর হইয়া পরাস্ত হইয়াছেন। আমি জয়পুর (রাজপুর) এর পণ্ডিতদের সহিত বিচার করিয়াছি। সেখানে দুইজন রাজপণ্ডিত স্পষ্টভাবে আমার কথা স্বীকার করিয়াছেন। উঁহাদের একজনের পত্র নীচে দেওয়া যাইতেছে।

শ্রীমান পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা শাস্ত্রী, ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক মহারাজা সংস্কৃত কলেজ সওয়াই জয়পুর লিখিতেছেন—"শ্রী১০৮ স্বামী পণ্ডিত রাজনারায়ণ ষটশাস্ত্রী আচার্য্য, ভক্তি যোগাশ্রম, যাজ্ঞিক চেতাবনীর লেখক। এই চেতাবনীতে তিনি যুগের হিসাব লিখিয়াছেন। শাস্ত্রের প্রমাণ হইতে দেখানো হইয়াছে যে কলিযুগ ৪৮০০ বৎসর হয়। বর্ত্তমান কলিযুগ বিক্রম সংবৎ ২০০০ হাজারে শেষ হইয়া সত্যযুগ আসিবে ইহা সম্পূর্ণ ঠিক। আশা করি ইহার পরিশ্রম হইতে লোকেরা লাভবান হইবেন।"

(হস্তাক্ষর) শাস্ত্রী রামচন্দ্র শর্ম্মা
ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক সংস্কৃত কলেজ

তাং ১২ মার্চ্চ, সন ১৯৩৭ সওয়াই জয়পুর

সত্যযুগ প্রচারক মহাসংঘ

১। সনাতন ধর্মগুরু শ্রীহরেরাম ব্রহ্মর্ষি মহারাজ

ঠিকানা—পণ্ডিতপোল, সারঙ্গপুর, আহমদাবাদ, গুজরাট।

'সত্যযুগ দর্শন' এর প্রচারক। ইনি গুজরাট, কচ্ছ, কাঠিয়াওয়াড়, মারবার, মেবার, নিমাড, সিন্ধ, আফ্রিকা প্রভৃতি অনেক দেশে নিজের বক্তৃতা দ্বারা ও লক্ষ লক্ষ পুস্তিকা বিতরণ করিয়া প্রচারকার্য্য করিতেছেন।

২। স্বামী রাজনারায়ণ শাস্ত্রী, চেতাবনী কার্য্যালয়, রেজিষ্টার্ড, গুড়গাঁও হইতে লক্ষ লক্ষ পুস্তক দ্বারা আগত সত্য-যুগের সম্বন্ধে প্রচার করিতেছেন।

৩। ইন্দোর রাজ্যের টংকশালার সুপ্রসিদ্ধ গণিত জ্যোতিষী পণ্ডিত গোপীনাথ দীনানাথ শাস্ত্রী চুলেটকর মহাশয় 'যুগ পরিবর্ত্তন' পুস্তক দ্বারা প্রচার করিতেছেন।

৪। সত্যযুগ আশ্রম, বাহাদুরগঞ্জ, এলাহাবাদ হইতে 'সত্যযুগ' মাসিক পত্রিকা দ্বারা প্রচার করিতেছেন।

৫। কাশী, টেড়িনিম হইতে পণ্ডিত মদনমোহন মহাশয় প্রচার করিতেছেন।

৬। রামনাথ মহাদেবের মহন্ত স্বামীজি মহারাজ, ছোটিবড়ি পনোতি, নর্ম্মদা ভায়া চাণোদ প্রচারকার্য্য করিতেছেন।

৭। 'নবযুগ' লীলামন্দির, দেওঘর, বৈদ্যনাথধাম হইতে প্রচারকার্য্য চলিতেছে।

৮। বদরীকাশ্রম নিবাসী পণ্ডিত বাচস্পতি শর্ম্মা রাজ-জ্যোতিষী মহাশয় দ্বারভাঙ্গা হইতে প্রচার করিতেছেন।

৯। শ্রীঃমোপতি সিংহ ডেপুটি কলেকটার 'সত্যযুগ-আগমন' দ্বারা প্রচার করিতেছেন।

ঠিকানা— পঞ্চদিদেউড়ী পোঃ মধেপুর, জিলা দ্বারভাঙ্গা।

১০। শ্রীঃখলানাথ, গ্রাম রৈয়াম পোঃ কোঠিয়া, জিলা দ্বারভাঙ্গা (বিহার) 'কলিযুগ সমাপ্ত হোকর সত্যযুগ আরম্ভ' পুস্তিকা দ্বারা প্রচার করিতেছেন।

১১। শেঠ চিম্মনরাম গাড়োদিয়া শেগাওন বেরার হইতে চেতাবনীর মারাঠি সংস্করণ দ্বারা প্রচার করিতেছেন।

১২। সেক্রেটারি, শ্রীহনুমানালিয়ম, বেনোবা, গুনটুর, মাদ্রাস তেলেগু সংস্করণ দ্বারা প্রচার করিতেছেন।

ইহা ছাড়াও অনেকে প্রচার করিতেছেন। চেতাবনী পড়ুন ও অন্যকে পড়ান তাহা হইলেই আপনার কল্যাণ হইবে।

এখন কি হইবে

গ্রহ নক্ষত্র অনুযায়ী আমরা জানিতে পারিয়াছি যে ১৯৪২ সালে একটি বিশেষ সময় আসিতেছে যাহাতে মহাযুদ্ধ বিশ্বব্যাপী হইয়া যাইবে এবং ইহার শেষে জগতকে আবার নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পূর্ণ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে ও নূতন দেশনেতাদের আবির্ভাব হইবে, যাঁহারা নূতন আইন কানুন রচনা করিয়া এই নূতন জগতের পরিচালনা করিবেন।

জরুরী নোট

কিছু নূতন ঘটনা যাহা চেতাবনী অনুসারে জগতে সম্প্রতি ঘটিয়াছে, তাহা এই সংস্করণে দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া চেতাবনীর সমস্ত অংশই ১৯২৪ সালে লেখা হইয়াছে।

আমাদের সত্যতা

আজকাল যে সব পরিবর্ত্তনের কথা কাগজে রোজ দেখিতেছেন, তাহা আমাদের চেতাবনীতে ১৯২৪ সাল হইতেই দেওয়া আছে এবং আমরা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি যে আগামী ঘটনাসমূহও চেতাবনী অনুসারে ঘটিবে।

নারায়ণ তরঙ্গ

ইহা একটি কীর্ত্তনের পুস্তক। ইহাতে পরমহংস স্বামী শ্রীরাজনারায়ণ ষটশাস্ত্রী মহাশয় প্রণীত কীর্ত্তনগুলি দেওয়া আছে। এই কীর্ত্তনগুলি গান করিবার সময়ে তাঁহার সামনে কয়েকবার ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছে। হরিকীর্ত্তনের সময়ে লোকেরা এই গানগুলি গাহিয়া থাকে। ইহাতে সূক্ষ্মরূপে ভক্তির স্বরূপের জ্ঞানও দেওয়া হইয়াছে। ইহার তৃতীয় সংস্করণ ১৯৩০ সনে ছাপা হইয়াছে। ইহাতে অনেক নূতন কীর্ত্তন দেওয়া হইয়াছে, চারিটি ফটোও দেওয়া হইয়াছে। দাম হিন্দি সংস্করণের মাত্র ॥৵০ আনা। নিম্নলিখিত ঠিকানা হইতে আজই ভিঃ পিঃ আনাইয়া লউন। ডাকমাশুল ৵০ দুই আলাদা দিতে হইবে।

চেতাবনী কার্য্যালয় রেজিষ্টার্ড, গুড়গাঁও, পাঞ্জাব

Birth of a Great New Leader in 1941

An Astrologer's Prediction.

(Vide Sunday Chronicle 27-1-1935)

"A great New leader who will deliver the world from Chaos is about to arise. From a conjunction of 4 planets, Jupiter, Saturn, Uranus and Mercury, I predict that in May, 1841, this mighty world figure will appear", writes Mr. Edward Lyndoe, the astrologer in the "People".

He will be an orator with a bewitching voice. He will speak poetry naturally and there will be music in his gestures. His knowledge will be colossal and his judgement as nearly perfect as we had imagined. In every thing he does, there will be this uncanny accuracy and it is possible that those who come into contact with him will feel they have never before met any one so sweet of temper, so gracious in manner or so good to look upon.

Wherever he goes, the common people will love him and follow him. His chief work will be the

breaking up of all the militarist ideas and institutions we know today. From the moment he begins his mission, the armaments industry will use every ounce of energy and every penny at its disposal to smash him. But he will win in a dramatic manner which will put an end to all those who have been building up the industry. His chief interests will be entirely public. That is to say he will concern himself continuously with the alteration of social conditions and for the first time in modern history, Democracy will have found its one superb leader. There will be no chance whatsoever for other interests to get a look in.

This man will sweep the board with his opponents and his work will succeed because he will be above nationality and above sect. Under his leadership woman will come into her own not only as the equal of man but as she should be the sweetening influence in man's life and work.

Politicals such as they are will turn more upon the beautifying of Life through the women.

One of the big changes which will be made is connected with world finance. The present system of national currencies with international gamblers causing suffering and distress with their machinations will give place to an international coinage of some sort.

And it appears likely to me that bound up with all these reforms is the accomplishment of a great aim. I refer to the unification of all the nations in the League. So as you celebrate Christmas this year, forget the present ills of humanity and lift up your hearts! He who will deliver us is coming.

১৯৪১ সালে

একজন মহান নেতার আবির্ভাব হইবে।

প্রসিদ্ধ জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ বাণী।

(২৭-১-৩৬ তারিখের সানডে ক্রনিকেল দেখুন।)

"একজন মহান নেতার শীঘ্রই আবির্ভাব হইবে, যিনি পৃথিবীকে এই সঙ্কটময় মূহুর্ত্তে রক্ষা করিবেন। সৌরমণ্ডলের চারিটি মূখ্য গ্রহের অবস্থান হইতে আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, ১৯৪১ সালের মে মাসে, এই গ্রহগুলির সন্ধিক্ষণে এই নেতার আবির্ভাব হইবে।" এইভাবে এডওার্ড লিণ্ডো নামে একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী People নামে পত্রিকায় লিখিয়াছেন।

"তিনি একজন শক্তিশালী বক্তা হইবেন। তাঁহার মধুর স্বরে সকলেই আকৃষ্ট হইবে। তিনি একজন স্বভাব-কবি হইবেন ও তাহার প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে সঙ্গীতের প্রকাশ হইবে। তাঁহার জ্ঞান অসীম হইবে এবং তাঁহার বিচারশক্তি অদ্ভুত হইবে। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই অদ্ভুতরূপে সফল হইবে। যে তাঁহার নিকট একবারও আসিবে সেই বুঝিতে পারিবে যে এইরূপ মধুর স্বভাবের সুন্দর মনুষ্যের সংস্পর্শে সে কখনও আসে নাই।

তিনি যেখানেই যাইবেন, সাধারণ লোকেরা তাঁহাকে ভালবাসিবে ও তাঁহার অনুসরণ করিবে। তাঁহার প্রধান কার্য্য হইবে আজকালকার যুদ্ধবিগ্রহের মুল কারণগুলিকে ধ্বংস করা। তিনি যখন হইতে এই কার্য্য আরম্ভ করিবেন, তখন হইতেই অস্ত্রব্যবসায়ীরা নিজেদের অর্থ ও শক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করিবে ও তাঁহাকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু তিনি এক অতি আশ্চর্য্য উপায়ে এই লোকদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ করিবেন ও উহাদের উপর বিজয়লাভ করিবেম।

তিনি সর্ব্বসময়েই জনসাধারণের সেবায় ব্যাপৃত থাকিবেন। অর্থাৎ তিনি সমাজ সংস্কারের দিকে প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখিবেন এবং পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই প্রথম জনসাধারণের সর্ব্ব-গুনাম্বিত নেতা হইবেন। অন্য কোন দিকে তাঁহার লক্ষ্য থাকিবে না।

এই মহান ব্যক্তিটি সম্পূর্ণরূপে সফল হইবেন কেননা তিনি সর্ব্বদাই দেশ ও জাতি হইতে ঊর্দ্ধে থাকিবেন। তাঁহার নেতৃত্বে স্ত্রীলোকেরা তাহাদের অধিকার সমূহ ফিরিয়া পাইবে। তাহারা কেবল পুরুষদিগের সমান হইবে না পরন্তু তাহারা পুরুষদের জীবন ও প্রত্যেক কার্য্যই মধুর করিয়া তুলিবে।

রাজনীতিবিদেরা স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা জীবনকে মধুরতর করিবার দিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

তাঁহার প্রচারের ফলে পৃথিবীর অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহে অনেক পরিবর্ত্তন আসিবে। আজকাল প্রত্যেক দেশে নিজের নিজের মুদ্রা প্রচলিত আছে ও অর্থনীতিবিদেরা জগতে নিজেদের ষড়যন্ত্র দ্বারা অনেক দুঃখকষ্ট আনিতেছে, তখন এই সকলেরই পরিবর্ত্তন হইবে ও পৃথিবীর সর্ব্বত্রই একই প্রকারের মুদ্রা চলিবে।

আমার মতে এই সমস্ত উন্নতির সহিত আমাদের আরও একটি মহান উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, অর্থাৎ পৃথিবীর সকল দেশই 'লিগ অফ নেশনস্'এ সম্মিলিত হইবে।

অতএব আপনারা যখন এ বৎসরের বড়দিনের উৎসব পালন করিবেন তখন আপনারা আজকালকার দুঃখসমূহের কথা ভুলিয়া যাইবেন এবং হৃদয়ে উৎসাহ আনিবেন কেননা আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা শীঘ্রই আসিতেছেন।"

ভদ্রমহোদয়গণের প্রতি

অনুগ্রহ করিয়া সমস্ত অংশগুলি পড়িবেন

এই সময়ে বাজারে কাগজের দাম যে ভাবে ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছে তাহা বোধ হয় প্রত্যেকেই জানেন। এই জন্য ধর্ম্ম পুস্তকগুলির প্রচার প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। চেতাবনী (রেজিষ্টার্ড) নামক পুস্তক জনসাধারণ এত পছন্দ করিয়াছে যে ইহার বহু সংস্করণ হইয়াছে এবং প্রত্যেক সংস্করণ বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যে ১ লক্ষ ৩৯ হাজারের অধিক পুস্তক মুদ্রিত হইয়া ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশে প্রচারিত হইয়াছে। তথাপিও এই পুস্তকখানির জন্য জনসাধারণের আকুল আগ্রহ দিনের পর দিন ক্রমশঃই বাড়িতেছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, যে সব ভয়ানক পরিবর্ত্তন আজকাল প্রত্যহ ঘটিতেছে অথবা পরে ঘটিবে তাহা সবই এই পুস্তকটিতে দেওয়া হইয়াছে।

আমাদের নিকট আসাম, বাংলা ও উড়িষ্যা হইতে প্রতি দিন পত্র আসিয়াছে যে চেতাবনীর বাংলা ভাষায় অনুবাদ হওয়া উচিত যাহাতে লোকে বইখানি পড়িয়া উপকার পাইতে পারে। এই ভদ্রমহোদয়গণের অনুরোধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া

ও ধর্ম্মপ্রচার করা আমাদের কর্ত্তব্য মনে করিয়া আমরা চেত্তাবনীকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করাইয়া ছাপাইয়া লইয়াছি। ইহা প্রত্যেকেই নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে এই বাংলা সংস্করণ বাহির করিতে, আমাদের কি পরিমাণ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে, কেন না বাংলা আমাদের মাতৃভাষা নয়, আমরা বাংলা বুঝিতে পারি না এবং আমাদের দিকে বাংলা অনুবাদ করিবার লোকও সহজে পাওয়া যায় না।

এই সমস্ত কষ্ট স্বীকার ও অধিক পয়সা খরচ করিয়াও, আমরা চেত্তাবনীর বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছি, অতএব আপনাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য যে এই বইখানি অধিক সংখ্যায় আনাইয়া লইয়া নিজেদের গ্রামে বা সহরে প্রচার করা। এই ধর্ম্মের প্রচারকার্য্য আপনাদের অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ইহার জন্য আপনার যদি কোন বিজ্ঞাপন দরকার থাকে তবে আমাদের জানাইলে আমরা তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিব। বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করিতে আমাদের অনুবাদ, ছাপাই ও কাগজ প্রত্যেকটিতে অত্যধিক খরচ হওয়া সত্বেও এই ধর্ম্মমূলক পুস্তকখানির প্রচার করা আমাদের কর্ত্তব্য মনে করিয়া ইহার দাম ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র রাখিয়াছি। ডাকমাশুল আলাদা দিতে হয়।

আপনারা মনযোগ দিয়া বুঝুন যে বেশী সংখ্যায় এই বইখানি অর্ডার দিলে আমরা গ্রাহককে যতদূর সম্ভব আরও

সুবিধা দিতে চেষ্টা করি কেননা অর্থোপার্জ্জন আমাদের উদ্দেশ্য নয়—আমাদের উদ্দেশ্য ধর্ম্মপ্রচার করা। আমরা আশা করি এই বইখানি আপনারা অধিক সংখ্যায় অর্ডার দিয়া ধর্ম্মকার্য্যের সহায়তা করিবেন।

নোট—অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্র ব্যবহার হিন্দি ও ইংরাজীতে করিবেন কেননা আমরা বাংলা জানি না। বাংলায় পত্র লিখিলে তাহা নিষ্ফল হইবে।

আপনাদের অনুগৃহীত

রামকৃষ্ণ গুপ্ত

স্বত্বাধিকারী—চেতাবনী কার্য্যালয় (রেজিষ্টার্ড)

গুড়গাঁও, পাঞ্জাব।

হিন্দুদের কল্যাণের কথা

আজকাল ঘোর কলিযুগ যাইতেছে। ধর্ম্মকর্ম্ম, ক্রিয়াকাণ্ড প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। এমন কি অনেক হিন্দু ইহাও জানেন না যে আমাদের ধর্ম্মই বা কি, কর্ম্মই বা কি, নিয়ম ও ব্রতই বা কাহাকে বলে। তাঁহারা জানেন না যে হিন্দুদের মধ্যে কি কি বড় পার্ব্বণ বা ব্রত আছে যাহা পালন করিলে আমাদের কল্যাণ হইবে। কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রত্যেক হিন্দুরই উচিত। এই সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরমহংস ১০৮শ্রী রাজনারায়ণজী 'অর্ম্মান' ষটশাস্ত্রি, জ্যোতি-ভূষণ ভক্তিযোগাচার্য্য মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁহার প্রধান শিষ্য রিসার্চের ছাত্র, অল ইণ্ডিয়া সনাতনধর্ম্ম প্রচারক কীর্ত্তনকলানিধি, সঙ্গীতরত্ন, কীর্ত্তনসুধানিধি, সভারত্ন প্রফেসর শ্রীপণ্ডিত আত্মারাম শর্ম্মা 'শোখ' দেহলবী মহাশয় নিজে হিন্দু ব্রত ও পূজা-পার্ব্বণ নামে এক পুস্তক লিখিয়াছেন। ইহাতে হিন্দুদের ব্রত ও পূজা-পার্ব্বণের ফিলসফি (Philosophy) ও অন্তর্নিহিত অর্থ স্পষ্টভাবে উদ্ঘাটন করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে কোন ব্রত কি ভাবে করা উচিত, কখন করা উচিত, উহার সম্বন্ধে কি কি নিয়ম পালন করা উচিত, এই ব্রত কোন সময় হইতে আরম্ভ

হইয়াছে, কোন ব্রত কোন দেবতাকে উপলক্ষ্য করিয়া পালন করা হয় এবং তাঁহার আবাহন কি প্রকারে করা যায়, কোন ব্রত কোন সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং কি ভাবে তাহাকে শ্রদ্ধার সহিত পালন করিলে সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় ইত্যাদি। এই পুস্তক সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে ও ধর্ম্ম-বিরোধীদিগকেও লজ্জিত করিয়াছে। ইহার ভাষা অত্যন্ত সরল ও যে কেহ পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারে। স্ত্রীলোক-দিগের যে সব ব্রত পালন করা উচিত তাহার বিশেষ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকটীর এত চাহিদা হইয়াছে যে **আমরা ইহার বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছি।** যদি আপনি পুস্তকখানি এখনও দেখিয়া না থাকেন ত' আজই আনাইয়া লউন, নিজে মনযোগ দিয়া পড়ুন ও অন্যদের শোনাইয়া তাহাদের কল্যাণের কারণ হউন। ইহার দাম মাত্র আমাদের খরচ অর্থাৎ **ছয় আনা** মাত্র রাখা হইয়াছে। **ডাকমাশুল দুই আনা** আলাদা দিতে হইবে। চারিটি বইখানির কমে ভিঃ পিঃ করা হইবে না। দাম অগ্রিম মণি অর্ডার যোগে পাঠাইয়া দিবেন। ভিঃ পিঃতে লইলে রেজিষ্ট্রেশন খরচা তিন আনা আলাদা দিতে হইবে।

নোট—জনসাধারণের অত্যধিক চাহিদার জন্য বইখানি চেতাবনী কার্য্যালয় (রেজিষ্টার্ড), গুড়গাঁও, পাঞ্জাব দ্বারা

প্রকাশিত হইয়াছে এবং বইখানির যে কোন ভাষায় ছাপাইবার অধিকার ইহাদের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়াছে।

আজই অর্ডার দিন—

চেতাবনী কার্য্যালয় (রেজিষ্টার্ড)

গুড়গাঁও, পাঞ্জাব।

মূল্য বৃদ্ধির কারণ

আজকাল বাজারে কাগজ, ছাপাখানার সরঞ্জাম প্রভৃতির মূল্য তিনগুন হইয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় কোন ধর্ম্মগ্রন্থের প্রকাশ হওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। কিন্তু কেবলমাত্র ধর্ম্মপ্রচারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা অত্যধিক অর্থব্যয় ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াও চেতাবনীর ষষ্ঠ পরিবর্দ্ধিত সম্পূর্ণ সংস্করন প্রকাশ করিয়াছি। এই সংস্করনের অধিকাংশ কপির অর্ডার আমাদের কাছে থাকায় মাত্র কয়েক খানি কপি বিক্রয়ের জন্য অবশিষ্ট রহিয়াছে। ইহার মূল্য মাত্র ১।• এক টাকা চারি আনা রাখা হইয়াছে। আপনি আজই অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া নিজের কপির অর্ডার দিন, অন্যথায় বিলম্বে হতাশ হইবেন

নিবেদক—ম্যানেজার

ভগবান কি নিষ্কলঙ্ক অবতার হইয়া পৃথিবীতে আবির্ভাব হইবেন ?

চেতাবনীতে প্রকাশিত ভবিষ্যবাণীর সমালোচনা

(অল ইণ্ডিয়া সনাতন ধর্ম্মপ্রচারক রিসার্চ স্কলার ও প্রসিদ্ধ বক্তা পূজ্যপাদ পণ্ডিত আত্মারাম শর্ম্মা 'শোখ' দেহলবী প্রণীত)

চিরঞ্জীব রামকৃষ্ণ গুপ্ত, সত্ত্বাধিকারী, চেতাবনী কার্য্যালয়, রেজিষ্টার্ড, গুড়গাঁও, পাঞ্জাব মহাশয় আমাকে তাঁহার চেতাবনী ও কল্কি অবতার সম্বন্ধে কিছু মতামত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই ধর্ম্মপ্রচারে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকায় আমি নিজের বহুমূল্য সময় ইহাতে নিযুক্ত করিয়াছি এবং আমি আশা করি যে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ও অন্যান্য জাতিরা আমার মতামত মনযোগ দিয়া পড়িবেন ও নিজেদের ইহলোক ও পরলোকের মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা করিবেন।

অবতার

ভগবান প্রত্যেক কার্য্যই নিজের শক্তিতে করিতে পারেন। বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রসমূহে ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান' বলা হয়। যদি কেহ বলেন যে ঈশ্বর যদিচ সর্ব্বশক্তিমান তথাপি তিনি মনুষ্য শরীর ধারণ করিয়া অবতার লইতে পারেন না অর্থাৎ

'পরমেশ্বর' নিরাকার হইতে সাকার হইতে পারেন না', ইহার উত্তরে আমরা সহজেই বলিতে পারি যে যখন ভগবান সর্ব্বশক্তিমান তখন তিনি কেন অবতার ধারণ করিতে পারিবেন না? আর যদি অবতার ধারণ করিবার বা নিরাকার হইতে সাকার হইবার শক্তি তাঁহার মধ্যে না থাকে তাহা হইলে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান বলা হয় কেন? এবং যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে কাহাকে বলে তাহা হইলে আমাদের উত্তর দিতে হইবে যে তিনি 'এক শক্তি ছাড়া শক্তিমান' অর্থাৎ তাঁহার সব শক্তি আছে কিন্তু নিরাকার হইতে সাকার হইবার বা অবতার রূপ ধারণ করিবার শক্তি নাই।

'হি' শব্দ সম্বন্ধে গণ্ডগোল

যে সব লোকেরা বলেন যে ভগবান কেবলমাত্র নিরাকার তাঁহাদের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে যদি তাঁহারা 'ভগবান নিরাকার হি হ্যাঁয়' অর্থাৎ 'ভগবান নিরাকার ভি হ্যাঁয়' অর্থাৎ 'ভগবান নিরাকারও হইয়া থাকেন' বলেন তাহা হইলে তাঁহাদের বক্তব্য ঠিক হইবে। ভগবানের সম্বন্ধে এই চিন্তা করা যে তিনি কেবলমাত্র নিরাকার হইয়া থাকেন অত্যন্ত ভুল ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

পরমেশ্বরের সাকার রূপ গ্রহণ

বেদ, পুরাণ, শাস্ত্র, স্মৃতি প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থসমূহে স্থানে স্থানে

বর্ণনা রহিয়াছে যে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের সাকার রূপে মনুষ্য শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতার লইয়া থাকেন।

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং
প্রতিচক্ষনায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ
শতাদশ ॥

অর্থ—

ভগবান ভক্তদের দর্শন দিবার জন্য সাকার রূপ ধারণ করিয়া থাকেন, তিনি নিজের মায়াকে আশ্রয় করিয়া অসংখ্য রূপে আবির্ভাব হইয়া থাকেন। এই সব রূপের মধ্যে দশ রূপই প্রধান।

যখন এই বেদ বাক্যতে ভগবান স্পষ্ট রূপে বলিয়াছেন যে তিনি ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন তখন আর আমাদের সন্দেহের কি কারণ থাকিতে পারে? এই প্রকার বেদবাক্য, যাহা প্রজাপতি ভগবান বলিয়াছেন তাহা অন্য যুগে শ্রীকৃষ্ণ রূপেও গীতায় বলিয়াছেন, যথা—

পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতম।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

উপরোক্ত বেদ আদি শাস্ত্রবাক্য ছাড়াও ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণীরাও এই কথাই বলিয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীগোস্বামী কবি তুলসীদাস, যাহাকে বড় বড় বিদ্বানেরাও

শ্রদ্ধা করেন, তিনিও নিজের 'রামচরিত মানস' বা রামায়ণে স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন—

যব যব হুয়ে ধরম কি হানী, বাঢ়ে অসুর অধম অভিমানী।
তব তব প্রভু ধরে মঞ্জু শরীরা, হরঁহি কৃপানিধি সজ্জন পীরা॥

অর্থ—

যে যে সময় বিশেষ ধর্ম্মহানী হয় ও অধম অসুরেরা অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠে তখনই ভগবান সাকাররূপ ধারণ করিয়া ভক্তদের কষ্ট দূর করেন।

শিখদের আদি গুরু শ্রীগুরু নানক মহারাজের পবিত্রবাণী এইবার শুনুন—

হর যুগ যুগ ভক্ত উপেন্দা পৈজ রখদা আয়ারাম রাজে।
হরনাকুশ দুষ্ট মারয়া প্রহ্লাদ তরায়া রাম রাজে॥

অর্থ—

প্রত্যেক যুগে যুগে ভক্তদের রক্ষা করিবার জন্য ভগবানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই প্রকারে প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার জন্য প্রভু হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন।

এই কবিতায় গুরু নানক স্পষ্টই বলিয়াছেন যে পরমব্রহ্ম ভগবান ভক্তদের রক্ষা করিবার জন্য নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। ভগবানের এই নরসিংহ অবতার হইবার

সম্বন্ধে একজন পূর্ব্বপ্রান্তীয় কবি খুব. সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

হরণাকুশ কা কোপ দেখ কর কাঁপ উঠে যে জগওয়ারে,
যিতনে থে সমঝানে ওয়ালে নহি রখতে পগওয়ারে।
বড়া কষ্ট অব পড়া ভগত পর সুন ঘবরায়া মঘওয়ারে,
প্রহ্লাদ কে কারণ ভইয়া রঘুয়া হৈ গেয়া বাঘুয়ারে॥

অর্থ—

হিরণ্যকশিপুর ক্রোধ দেখিয়া জগতের লোকেরা কাঁপিয়া উঠিল ও যাহারা তাহাকে এ পর্য্যন্ত বোঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল সকলেই পলায়ন করিল। ভক্তদের এই সময় ভয়ানক কষ্ট হইতে লাগিল ও তাহা দেখিয়া ভগবান বিচলিত হইলেন ও নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভগবান রাম প্রহ্লাদকে রক্ষা করিলেন।

এইরূপ উচ্ছাসই প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ। ইহার পর দেখুন সম্রাট্ আকবরের রাজসভায় নবরত্নের একজন আবদর রহীম খাঁ খানখানান ছিলেন। তিনি একটি দোহায় লিখিয়াছেন—

লিখো পঢ়ো না জপ কিয়ো তপ না কিয়ো গজরাজ।
রহিমন ফুল দিখায় কে টের লিয়ো ব্রজরাজ॥

হিন্দুগণ দেখুন একজন মুসলমান কেমন ভক্তির সঙ্গে বলিতেছেন যে সর্ব্বশক্তিমান ভগবান একটি হাতীর প্রাণ

বাঁচাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়া কুমীরের বিনাশ করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত সব তর্ক, প্রমাণ ও মহাপুরুষদের বাণী হইতে ইহা সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে সর্ব্বশক্তিমান ভগবান ভক্তদের রক্ষা করিবার জন্য যুগে যুগে সাকার রূপে আবির্ভাব করেন ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া নিজলোকে প্রস্থান করেন।

নিষ্কলঙ্ক অবতার বা কল্কি অবতার

সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগের পরে কলিযুগ আসে এবং এই কলিযুগে সর্ব্বশক্তিমান ভগবান. নিজের প্রতিজ্ঞা অনুসারে অবতার রূপে পৃথিবীতে আসেন ও পাপীদের বিনষ্ট করিয়া ভক্তদের দর্শন দেন।

আমাকে এক নির্ব্বোধ লোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে কলিযুগে কি নিষ্কলঙ্ক অবতার আসিবেন ? আমি উত্তর দিলাম হ্যাঁ, নিষ্কলঙ্ক অবতার শীঘ্রই অবতীর্ণ হইবেন। অমনি সেই লোকটি বলিয়া উঠিল যে, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি যে সব অবতার হইয়াছেন তাঁহারা কি কলঙ্কিত ? আমি তাহাকে বোঝাইলাম যে তুমি 'নিষ্কলঙ্ক'র মানে ভুল করিয়াছ, যে কলঙ্ক' রহিত সেই নিষ্কলঙ্ক। ইহার মানে এই যে যখন সব সংসার কলঙ্কিত হইয়া যাইবে তখন ভগবান অবতাররূপে পৃথিবীতে আসিবেন। এই নিষ্কলঙ্ক ভগবানের কথা বোঝাইবার জন্যই 'চেতাবনী, পুস্তকখানি সর্ব্বসাধারণে প্রকাশিত করা হইয়াছে। চেতাবনীর

লেখক প্রতিবাদি ভয়ঙ্কর মহাকবি ভারতগৌরব জ্যোতিষ-দিবাকর ৺পণ্ডিত রাজনারায়ণ 'অর্জ্জুন' ষটশাস্ত্রী দেহলবী, যিনি পরে শ্রী১০৮ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীস্বামী রাজনারায়ণ ভক্তিযোগাচার্য্য নামে সমস্ত জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, একজন বিদ্বান পণ্ডিত ছিলেন।

এক দুইবার নহে, অসংখ্যবার আমি নিজে দেখিয়াছি ও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শুনিয়াছি যে পণ্ডিতজীর সামনে যে কেহ সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রালোচনা করিতে আসিয়াছে সেই শেষে তাঁহার বিদ্যার কাছে হার মানিতে বাধ্য হইয়াছে। ৺পণ্ডিতজীর স্বরে এক অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল, সহস্র সহস্র নর-নারী তাঁহার চরণরেণু শ্রদ্ধার সহিত মস্তকে ধারণ করিত। তাঁহার তর্ক ও প্রমাণসমূহে বিপদগ্রস্থ হইয়া বড় বড় পণ্ডিতেরাও এদিক ওদিক তাকাইতে আরম্ভ করিতেন। ইহার মুখ্য কারণ এই ছিল যে, পণ্ডিতজী যে তর্ক ও প্রমাণ দিতেন তাহার প্রত্যেকটি সত্য ছিল, এই জন্য আজকাল তাঁহার এত নাম হইয়াছে। প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয় পণ্ডিতজীর প্রতি অসীম শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছে এবং এই জন্যই চেতাবনী কার্য্যালয়, গুড়গাঁওতে প্রতিদিন পণ্ডিতজীর প্রশংসামূলক অসংখ্য চিঠিপত্র আসিতেছে, প্রত্যেকে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ও তাঁহার কাছে দীক্ষা লইবার জন্য আগ্রহশীল হইয়াছে। এই সব বিষয়ে দেশ বিদেশ হইতে প্রতিদিন এত পত্র আসিতেছে যে চেতাবনী কার্য্যালয়ের তাহার উত্তর দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

'চেতাবনী' কি ?

'চেতাবনী' পুস্তকখানি আপনাদের নিকট রহিয়াছে। এই পুস্তকে নিষ্কলঙ্ক অবতারের আবির্ভাবের বিষয় দেওয়া হইয়াছে ও বলা হইয়াছে যে কলিযুগ শেষ হইয়া গিয়াছে। এই বইখানি ৺পণ্ডিতজী অনেক বৎসর পরিশ্রম করিবার পর চেতাবনী কার্য্যালয় রেজিষ্টার্ড, গুড়গাঁও কর্ত্তৃক প্রকাশিত করাইয়াছেন। আজ ভারতের প্রত্যেক কোণে চেতাবনীর বিষয় আলোচনা হইতেছে। যে যে ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে ও ঘটিতেছে সে সব বিষয়ে পণ্ডিতজী ১৬।১৭ বৎসর পূর্ব্বেই ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছেন। ইহার জন্য কেবল ভারত হইতে নহে বিদেশ হইতে পর্য্যন্ত চেতাবনীর অজস্র চাহিদা হইতেছে।

ইহার কারণ এই যে পণ্ডিতজী চেতাবনীতে যাহা লিখিয়াছেন তাহার প্রমাণ বেদ-শাস্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি, ইসলাম, পারসী, শিখ খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন ও অনেক তথ্যানুসন্ধানের পর স্থির করিয়াছেন যে, কল্কি অবতারের আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে। যখন পর্য্যন্ত পণ্ডিতজী জীবিত ছিলেন তখন পর্য্যন্ত কাহারও সাহস হয় নাই যে-চেতাবনীর বিপক্ষে কিছু বলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরেই কুরালী হইতে একজন জ্যোতিষী "চেতাবনী সমস্যা" নামক এক পুস্তক বাহির করিয়াছেন। আমি এই বইখানি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছি ও বুঝিয়াছি যে, যদিও জ্যোতিষী মহাশয় চেতাবনীর প্রমাণ

গুলি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি পণ্ডিতজীর প্রবল প্রমাণসমূহকে খণ্ডন করিতে পারেন নাই। এই বইখানি সত্য সন্দেশ কার্য্যালয়, গুড়গাঁও হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

আমাকে দুঃখের সহিত লিখিতে হইতেছে যে, পণ্ডিতজীর দেহান্ত হইবার পর কয়েকজন লোকে তাঁহার 'চেতাবনী'র ও তাঁহার বিপক্ষতা করিতেছেন। ইহা ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে, যখনই কোন লাভদায়ক আন্দোলনের আরম্ভ হয় তখনই তাহার বিপক্ষতা করিবার জন্য একদল লোক প্রস্তুত হইয়া যায়। ইহারা ভাল কাজের বিপক্ষতা করিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন, কিন্তু ইহাদের মনে রাখা উচিত যে, শেষে সত্যের জয় ও অসত্যের পরাজয় নিশ্চয়ই হইয়া থাকে।

পণ্ডিতজীর শেষ সময় পর্য্যন্ত এই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, সব সংসারে হরিনাম কীর্ত্তনের প্রচার হউক, লোকেরা কুসঙ্গ পরিত্যাগ করুক ও ভগবান নিষ্কলঙ্ক অবতারের প্রার্থনা করুক। এই জন্যই পণ্ডিতজী নিজে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরিয়া নিজের প্রভাবশালী বাণীর প্রচার করিয়াছেন। কুরালীর জ্যোতিষ মহাশয় কেবলমাত্র 'চেতাবনী' দেখিয়া ইহার বিরুদ্ধতা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার উচিত ছিল যে প্রথমে সনাতন ধর্ম্মের অন্যান্য বিদ্বানের লিখিত নিষ্কলঙ্ক অবতারের বিষয় অন্যান্য পুস্তক পড়েন। অন্যান্য পণ্ডিতরা স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে কলিযুগ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে ও সত্যযুগ শীঘ্রই আসিতেছে। তাঁহারা কল্কি অবতারের বিষয়ও স্পষ্টভাবে

পণ্ডিতজীর সমর্থন করিয়াছেন।

উপরোক্ত সমস্ত তর্কের সারাংশ হইতেছে যে, পণ্ডিতজী চেতাবনীতে যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা তিনি সম্পূর্ণ সত্য বলিয়াই মনে করিয়াছেন ও তাহা মনুষ্যমাত্রের কল্যাণকর। ভগবানের চরণে পৌঁছিবার জন্য 'চেতাবনী'র সাহায্য অপরিহার্য্য।

'চেতাবনী'র নামে পুকুর চুরি

চেতাবনীতে স্বামিজী যে সব ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন সে সব সত্য কি মিথ্যা তাঁহারাই বিচার করিবেন যাঁহারা রোজ খবরের কাগজ পড়িতেছেন যে ভারতবর্ষে ও ভারতের বাহিরে মনুষ্যজাতির উপর কি পরিমাণ সঙ্কট আসিয়া পড়িয়াছে।

পণ্ডিতজী এই সব বিষয়ের ভবিষ্যৎবাণী ১৬। ১৭ বৎসর পূর্ব্বেই করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ণ চেতাবনীর প্রকাশক রামকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় ভারতবর্ষে ভক্তিপ্রচারের জন্যই বইখানিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করাইয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি লোভী স্বার্থসর্ব্বস্ব লোকেরা নিজেদের নাম প্রচার করিবার জন্য 'নিষ্কলঙ্ক অবতারের সম্বন্ধে বই লিখিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন, এই সব বই প্রায়ই অলিতে গলিতে বিক্রয় হইতে দেখা যায়। যে সব লোকেদের বেদ আদি শাস্ত্র সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও জ্ঞান নাই, যে সব লোকেরা মূর্খতায় পরিপূর্ণ, সেই সব লোকেরাও আজকাল বিদ্বান বলিয়া নিজেদের চালাইতেছে।

উদাহরণ স্বরূপ আমরা এক তথাকথিত পণ্ডিত প্রণীত "ভবিষ্যৎবাণী" বইখানি লইতেছি। এই লোকটি একজন অকাট মূর্খ, সারা জীবন আর্য্যসমাজ, দিল্লীতে রিপোর্টারের কাজ করিয়া আসিয়াছে ও বাজারে বাজেরে এক পয়সায় ছোট ছোট পুস্তিকা বিক্রয় করিয়াছে। এই লোকটিও এখন নিষ্কলঙ্ক অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে ও এই বিষয়ে একটি বই একজন আর্য্যসমাজী পুস্তক-বিক্রেতাকে প্রকাশ করিবার জন্য দিয়াছে। এই লোকটি সর্ব্বদা সনাতন ধর্ম্মকে গালিগালাজ করিয়া আসিয়াছে কিন্তু এখন সরল হিন্দু জনসাধারণকে ঠকাইবার জন্য "নিষ্কলঙ্ক অবতার বা ভবিষ্যৎবাণী" বইখানি প্রকাশ করিয়াছে। এই লোকটি নিজের সুবিধা অনুযায়ী মতের পরিবর্ত্তন করে; কখনও অবতারদিগকে গালাগালি দেয়, কখনও বা "ভবিষ্যৎবাণী"র মত বই প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে ঠকাইবার চেষ্টা করে।

এখন দেখুন কল্কি পুরাণে আছে যে ভগবান নিজের হাতে রত্নখচিত তরবারী লইয়া আসিবেন। কিন্তু এই লোকটি অথবা সেই আর্য্যসমাজী পুস্তক বিক্রেতাটী ভগবানের হাতে একটি ছুরি দিয়া সমস্ত সিদ্ধান্তকে মাটি করিবার চেষ্টা করিয়াছে। যে লোক ভগবানের অবতারকে মানে না, তাহার কি অধিকার আছে যে, এই সব বই প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে ঠকায়। কিন্তু ইহার পেটের জন্য সব করিতে পারে। হিন্দুদের উচিত যে তাহারা এই সব চালাকী হইতে নিজেদের বাঁচাইয়া রাখে।

এই লোকটি নিজের "ভাবষ্যবাণীতে" লিখিয়াছে যে সে অনেক বর্ষ হইতে বলিতেছে যে নিষ্কলঙ্ক অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে। আমি তাহাকে চ্যালেঞ্জ করিতেছি যে সে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলিতেছে; তাহার কাছে নিজের কথা প্রমাণ করিবার মত কোন যুক্তি নাই। সে কেবল চেতাবনীর চাহিদা দেখিয়া জনসাধারণকে ঠকাইবার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে।

আমার শেষ অনুরোধ

হিন্দু জনসাধারণকে আমার শেষ অনুরোধ যে এখন প্রত্যেককে ভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। অবশ্য যাহা ভগবানের ইচ্ছা তাহাই হইবে কিন্তু এখন আমাদের ভুলে না পড়িয়া শুদ্ধ হৃদয় লইয়া ভগবানের ভজন করা উচিত ও পরলোকের চিন্তা করা উচিত।

আমার পূর্ণ আশা আছে যে, হিন্দু জনসাধারণ ৺স্বামীজীর "চেতাবণী" অধিকাধিক সংখ্যায় লইয়া তাহা হইতে লাভ উঠাইবেন।

মিরাট সদর
১৬ই জুলাই ১৯৪০

হিন্দুজাতীর শুভচিন্তক—
আত্মারাম শর্ম্মা 'শোখ' দেহলবী
অল ইণ্ডিয়া সনাতন ধর্ম্ম প্রচারক।

আপনি প্রতি মাসে হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন

১। আপনি কি করিয়া আমাদের বিখ্যাত পুস্তকগুলি বিক্রয় করিয়া হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন ?

২। সেই নিয়মাবলি কি যাহা যথাযথভাবে পালন করিলে আপনি নিশ্চয়ই সফলতা লাভ করিবেন ?

৩। আমাদের এজেন্সী লইবার নিয়ম কি কি ?

৪। আপনি আমাদের নিয়মাবলি কি প্রকারে পালন করিতে পারেন যাহা দ্বারা আপনার যথেষ্ট লাভ হইতে থাকে ?

৫। অল্প অর্থব্যয় করিয়া আপনি কি করিয়া যথেষ্ট লাভ করিতে পারেন ?

উপরোক্ত সকল বিষয়ে ইংরাজি হিন্দি ও বাংলা

ভাষায় লিখিত এজেন্সী নিয়মাবলী পুস্তক বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আমাদের পুস্তকগুলির সুচীপত্র, পোষ্টার, ক্যালেণ্ডার প্রভৃতির জন্য ডাকখরচ বাবদ চারি আনা পাঠাইয়া আজই আনাইয়া লউন।

নোট—আপনি নিশ্চয়ই আপনার সহরের এজেণ্ট হউন, অযথা বিলম্ব করিলে পরে হতাশ হইবেন। পত্রব্যবহার কেবল ইংরাজি ও হিন্দিতেই করিবেন।

নিবেদক—

ম্যানেজার,

চেতাবনী কার্য্যালয়

গুড়গাঁও, পাঞ্জাব।

শ্রীহরি

প্রকাশিত হইল ! প্রকাশিত হইল !!

অকৃত্রিম

ভক্তিসার (রেজিষ্টার্ড)

'বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

পরমপূজ্য শ্রী১০৮ স্বামী রাজনারায়ণজী পরমহংস ষটশাস্ত্রী জ্যোতিভূষণ, ভক্তিযোগাচার্য্য মহাশয়ের নাম সর্ব্বজনবিদিত। ইহার নাম আজ ভারতের প্রত্যেক কোণে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহার রচিত "চেতাবনী" (রেজিষ্টার্ড) পুস্তকখানির লক্ষ লক্ষ কপি ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্থানে বিক্রয় হইয়াছে ও হইতেছে এবং পুস্তকটি এত সমাদর লাভ করিয়াছে যে ইহা ভারতবর্ষে প্রায় প্রত্যেক ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। আজকাল জগতে যে সব পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহার প্রত্যেকটিই "চেতাবনী"তে দেওয়া আছে ও ইহা আজ সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

এই স্বামিজীর লিখিত 'ভক্তিসার' পুস্তকখানিও ভারতবর্ষে অত্যন্ত সমাদর লাভ করিয়াছে। হিন্দিতে ইহার পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে যাহাতে অনেক তথ্য দেওয়া হইয়াছে।

পৃষ্ঠাসংখ্যাও প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই হিন্দির নূতন সংস্করণটিই বাঙ্গলা ভাষার অনুবাদ করাইয়া প্রকাশিত করা হইল। বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করাইতে ও ছাপাইতে আমাদের অনেক অধিক অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। কিন্তু শ্রদ্ধাসম্পন্ন জনসাধারণের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ও ভক্তি প্রচারের জন্য এই মূল্যবান পুস্তকখানি বাঙলায় প্রকাশ করা হইল।

ভক্তিসারে কি আছে

শ্রীকল্কি ভগবানের জন্ম হইয়াছে। ইঁহার প্রকট হইবার সময় পর্য্যন্ত আমরা ভগবানের চরণে কি করিয়া পৌঁছিতে পারি; ভগবানকে কি ভাবে ভক্তি করা উচিত; কলিযুগে ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ দর্শন কি করিয়া হইতে পারে, কীর্ত্তনের ঠিক বিধি কি প্রভৃতি ছাড়াও পূজাপাদ স্বামিজী এই পুস্তকে নিজের যোগভ্যাস ও তাহার ফলের বিষয়ও লিখিয়াছেন। এই পুস্তকে শাস্ত্রানুসারে ও নিজের অনুভূতি দ্বারাও ভক্তি করিবার সঠিক বিধি দেওয়া হইয়াছে। ভক্তির স্বরূপের বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে। অনন্য ভক্তি কি, ভক্তিযোগ কাহাকে বলে ও কি প্রকারে পালন করা উচিত, ভক্তের স্বরূপ কি, চারিযুগের ধর্ম্ম কি কি, সর্ব্বযুগ হইতে কলিযুগের মাহাত্ম্য অধিক কেন, কলিযুগে ভক্তি কি করিয়া করা উচিত, ভগবানকে কি প্রকারে পাওয়া যায় ও তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন কি করিয়া হইতে পারে, কীর্ত্তন কাহাকে বলে ও কি করিয়া করা উচিত যাহাতে আমরা আগত

সত্যযুগে পৌঁছিতে পারি ও শ্রীকান্ত ভগবানের দর্শন লাভ করিতে পারি ইত্যাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। নাম কীর্ত্তন, হরি কীর্ত্তন ও সংকীর্ত্তনের বিভেদ কি, প্রাচীন ভক্তেরা কি করিয়া কীর্ত্তন করিতেন, বাহিরের ও ভিতরের কীর্ত্তন, মনকে কি করিয়া ভগবানকে সমর্পন করা যায়, ভগবানের মহিমা কি প্রকারে গাওয়া উচিত, মূর্ত্তি পূজা কি ও কি ভাবে পূজা হওয়া উচিত ও ইহার সঠিক বিধি, মনুষ্যযোনীর মাহাত্ম্য ও তাহার কর্ত্তব্যও এই পুস্তকে স্বামিজী সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সনাতন হরিকীর্ত্তন ধর্ম্মসভা লাহোর যেখানে স্বামী স্বরূপানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী বিজয়কৃষ্ণ, স্বামী আত্মানন্দ, স্বামী জ্যোতির্ম্ময়ানন্দ বেদাচার্য্য প্রভৃতি বড় বড় বিদ্বানেরা সম্মিলিত হইয়াছিলেন এখানে স্বামিজী কি করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাও বিশদ ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই পুস্তক পড়িলে আরও গুপ্ত তথ্যসমূহ জানিতে পারিবেন যাহার বর্ণনা এখানে করা যায় না। মনে রাখিবেন পুস্তকখানি অমূল্য ও ইহার পঞ্চম সংস্করণে (১৯৪১) অনেক নূতন বিষয় দেওয়া হইয়াছে যাহাতে পৃষ্ঠাসংখ্যাও অধিক হইয়া গিয়াছে। কয়েকটি হাফটোন ব্লকও এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। স্বামিজীর কয়েকটী মনোরম ভজনও ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে এই পুস্তকখানি ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছে। স্বামিজীর জীবনের ইতিকথা অনেকে জানিতে চাহেন, আমরা তাহাও এই বইখানিতে সংক্ষেপে দিয়াছি।

অতএব এই বইখানি একটি অমূল্য রত্ন হইয়াছে যাহা প্রত্যেক মনুষ্যেরই পাঠ করা উচিত; ইহার অধিক প্রশংসা করিবার কোন দরকার নাই। অনেক মহানুভব মনুষ্য এই বইখানি খরিদ করিয়া জনসাধারণকে বিতরণ করিতেছে। আপনি যদি এখনও এই বহিখানি না দেখিয়া থাকেন তবে আজই নিম্নলিখিত ঠিকানা হইতে আনাইয়া লউন, বিফল মনোরথ হইবেন না। ইহার মূল্য মাত্র আমাদের খরচ বা ছয় আনা মাত্র ডাকমাশুল দুই আনা আলাদা দিতে হইবে। একটি বই ভিঃ পিঃতে বার আনা পড়িবে, দুই খানির কমে ভিঃ পিঃ করা হয় না, মূল্য অগ্রিম পাঠাইবেন। অর্ডার ইংরাজিতে দিবেন।

চেতাবনী কার্য্যালয় (রেজিষ্টার্ড)

বিঃ দ্রঃ—"চেতাবনী"র বাঙ্গালা সংস্করণ ১।• আনা
"হিন্দুদের ব্রত ও পূজা-পার্ব্বণ (বাংলা) ।৶• আনা
'ভক্তিসার" (বাংলা) নূতন সংস্করণ ।৶• আনা
"চেতাবনী" ইংরাজি ১।•, রাজসংস্করণ ২।• আনা
প্রত্যেকের ডাকমাশুল আলাদা দিতে হইবে।

কল্কি রামায়ণ

[প্রথমার্দ্ধ পশ্চাতের পৃষ্ঠায় দেখুন]